উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সেনসেক্স : ৭৩,৫২৪.২৬ (-৭১৯.০৮)
নিফটি : ২৩,১২৩.০০ (-২৪৩.৭০)

এক ধাক্কায় বদলি ১৭৯ পুলিশকর্তা ৫

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি	জলপাইগুড়ি	কোচবিহার	আলিপুরদুয়ার
৩২° / ২৩°	৩১° / ২৪°	৩১° / ২৪°	৩১° / ২৪°
সর্বোচ্চ / সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ / সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ / সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ / সর্বনিম্ন

কংগ্রেসের নেতৃত্ব মানতে রাজি মমতা ৭

আমেরিকার ২৫০ বছর পূর্তির আমেজ মিশছে বিশ্বকাপে ১২

শিলিগুড়ি ২৫ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩৩ মঙ্গলবার ৫.০০ টাকা 9 June 2026 Tuesday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 47 Issue No. 22

নেপাল সীমান্তে শেষ জাহাঙ্গিরের ‘পুষ্পাগিরি’

নিউজ ব্যুরো

৮ জুন : শুধু ঝুঁকলেন না। বাদশাহি অহংকারের পাহাড় থেকে পতন হল জাহাঙ্গির খানের। ফলতা থেকে অনেক দূরে শিলিগুড়ির কাছে তাঁর ‘পুষ্পা’র খেল খতম হল। নেপালে পালানোর পরিকল্পনা ভেস্তে গেল পানিট্যাঙ্কিতে। ভারত-নেপাল সীমান্তে তাঁকে পাকড়াও করল রাজ্য পুলিশের স্পেশাল টাস্ক ফোর্স (এসটিএফ)। সঙ্গে ছিল দার্জিলিং জেলা পুলিশের টিম।

সোমবার দুপুর ১টা নাগাদ গ্রেপ্তারের পর পৌনে দুটো নাগাদ তাঁকে নেপাল নম্বরের চার চাকার একটি ছোট গাড়িতে অত্যন্ত গোপনীয়তা রক্ষা করে পানিট্যাঙ্কি সীমান্ত হয়ে ফাঁসিদেওয়া থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। তখন থেকে তাঁর মুখ ঢাকা ছিল সাদা তোয়ালেতে। ফলতার ‘পুষ্পা’ নেপালের

পানিট্যাঙ্কিতে গ্রেপ্তারের পর বিমানে কলকাতায়

রাজধানী কাঠমান্ডুতে আগেই তাঁর শাগরেদদের পাঠিয়ে বাড়িভাড়া করে রেখেছেন। ওখানেই রয়েছেন তাঁর স্ত্রী ও ছেলে। সেখানে পাকাপাকিভাবে আত্মগোপন করে থাকার পরিকল্পনা চূড়ান্ত ছিল।

ছেলে এতদিন দার্জিলিংয়ের স্কুলে পড়ত। তাকে কাঠমান্ডুর স্কুলে ভর্তি করার ব্যবস্থাও হয়ে গিয়েছিল। তিনি ভারত-নেপাল সীমান্ত এলাকায় কয়েকদিন ধরে লুকিয়ে আছেন বলে পুলিশের গোয়েন্দারা খবর পেয়ে গত ৭২ ঘণ্টা ধরে পানিট্যাঙ্কিতে ঘাঁটি গাড়ে দার্জিলিং জেলা পুলিশ এবং এসটিএফ-এর একটি দল। এসটিএফ আধিকারিকরা ছাড়া ওই দলে ছিলেন নকশালবাড়ির এসডিপিও সৌম্যজিৎ রায়, সাব-ইনস্পেকটর অভিজিৎ রায় ও মনোতোষ সরকার, এএসআই প্রাণেশ ধর প্রমুখ।

ফাঁসিদেওয়া থানাতে প্রায় দেড় ঘণ্টা প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদের পর বিকেল ৪টা নাগাদ জাহাঙ্গিরকে বাগডোগরা বিমানবন্দরে নিয়ে যাওয়া হয়। বিমানবন্দরের ভিতরে তাঁর ওপর নজরদারিতে ছিল বিমানবন্দর ফাঁড়ির পুলিশ, বাগডোগরা থানার পুলিশ ও এসটিএফ। পরে সন্ধ্যায় ৭টা ৫৫ মিনিটের এয়ার ইন্ডিয়া এক্সপ্রেসের ১৫৩২ বিমানে দুজন এসটিএফ আধিকারিক তাঁকে নিয়ে কলকাতা উড়ে যান। নকশালবাড়ির এসডিপিও সৌম্যজিৎ রায় বলেন, ‘ভারত-নেপাল সীমান্ত থেকে জাহাঙ্গির খানকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। *এরপর দশের পাতায়*

কালের যাত্রার ধ্বনি

এনডিএ-তে তৃণমূলের বিদ্রোহী ২০

বিরোধী জোটের বৈঠকে যেদিন নয়াদিল্লিতে মমতা, ঠিক সেদিনই চূড়ান্ত নাটক তৃণমূলের সংসদীয় দলে। শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে শতাব্দী রায়ের বাসভবনে বৈঠকে বিক্ষুব্ধরা।

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ৮ জুন : সেই একই ফর্মুলা! বিরোধী পক্ষে বসলেও আসলে শাসকের সমর্থক। এই সূত্রে তৃণমূলের সংসদীয় দলে ধস নামল সোমবার। নয়াদিল্লিতে দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় থাকাকালীনই ব্যাপক ভাঙনের চিত্রনাট্য লেখা হল কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ভূপেন্দ্র যাদবের বাসভবনে। তৃণমূলের অন্তত ২০ জন সাংসদ গোষ্ঠীগতভাবে নাম লেখালেন এনডিএ-তে। চিত্রনাট্য রচনার আলোচনায় শামিল হতে দিল্লি উড়ে এসেছিলেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীও।

সেই চিত্রনাট্য মেনে কাকলি ঘোষ দস্তিদারকে তৃণমূলের সংসদীয় দলের নেতার স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য দলের ২০ জন সাংসদ আর্জি জানাবেন লোকসভার অধ্যক্ষের কাছে। ওই পদে এতদিন ছিলেন খোদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। নতুন এই ফর্মুলা আসলে কলকাতায় পরিষদীয় দলের ভাঙনের মডেলেই। তৃণমূলের নাম নিয়েই ধসিয়ে দেওয়া হল দলটাকে। একইসঙ্গে বাংলায় ও জাতীয় স্তরে। দুপুর পর্যন্ত ভূপেন্দ্রর বাসভবনে শলাপরামর্শের পর ফের বিদ্রোহী তৃণমূল সাংসদদের সঙ্গে সন্ধ্যায় মিলিত হন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী।

ওই বৈঠকটি হয় তৃণমূলের দীর্ঘদিনের অভিনেত্রী-সাংসদ শতাব্দী রায়ের দিল্লির বাড়িতে। তাঁকে সম্ভবত বিদ্রোহী তৃণমূল উপ দলনেতার পদে বসাবে লোকসভায়। কাকলি সংবাদ সংস্থাকে বলেন, ‘আমাকে নিয়ে ২০ জন সাংসদ এনডিএ-কে সমর্থনের সিদ্ধান্ত জানিয়ে লোকসভার অধ্যক্ষ ওম বিড়লাকে চিঠি লিখেছি।’ তাঁর ভাষায়, ‘আমরা জনতার রায় মেনে নিয়েছি। আমরা মনে করি, ভবিষ্যতে আমাদের এনডিএ-র সঙ্গেই পথ চলা উচিত।’

ভূপেন্দ্র যাদবের বাড়িতে বৈঠকে তৃণমূলের বিক্ষুব্ধ সাংসদরা। নয়াদিল্লিতে সোমবার।

বর্ধমান পূর্বের সাংসদ শর্মিলা সরকার বলেন, ‘এটা একদিনের ক্ষোভ নয়। কাজ করতে গিয়ে প্রথম থেকে গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে ধাক্কা খেয়েছি। দুর্নীতির বিরুদ্ধে রিপোর্ট পাঠিয়েছিলাম অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে। সেই রিপোর্ট চলে গেল খোদ অভিযুক্তের হাতে। আমরা তাই উন্নয়নের স্বার্থে এনডিএ-কে সমর্থন করতে আলাদা ব্লক তৈরি করলাম।’

নয়াদিল্লিতে থাকলেও সংসদীয় দলে এই ভাঙন নিয়ে কোনও মন্তব্য করেননি মমতা ও অভিষেক। দলের পক্ষ থেকেও কোনও প্রতিক্রিয়া জানানো হয়নি। তৃণমূলের পক্ষ থেকে রাজ্য দলের মুখপাত্র কুণাল ঘোষ শুধু সোশ্যাল মিডিয়ায় ব্যক্তিগত পোস্টে লিখেছেন, ‘আমি হয়তো অনেকের কাছে খারাপ। কিন্তু এত খারাপ নই যে, দলের সংকটের সময় নিজের অঙ্ক কষে পালাব।

... আমার রক্তে বেইমানি নেই। যাঁরাই থাকবেন দিদির সঙ্গে, তাঁদের সহযোদ্ধা হিসেবে আছি।’

তৃণমূলের সংসদীয় দলে ভাঙনের তৎপরতা ক’দিন ধরে চলছিল। তৃণমূল নেত্রী কাকলিকে সংসদীয় দলের মুখ্য সচেতকের পদ থেকে সরানোর পর বিদ্রোহের সূত্রপাত। একে একে তাতে যোগ দেন আরও অনেকে। তাঁদের অন্যতম উত্তরবঙ্গ থেকে নির্বাচিত তৃণমূলের একমাত্র সাংসদ জগদীশ রায় বসুনিয়া। তিনি সোমবার ভূপেন্দ্র ও পরে শতাব্দীর বাড়িতে আলোচনায় উপস্থিত ছিলেন।

যাঁরা ভাঙনের চূড়ান্ত রূপ দেওয়ার খেলায় শামিল হয়েছেন, তাঁদের অনেকে এতদিন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্নেহধন্য বলে পরিচিত ছিলেন। যেমন অভিনেতা দেব, জুন মালিয়া, অরূপ চক্রবর্তী প্রমুখ। খবর আছে, এই তালিকায় জুড়ে যাবেন মমতার আরেক স্নেহধন্যা রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়। আবার অভিষেকের ঘনিষ্ঠ বৃত্তের বাপি হালদারও আছেন ওই দলে। খেলার জগৎ থেকে তুলে এনে প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়কে হাওড়ার সাংসদ করেছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। *এরপর দশের পাতায়*

> আমরা জনতার রায় মেনে নিয়েছি। আমরা মনে করি, ভবিষ্যতে আমাদের এনডিএ-র সঙ্গেই পথ চলা উচিত।
> -কাকলি ঘোষদস্তিদার

সোমবার দিনভর

- দুপুরে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ভূপেন্দ্র যাদবের বাড়িতে বৈঠক ১৪ তৃণমূল সাংসদের
- এখনই বিজেপিতে যোগ নয়। তৃণমূলে থেকে ‘আলাদা ব্লক’ বিক্ষুব্ধ সাংসদদের
- এই গোষ্ঠীর মুখ্য সচেতক পদে থাকছেন কাকলি ঘোষ দস্তিদার
- শতাব্দীর বাড়িতে বৈঠক থেকে বেরিয়ে ‘ভিক্ট্রি’ সাইন দেখালেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী

ঋতব্রতর ঘরে আড্ডা, চর্চায় ফিরহাদ

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ৮ জুন : একে একে কি নিভিছে দেউটি? তৃণমূলে জল্পনাটা উসকে উঠল ফিরহাদ হাকিমের আচরণে। যিনি তৃণমূল নেত্রীর বরাবরের দক্ষিণহস্ত। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আস্থাভাজন সেই ‘ববি’ সোমবার পৌঁছে গেলেন দলে ভাঙনের প্রধান স্থপতি ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে। সেটাও দিল্লিতে তৃণমূলের সংসদীয় দলে ব্যাপক ধসের দিন।

বিধানসভায় বিরোধী দলনেতা ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের দপ্তরে প্রায় ঘণ্টাখানেক কাটালেন কলকাতা বন্দরের বিধায়ক। তিনি সংবাদমাধ্যমকে কিছু বলেননি। কিন্তু তাঁর ইচ্ছাপ্রকাশের সূত্রে জল্পনা শুরু হয়েছে। সেই ইচ্ছার কথা সরাসরি ফিরহাদের মুখ থেকে শোনা যায়নি। পরে বিধানসভার লবিতে কুণাল ঘোষ ও অশোক দেবের সঙ্গেও তাঁকে গল্প করতে দেখা যায়। কুণাল ও ফিরহাদ দুজনেই জমিয়ে আড্ডা হয়েছে বলে দাবি করেন।

তবে কুণালের সংযোজন হচ্ছে জল্পনার কারণ। তিনি জানান, বিধানসভায় পরিষদীয় দল একজোট হয়ে থাকুক- এই ইচ্ছা তাঁর কাছে জানিয়েছেন ফিরহাদ। ফিরহাদের কাছে নাকি কুণাল পালটা জানতে চান, ফিরহাদ কি তাহলে তাঁদেরও বিদ্রোহী ব্লকে নাম লেখাতে বলছেন? জোরালো ইঙ্গিত রয়েছে বিরোধী দলনেতার কথাতেও। তিনি বলেন, ‘বিধানসভায় আমরা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বকে চ্যালেঞ্জ করে আসল তৃণমূল গড়েছি। এটা ইচ্ছার ঐক্য। এখন কলকাতা থেকে ১৫০০ কিলোমিটার দূরেও সেই ‘ইচ্ছার ঐক্য’ *এরপর দশের পাতায়*

পালটা চাল

ভারতের পুশব্যাক নীতির পালটা হিসেবে সুকৌশলে রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশ বা ‘পুশইন’-এর বিপজ্জনক ছক কষা হচ্ছে বাংলাদেশে

অনুপ্রবেশকারীদের ছদ্মবেশ ধারণের জন্য ‘মেহমান’ কোড নেম দিয়ে স্থানীয় চোরাচালান সিন্ডিকেটকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে

রোহিঙ্গাদের জন্য জাল ভারতীয় পরিচয়পত্র তৈরি রাখা হচ্ছে যেন তারা ধরা পড়লে প্রাথমিকভাবে নিজেদের ভারতীয় নাগরিক হিসাবে দাবি করতে পারে

সীমান্তে রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশের ব্লু-প্রিন্ট

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে অবৈধ অনুপ্রবেশ ও পুশব্যাক ঘিরে যে স্নায়ুযুদ্ধ শুরু হয়েছে, তার মধ্যেই এক গভীর আশঙ্কার মেঘ ঘনীভূত হচ্ছে উত্তরবঙ্গের আকাশে। বিভিন্ন সূত্রে খবর, ভারতের দিক থেকে বেআইনিভাবে বসবাসকারীদের ফেরত পাঠানোর যে কড়া অবস্থান নেওয়া হয়েছে, তার পালটা জবাব দিতে বাংলাদেশের ভেতরে এক বিপজ্জনক ছক কষা হচ্ছে। গোয়েন্দাদের একাংশের আশঙ্কা, ভারতের এই পুশব্যাক নীতির পালটা হিসেবে দলে দলে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের সুকৌশলে সীমানা পার করে ভারতে ঢুকিয়ে দেওয়ার এক গোপন প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। এর নাম দেওয়া হয়েছে ‘পুশইন’। এই গোটা পরিকল্পনার মূল ভরকেন্দ্র হিসেবে বেছে নেওয়া হয়েছে অপেক্ষাকৃত দুর্বল এবং নদীমাতৃক উত্তরবঙ্গ সীমান্তকে। বিষয়টি নিয়ে সংবাদমাধ্যমে কেউ মুখ না খুললেও, ওপারের একাধিক সীমান্তবর্তী এলাকা থেকে যেসব তথ্য উঠে আসছে, তা রীতিমতো উদ্বেগজনক।

সূত্রের খবর, ভারতবিরোধী সংগঠনগুলো তাদের কৌশল বদলেছে। এখন তাদের পাখির চোখ উত্তরের জেলাগুলো। মালদা থেকে শুরু করে কোচবিহার পর্যন্ত যে বিস্তীর্ণ খোলা সীমান্ত বা অরক্ষিত নদীপথ রয়েছে, তাকেই এই সম্ভাব্য অনুপ্রবেশের লঞ্চপ্যাড হিসেবে ব্যবহার করার ছক কষা হচ্ছে বলে জোরালো সন্দেহ দানা বাঁধছে। ওপারের ঠিক কোন কোন এলাকায় এই জমায়েত চলছে, তা নিয়ে নিশ্চিত কোনও তথ্য এখনও না পাওয়া গেলেও, গোয়েন্দাদের আতশকাচের তলায় রয়েছে বেশ কয়েকটি সুনির্দিষ্ট এলাকা। মালদা জেলার কালিয়াচক ও বৈষ্ণবনগরের অন্য প্রান্তে থাকা বাংলাদেশের চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার শিবগঞ্জ এবং ভোলাহাটের মতো এলাকাগুলো চোরাকারবারিদের পুরোনো চারণভূমি। সূত্রের দাবি, ভাসানচর বা কক্সবাজারের মতো কয়েকটি রোহিঙ্গা শিবির থেকে বেশ কিছু মানুষকে সম্প্রতি এই শিবগঞ্জ এলাকার বিভিন্ন গোপন আস্তানায় জড়ো করা হয়েছে। মহানন্দা ও পাগলা নদীর গতিপথ ধরে রাতের অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে তাদের এপারে ঠেলে দেওয়া হতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

প্রতীকী ছবি।

একটু উত্তরের দিকে তাকালে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার হিলি এবং কুমারগঞ্জ সীমান্তের পরিস্থিতিও বেশ স্পর্শকাতর। এই এলাকার ওপারে বাংলাদেশের দিনাজপুর জেলার হাকিমপুর ও বিরামপুরেও একত্রিত করা হচ্ছে রোহিঙ্গাদের। হিলিতে এমন বহু জায়গা রয়েছে যেখানে আন্তর্জাতিক সীমানা সহজেই পার করা সম্ভব। হাকিমপুরের কিছু পরিত্যক্ত এলাকা ও সীমান্ত ঘেঁষা গ্রামগুলোতে সন্দেহভাজন আনাগোনা বেড়েছে বলে বাংলাদেশ সূত্রে খবর মিলেছে। তবে সবচেয়ে বেশি চিন্তার ভাঁজ ফেলেছে জলপাইগুড়ি এবং কোচবিহার জেলার সীমান্তের খবর। শিলিগুড়ি করিডর এমনিতেই ভারতের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যাকে আগামীর ‘জাতীয় কৌশলগত অঞ্চল’ বা ন্যাশনাল *এরপর দশের পাতায়*

কাঁটাতারে অনিয়ম : সেলিম

শিবশংকর সূত্রধর

কোচবিহার, ৮ জুন : সীমান্তে কাঁটাতার বসানোর কাজ নিয়ে অনিয়মের অভিযোগ তুললেন সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম। তাঁর অভিযোগ, নিয়ম না মেনে কোনও কোনও জায়গায় ৫০০ মিটার বা দেড় কিলোমিটার দূরে কাঁটাতারের গেট বানানো হচ্ছে। ফলে বেড়ার ওপারে অনেকটাই ভারতীয় জমি থেকে যাচ্ছে। এই অবস্থায় সেখানে বসবাসকারী মানুষ সমস্যায় পড়ছেন। সোমবার কোচবিহারে সিপিএমের বৈঠকে যোগ দেন তিনি। এরপরই তৃণমূল ও বিজেপির বিরুদ্ধে নানা তোপ দাগেন।

কোচবিহার জেলায় প্রায় ৫৫০ কিলোমিটারজুড়ে ভারত-বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক সীমান্ত রয়েছে। তার মধ্যে প্রায় ৫০ কিলোমিটার উন্মুক্ত এলাকা। কেন্দ্রে বিজেপি ক্ষমতায় আসার পরই সেখানে কাঁটাতারের বেড়া বসানোর কাজ শুরু হয়েছে। সেই কাজ নিয়েই প্রশ্ন তুলেছে সিপিএম। সোমবার দলের জেলা কার্যালয়ে সাংবাদিক বৈঠক করেন সেলিম। তাঁর সঙ্গে সিপিএম নেত্রী মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়, দলের জেলা সম্পাদক অনন্ত রায় উপস্থিত ছিলেন। সেলিম বলেন, 'দুই দেশ বৈঠক করে জিরো পয়েন্টে কাঁটাতারের বেড়া দিতে পারত। যদি তা সম্ভব না হয় তাহলে জিরো পয়েন্ট থেকে ৩৫-১০০ মিটারের মধ্যে করা উচিত। কিন্তু তা না করে কোথাও ৫০০ মিটার, আবার কোথাও দেড় কিলোমিটার দূরে কাঁটাতারের গেট বানানো হচ্ছে। তাতে ভারতের বহু গ্রাম, জমি ওপারে থেকে যাচ্ছে। সেসব জায়গায় থাকা ভারতের জমির বাসিন্দাদের কোনও সমস্যা হলে, দেখার কেউ থাকবে না।' পুশব্যাক তত্ত্ব তুলে ধরে সেলিমের অভিযোগ, 'অনুপ্রবেশকারীদের তথ্য বাংলাদেশ হাইকমিশনে জানানো উচিত। তা না করে পুশব্যাক করা হচ্ছে।' তাঁর সংযোজন, তৃণমূল ও বিজেপি দুটি দলই আরএসএস পরিচালিত। একই গুদাম হলেও দুটি আলাদা শোরুম। তাই দলবদলে অস্বাভাবিক কিছু নেই বলেই তাঁর দাবি।

সীমান্তে পুশব্যাকের আঁচ রামকেলিতে

অরিন্দম বাগ

মালদা, ৮ জুন : বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের নিয়ে অত্যন্ত কড়া নীতি গ্রহণ করেছে পশ্চিমবঙ্গ সরকার। রাজ্যজুড়ে অনুপ্রবেশকারীদের ধরে নিয়ে এসে প্রথমে হোল্ডিং সেন্টারে রাখা হচ্ছে এবং তারপর সেখান থেকে সরাসরি পুশব্যাক করার প্রক্রিয়া চালানো হচ্ছে। এই প্রশাসনিক তৎপরতার প্রেক্ষিতে উত্তরবঙ্গের অন্য জেলাগুলির মতোই মালদা জেলার বাংলাদেশ সীমান্ত এলাকাতেও পরিস্থিতি এখন যথেষ্ট উত্তপ্ত ও সংবেদনশীল হয়ে উঠেছে। আর এই টানটান উত্তেজনার আবহের মধ্যেই আগামী ১৪ জুন থেকে মহদিপুর সীমান্ত লাগোয়া ঐতিহাসিক এলাকায় শুরু হতে চলেছে ঐতিহ্যবাহী রামকেলিমেলা। মেলা চলাকালীন সীমান্ত সুরক্ষায় যাতে কোনও রকম ফাঁক না থাকে, তার জন্য এবার আগেভাগেই কোমর বেঁধে ময়দানে নেমেছে জেলা প্রশাসন ও পুলিশ। রামকেলিমেলা নিয়ে সীমান্ত লাগোয়া বিস্তীর্ণ এলাকায় বিশেষ নজরদারি চালানো হবে এবং এই বিষয়ে জেলা পুলিশের তরফে ইতিমধ্যেই সীমান্ত রক্ষীবাহিনী বা বিএসএফ-এর সঙ্গে উচ্চপর্যায়ের যোগাযোগের প্রক্রিয়া শুরু করে দেওয়া হয়েছে।

মেলা উপলক্ষ্যে সোমবার মালদা জেলা প্রশাসনিক ভবনের কনফারেন্স হলে এক গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তুতি বৈঠক হয়। উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিষদের সভাধিপতি লিপিকা বর্মন ঘোষ, মালদার জেলা শাসক রাজনবীর সিং কাপুর, পুলিশ সুপার অনুভব সিং, বিজেপি বিধায়ক অম্লান ভাদুড়ি, গোপাল সাহা, গৌরচন্দ্র মণ্ডল, রাজু কর্মকার এবং তৃণমূল বিধায়ক মতিবুর রহমান। এ ছাড়া বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের উচ্চপদস্থ আধিকারিক সহ রামকেলিমেলা কর্তৃপক্ষের প্রতিনিধিরা বৈঠকে অংশ নেন। অন্যান্য বছরের মতো এবারও মেলাতে দূরদূরান্ত থেকে আগত অগুনতি ভক্তের সুবিধার জন্য পানীয় জল, পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা, অস্থায়ী শৌচালয়, প্রাথমিক চিকিৎসা শিবির এবং সুশৃঙ্খল যাতায়াতের ব্যবস্থা সহ নানা প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করছে মালদা জেলা প্রশাসন। সেইসঙ্গে জোর দেওয়া হয়েছে মেলা ও মেলায় আসা দর্শনার্থীদের নিরাপত্তার বিষয়টিতেও। সীমান্তে নজরদারি তো থাকবেই, সেইসঙ্গে মেলায় যে কোনও দুষ্কর্ম ঠেকাতে থাকবে পুলিশের কড়াকড়িও।

মালদা জেলা প্রশাসনিক ভবনের কনফারেন্স হলে মেলা নিয়ে বৈঠক।

প্রতি বছরই বৈষ্ণব ভক্তদের মহাসমাগমে ভিড় উপচে পড়ে বাংলার এই প্রাচীন রাজধানী গৌড়ে। কিন্তু ভিড়ের সুযোগ নিয়ে প্রতি বছরই মেলা প্রাঙ্গণ থেকে পকেটমারি ও চুরির মতো ভূরিভূরি অভিযোগ সামনে আসে। সাধারণ মানুষের সেই নিরাপত্তার সমস্যার কথা মাথায় রেখে এবার পুলিশ প্রশাসনের তরফে গৌড় ও মেলা চত্বরে একাধিক ওয়াচটাওয়ার তৈরির চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। মঙ্গলবার সমস্ত পরিকাঠামোগত ব্যবস্থাপনা খতিয়ে দেখে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকদের সঙ্গে নিয়ে মেলা এলাকা পরিদর্শনে যাচ্ছে জেলা ও পুলিশ প্রশাসন।

গত বছরের মতো এবারও মেলা চত্বরে সর্বমোট ১০টি পুলিশ সহায়তাকেন্দ্র করা হচ্ছে। মেলার বিভিন্ন প্রান্তে তীক্ষ্ণ নজরদারি চালানোর জন্য প্রাথমিকভাবে ৫টি ওয়াচটাওয়ার তৈরি করার চিন্তাভাবনা করেছে প্রশাসন। মঙ্গলবার এলাকা পরিদর্শনের সময় এই ওয়াচটাওয়ারগুলি ঠিক কোন কোন জায়গায় বসানো হবে, তা নির্ধারণ করার সম্ভাবনা রয়েছে। নিরাপত্তার সামগ্রিক প্রস্তুতি প্রসঙ্গে মালদার পুলিশ সুপার অনুভব সিং বলেন, 'এদিন রামকেলিমেলা নিয়ে প্রশাসনিক বৈঠক করা হয়েছে। মেলায় আগত ভক্তদের নিরাপত্তায় আমরা একাধিক উদ্যোগ গ্রহণ করছি।'

এ ছাড়া মেলায় সিসিটিভি ক্যামেরা বসানো হবে, ড্রোনের মাধ্যমে আকাশপথে নজরদারিও চালানো হবে। সাদা পোশাকের পুলিশও থাকবে। পুলিশ অ্যাসিস্ট্যান্ট বুথে একটু বেশি সংখ্যায় পুলিশ মোতায়েন করা হবে। এসপি বলেন, 'প্রতি বছরই মেলাতে চুরি, পকেটমারির অভিযোগ ওঠে। সেদিকে নজর রেখে আমরা সাদা পোশাকের পুলিশের সংখ্যা বাড়াচ্ছি। পাশাপাশি ওই এলাকায় একাধিক ওয়াচটাওয়ার বসানো হবে। গত বছর রামকেলিমেলা নিয়ে পুলিশের কী কী ব্যবস্থা ছিল, কী কী ব্যবস্থার আরও প্রয়োজন রয়েছে সেসব আমরা খতিয়ে দেখে উপযুক্ত পদক্ষেপ করব।'

অন্যদিকে, চলতি মাসের একেবারে শুরুতেই মহদিপুর সীমান্ত এলাকায় এক বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীকে হাতেনাতে আটক করেছিল বিএসএফ। সেই ঘটনার কথা মাথায় রেখে আন্তর্জাতিক সীমান্ত এলাকার দিকে এবার বিশেষভাবে নজর দিচ্ছে মালদা জেলা পুলিশ।

কাটিহার ডিভিশনে পে অ্যান্ড ইউজ টয়লেটের চুক্তি প্রদান

কাটিহারে 'পে অ্যান্ড ইউজ' টয়লেটের জন্য ই-নিলাম আহ্বান করা হচ্ছে। ক্যাটালগ নম্বর: সি-৫৬-কেআইআর-ওল্ড-২৬। একক দর : বার্ষিক লাইসেন্স ফি। নিলাম শুরুর তারিখ ও সময় (সব লট) : ২৪-০৬-২০২৬ তারিখ ১০:০০ টায়।

ক্রম নং	লট নং/ক্যাটাগরি	দিন
এএ/১	পিএনইউ-কেআইআর-কেআইআর-টিওআই-২২৩-২৬-১ (পে অ্যান্ড ইউজ - টয়লেট)	১০৯৬

ই-নিলাম বন্ধের তারিখ ও সময় : ২৪-০৬-২০২৬ তারিখে ১০:৩০ টায়। ... www.ireps.gov.in ...

সিনিয়র ডিসিএম, কাটিহার

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

কাটিহার মণ্ডলের আরারিয়া রেলওয়ে স্টেশনে পার্কিং স্ট্যান্ডের ঠিকা প্রদানের জন্যে ই-নিলাম

কাটিহার মণ্ডলের আরারিয়া রেলওয়ে স্টেশনে পার্কিং স্ট্যান্ডের ঠিকা প্রদানের জন্যে ই-নিলাম। ... ট্রিপস/দিন: ১০৯৬।

অনলাইন ক্যাটালগ সংখ্যা. এআরআর-পার্কিং-২৬

এসইকিউ সংখ্যা.	এলওটি সংখ্যা./শ্রেণী	বিবরণ
এএ/১	পার্কিং-কেআইআর-এআরআর-সিসিসিটি-১৫১-২৫-১ (পার্কিং- গ্যারেজের বাহির কমার্শিয়াল ভেহিকল)	আরারিয়া স্টেশনের চক্রবর্তীর এলাকায় তিন চাকাযুক্ত, চার চাকাযুক্ত এবং ভারি বাহনের জন্যে (সিসিসিটি) পার্কিং লট

নিলাম প্রারম্ভ হওয়ার তারিখ এবং সময়: ২২.০৬.২০২৬ তারিখে ১০.০০ ঘন্টায় ... www.ireps.gov.in ...

মণ্ডল রেলওয়ে প্রবন্ধক (সি), কাটিহার

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার নং ইএল-এমএলডিটি-ই-টেন্ডার-৪৩৩-এর জন্য ওপেন ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি. তারিখ ০৫.০৬.২০২৬। সিনিয়র ডিইই (জি), পূর্ব রেলওয়ে, মালদা, কার্যালয় ভবন, পো. - ঝলঝলিয়া, জেলা - মালদা, পিন - ৭৩২১০২ ... (MLD-77/2026-27)

ওয়েবসাইট : www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
e-TENDER NOTICE

The Superintendents of the Correctional Homes in West Bengal (Kalimpong DCH, Cooch Behar DCH, Siliguri Spl. CH, Kurseong SCH, Tufanganj SCH, Mathabhanga SCH and Dinhata SCH) for and on behalf of the Governor of WB, invite Re-tender for supply of dietary articles ... ICA-T9575(4)/2026

পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার নং ইএল-এমএলডিটি-ই-টেন্ডার-৪৩৫-এর জন্য ওপেন ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি. তারিখ ০৫.০৬.২০২৬। সিনিয়র ডিইই (জি), পূর্ব রেলওয়ে, মালদা, কার্যালয় ভবন, পো. - ঝলঝলিয়া, জেলা - মালদা, পিন - ৭৩২১০২ ... উপরোক্ত টেন্ডারের জন্য কোনও পরিস্থিতিতেই ম্যানুয়াল অফার গ্রাহ্য হবে না। (MLD-79/2026-27)

ওয়েবসাইট : www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার নং ইএল-এমএলডিটি-ই-টেন্ডার-৪৪৫-এর জন্য ওপেন ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি. তারিখ ০৫.০৬.২০২৬। সিনিয়র ডিইই (জি), পূর্ব রেলওয়ে, মালদা, কার্যালয় ভবন, পো. - ঝলঝলিয়া, জেলা - মালদা, পিন - ... উপরোক্ত টেন্ডারের জন্য কোনও পরিস্থিতিতেই ম্যানুয়াল অফার গ্রাহ্য হবে না। (MLD-80/2026-27)

ওয়েবসাইট : www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার নং ইএল-এমএলডিটি-ই-টেন্ডার-৪৩৪-এর জন্য ওপেন ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি. তারিখ ০৫.০৬.২০২৬। সিনিয়র ডিইই (জি), পূর্ব রেলওয়ে, মালদা, কার্যালয় ভবন, পো. - ঝলঝলিয়া, জেলা - মালদা, পিন - ... অনুরোধ করা হচ্ছে। উপরোক্ত টেন্ডারের জন্য কোনও পরিস্থিতিতেই ম্যানুয়াল অফার গ্রাহ্য হবে না। (MLD-78/2026-27)

ওয়েবসাইট : www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

TENDER

eTender for N.I.T. No.13(2nd CALL) /EO/COB-IIPS/2026-27, dated: 04/06/2026, is invited by the undersigned. Last date of submission of tender bid is 13/06/2026 upto 2.00 PM respectively. The details of the NIT may be viewed & downloaded from the website of Govt. of West Bengal https://wbtenders.gov.in and viewed from office notice board of the undersigned during office hours.

Sd/-
Executive Officer
Cooch Behar-II PS
Pundibari, Cooch Behar

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
WRI&DD-NIT

... Maintenance of Pump House & Pipe Line of Government Owned & Operated MI Schemes under Jalpaiguri (A-I) Sub-Division vide e-Tender Id 2026_WRDO_ 1026835 _1 & 2026_WRDO_ 1026841 _1 . Last date & time of BID SUBMISSION is 20.06.2026 up to 09.00 AM. Other details may also be seen from the office notice board & in https://wbtenders.gov.in website. Corrigendum if any will be published in website only.

Sd/-
Executive Engineer (A-I)
Jalpaiguri (A-I)Division
ICA-T9591(2)/2026

রঙিয়া ডিভিশনের অধীনে বিভিন্ন পে অ্যান্ড ইয়ুজ চুক্তির জন্য ই-নিলাম

... ই-নিলাম শুরুর তারিখ ও সময় (সবগুলি লট) : ২৩-০৬-২০২৬ তারিখে ১২.০০ ঘণ্টা ...

এসইকিউ নং.	লট নং./ক্যাটাগরি	বিবরণ
এএ/১	পিএনই উ-আরএনওয়াই -এনএই চএলএন-ডব্লিউআরএল-৩১-২৫-১ (পে অ্যান্ড ইয়ুজ-লাউঞ্জ/ওয়েটিং/রিটায়ারিং/ক্লক রুম)	নাহারলগুন (এনএইচএলএন) স্টেশনে ৫ (পাঁচ) বছরের জন্য এসি প্রতীক্ষালয়-এর ...
এএ/২	পিএনই উ-আরএনওয়াই -বিপিআরডি-ডব্লিউআরএল-১৪-২২-১ (পে অ্যান্ড ইয়ুজ-লাউঞ্জ/ওয়েটিং/রিটায়ারিং/ক্লক রুম)	... রক্ষণাবেক্ষণ ও মেনিং।
এএ/৩	পিএনই উ-আরএনওয়াই -এনবিকিউ-ডব্লিউআরএল-৩৩-২৬-১ (পে অ্যান্ড ইয়ুজ-লাউঞ্জ/ওয়েটিং/রিটায়ারিং/ক্লক রুম)	উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের রঙিয়া ডিভিশনে নিউ বঙাইগাঁও স্টেশনে ০৫ বছরের জন্য লাইসেন্স খরচ সহ ক্লক রুমের প্রচলন এলাকায় পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার চুক্তি।

এই ই-নিলাম ক্যাটালগটি ইতিমধ্যে রেলওয়ে ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in-এর ই-নিলাম মডিউলের মাধ্যমে ০৩-০৬-২০২৬ তারিখে আপলোড করা হয়েছে।

ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (সি), রঙিয়া

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
Office of the Executive Engineer
Malda Division, Municipal Engineering Directorate
"Sevaniketan" (2nd Floor), A. C. Market, Malda - 732101
e-Mail: med.malda@yahoo.in

NOTICE FOR INVITING E-TENDER

e-tenders are invited from Interested Bonafide bidders/Govt. contractors for Canal Cleaning Work as per the detail given below:

Sl. No	Name of the ULB & Work	Tender ID	Amount Put to Tender
NIeT No. – 03 of EE/MED/MLD/2026-2027			
1	One time cleaning of rubbish, sludge, weeds scum, liquid earth, mud etc. etc. from canal / nikashi nala stretching from Hyanta Kali Mandir to Aambazar within Englishbazar Municipality, Malda.	2026_MAD_5014909_1	Rs. 11,31,453/-
2	One time cleaning of rubbish, sludge, weeds scum, liquid earth, mud etc. etc. from canal / nikashi nala stretching from Krishnakalitala Culvert to Aambazar within Englishbazar Municipality, Malda.	2026_MAD_5014909_2	Rs. 7,08,028/-
3	Canal Cleaning from serpur to saraighat in ward no. - 02 & 11 within Buniadpur Municipality, Dakshin Dinajpur.	2026_MAD_5014909_3	Rs. 44,26,995/-
4	Cleaning High Drain from Buniadpur football ground to Tangon River in ward no. - 03, 04 & 05 within Buniadpur Municipality, Dakshin Dinajpur.	2026_MAD_5014909_4	Rs. 9,15,268/-

Date of publishing online: 9th-June-2026 at 11:00 A.M. Last date of submission online: 24th-June-2026 at 02:00 P.M. Interested Bonafide bidders are requested to visit https://tenders.wb.gov.in Sd/- Executive Engineer, Malda Division, M. E. Directorate

ICA-T9586(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
e-TENDER NOTICE

e-N.I.T No- WBIW/EE/COB/e-NIT-01/2026-27

Open Tenders are invited by the Executive Engineer, Cooch Behar Irrigation Division on behalf of the Governor of West Bengal for 01 (One) no. maintenance work through e-Tendering from eligible bonafide outsiders having sufficient credential & financial capacity for execution of work of similar nature. Details of NIT & Tender documents may be downloaded from www.wbiwd.gov.in or https://wbtenders.gov.in Bid submission end date is 16.06.2026 upto 11:00 hrs. Sd/- J. P. Pandey, Executive Engineer, Cooch Behar Irrigation Division, Debibari, Cooch Behar.

ICA-T9579(2)/2026

ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. ডিসিবিএল/০২/২০২৬/এনজেপি, তারিখ: ০২-০৬-২০২৬। নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা মুক্ত ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে ... www.ireps.gov.in ...

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

লামডিং ডিভিশনে ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ

... www.ireps.gov.in ...

ডিআরএম (ওয়ার্কস)/লামডিং

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

উচ্চ স্তম্ভ দ্বারা ফেব্রিক্যাটেড টাওয়ারের প্রতিস্থাপন

... www.ireps.gov.in ...

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
e-Tender Notice(3rd Call)

NIT No.JGMCH / MSVP/ eNIT – 07/ 2025-26 & Tender Id: 2026_HFW_1015583_3

e-Tender is invited by the MSVP, JGMC&H, Jalpaiguri from the eligible agency/firm for Hiring of Office Vehicle at JGMC&H, Jalpaiguri, bid submission closing date 20/06/2026 upto 04:00 pm. The detail tender notice may be seen in the website www.wbtenders.gov.in

Sd/- Medical Superintendent cum Vice Principal, Jalpaiguri Govt. Medical College & Hospital, Jalpaiguri

ICA-T9616(3)/2026

সিগন্যালিং সম্পদের মেরামত, পুনরুদ্ধার/রক্ষণাবেক্ষণ

... www.ireps.gov.in ...

সহায়ক সিগন্যাল এন্ড টেলিকম অভিযন্তা/ওয়ার্কস, লামডিং

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

কর্মখালি

ময়নাগুড়ি চা ফ্যাক্টরির জন্য কিছু ওয়ার্কার ও সিকিউরিটি গার্ড চাই। থাকা ফ্রি, খাওয়া মেস। বেতন 14,000/-, মাসে ছুটি। M:- 8653609553. (C/122212)

•

গঙ্গারামপুর ও রায়গঞ্জে প্রচুর সিকিউরিটি গার্ড প্রয়োজন। মাসিক বেতন ৯,০০০ টাকা, থাকা ও খাওয়ার পূর্ণ ব্যবস্থা রয়েছে। যোগ্য প্রার্থীরা দ্রুত যোগাযোগ করুন। অভিজ্ঞদের অগ্রাধিকার। Mob : 9046427575, 9064417137.

অ্যাফিডেভিট

I Ramnowmi Chik Baraik after affidavit from alipurduar 1st class JM court on 1/6/2026 I declared that after divorce from Raju Dey my daughter new name in new birth certificate is Naboshree Khetri instead of Naboshree Dey and father name is Sunil Kumar Khetri instead of Raju Dey. (C/122197)

•

নাম সংশোধন আমি, শ্রীমতী দীপা বিশ্বাস, স্বামী- শ্রী দীপকলাল বিশ্বাস, সাং- মাদারি রোড, ফালাকাটা, আলিপুরদুয়ার (পশ্চিমবঙ্গ), গত ০৫/০৬/২০২৬ তারিখে আলিপুরদুয়ার ১ম শ্রেণির জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের অ্যাফিডেভিট মূলে ঘোষণা করছি যে, আমার মায়ের সঠিক নাম Swapna Kar, যা ভুলবশত আমার পাসপোর্টে (নং- U9684452) Swapana Kar লেখা হয়েছে। উভয় নামই একই ব্যক্তির। (B.S)

আজ টিভিতে

খনার কাহিনী সন্ধে ৭.৩০ আকাশ আট

সিনেমা

জি বাংলা সোনার : সকাল ৯.০০ বিশ্বাসঘাতক, বেলা ১১.৩০ সিঁদুর নিয়ে খেলা, দুপুর ২.৩০ শতরূপা, বিকেল ৫.৩০ চৌধুরী পরিবার, রাত ৮.০০ আশা ও ভালোবাসা, ১১.০০ কলঙ্কিনী কঙ্কাবতী

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৯.১৫ দাদাঠাকুর, দুপুর ১২.৪৫ সূর্য, বিকেল ৪.০০ দুজনে, সন্ধে ৭.০০ ভালোবাসা ভালোবাসা, রাত ১০.৪৫ মহাকাল

জলসা মুভিজ : সকাল ৯.৩০ ঈশ্বর পরমেশ্বর, দুপুর ১২.১৫ পাওয়ার, বিকেল ৩.৩০ মন মানে না, সন্ধে ৬.৩০ শুধু একবার বলো, রাত ৯.৪৫ ঘাতক

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ বর্ণালি

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ আমাদের সংসার

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ জীবনসঙ্গী

কলঙ্কিনী কঙ্কাবতী রাত ১১.০০ জি বাংলা সোনার

মীনাক্ষী আম্মান : দ্য মার্বেল অফ মাদুরাই রাত ৮.০৫ হিস্ট্রি টিভি এইটিন এইচডি

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৫০৬৫০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৫১৪০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৪৩৯০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	২৪১৯০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	২৪২০০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : পরিবারের সকলকে নিয়ে ভ্রমণের পরিকল্পনা বাস্তব হবে। উচ্চশিক্ষায় আর্থিক বাধা কাটবে। জমি, বাড়ি কেনাবেচার সুযোগ পেতে পারেন। বৃষ : পথেঘাটে একটু সতর্ক হয়ে চলাফেরা করুন। গুরুত্বপূর্ণ কোনও কাজ নিয়ে সারাদিন ব্যস্ততায় কাটবে। প্রেমে দোলাচল থাকবে। মিথুন : কর্মপ্রার্থীরা অপ্রত্যাশিত খবর পেয়ে আনন্দ পাবেন। কোনও অচেনা ব্যক্তির সঙ্গে বাড়ির কোনও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করবেন না। কর্কট : বিজ্ঞান বিষয়ক গবেষণায় আশাতীত সাফল্য পেয়ে বিদেশে যাওয়ার পরিকল্পনা বাস্তব হবে। বন্ধুর সহায়তায় ব্যবসায়িক সমস্যা মিটবে। সিংহ : বাড়ির কোনও কাগজপত্র হারিয়ে যাওয়া নিয়ে অশান্তি হতে পারে। কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতির খবর পেতে পারেন। সর্দি-জ্বরে ভোগান্তি। কন্যা : যেচে কারও উপকার করতে গিয়ে সমস্যায় পড়তে হতে পারে। লটারিতে অর্থক্ষতির সম্ভাবনা। কর্মপ্রার্থীরা ভালো খবর পেতে পারেন। তুলা : সৃজনশীল কাজের সঙ্গে যুক্তরা সম্মানিত হবেন। কাঠ, ইমারতি ব্যবসায় লগ্নি করতে পারেন। মামলা- মোকদ্দমা নিষ্পত্তি হওয়ার সম্ভাবনা। বৃশ্চিক : অসহায় কাউকে সাহায্য করতে পেরে মানসিক শান্তি পাবেন। বাড়ির কোনও পুরোনো ঝামেলা মিটে যেতে পারে। ধনু : নতুন ব্যবসা নিয়ে চিন্তাভাবনা এগোবে। সন্তানের কৃতিত্বে গর্বিত হবেন। বহুজাতিক কোম্পানিতে চাকরির সুযোগ পেতে পারেন। মকর : কর্মক্ষেত্রে প্রভাবশালী কোনও ব্যক্তির সহযোগিতায় পদোন্নতির খবর পাবেন। ভাইবোনদের সম্পর্ক মধুর হবে। কুম্ভ : সামাজিক কোনও কাজে অংশ নিয়ে সম্মানিত হতে পারেন। নতুন বাড়ি, গাড়ি কেনার স্বপ্ন সফল হবে। লটারিতে অর্থপ্রাপ্তির যোগ। মীন : কাউকে টাকা ধার দিয়ে প্রতারিত হওয়ার সম্ভাবনা। বাড়ির কোনও বয়স্কজনের শারীরিক সমস্যা নিয়ে একটু উদ্বেগ থাকবে।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ২৫ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩৩, ভাঃ ১৯ জ্যৈষ্ঠ, ৯ জুন ২০২৬, ২৪ জেঠ, সংবৎ ৯ জ্যৈষ্ঠ বদি অধিক, ২৩ জেলহজ্জ। সূঃ উঃ ৪।৫৬, অঃ ৬।১৮। মঙ্গলবার, নবমী রাত্রি ৯।৮। পূর্ব্বভাদ্রপদনক্ষত্র প্রাতঃ ৫।৩ পরে উত্তরভাদ্রপদনক্ষত্র শেষরাত্রি ৪।৪৭। আয়ুষ্মানযোগ রাত্রি ২।৩৯। তৈতিলকরণ দিবা ৯।৩৪ গতে গরকরণ রাত্রি ৯।৮ গতে বণিজকরণ। জন্মে- মীনরাশি বিপ্রবর্ণ নরগণ অষ্টোত্তরী রাহুর ও বিংশোত্তরী বৃহস্পতির দশা, প্রাতঃ ৫।৩ গতে অষ্টোত্তরী শুক্রের ও বিংশোত্তরী শনির দশা, শেষরাত্রি ৪।৪৭ গতে দেবগণ বিংশোত্তরী বুধের দশা। মৃতে- ত্রিপাদদোষ, প্রাতঃ ৫।৩ গতে একপাদদোষ। যোগিনী- পূর্ব্বে, রাত্রি ৯।৮ গতে উত্তরে। বারবেলাদি ৬।৩৬ গতে ৮।১৬ মধ্যে ও ১।১৭ গতে ২।৫৭ মধ্যে। কালরাত্রি ৭।৩৭ গতে ৮।৫৭ মধ্যে। যাত্রা- নাই, প্রাতঃ ৫।৩ গতে যাত্রা শুভ উত্তরে নিষেধ, অপরাহ্ণ ৫।৩২ গতে পূর্ব্বেও নিষেধ, রাত্রি ৯।৮ গতে মাত্র উত্তরে নিষেধ। শুভকর্ম- নাই। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- নবমীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। অমৃতযোগ- দিবা ৭।৪০ মধ্যে ও ৯।২৭ গতে ১২।৮ মধ্যে ও ৩।৪২ গতে ৪।৩৫ মধ্যে এবং রাত্রি ৭।৫ মধ্যে ও ১২।২ গতে ২।৯ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ- দিবা ২।৪৮ গতে ৩।৪২ মধ্যে ও ৪।৩৫ গতে ৫।২৯ মধ্যে এবং রাত্রি ৮।৩০ গতে ৯।৫৫ মধ্যে।

সতর্কীকরণ : উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নেওয়ার জন্য পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

ঝুঁকির পারাপার।। শিলিগুড়ি টাউন স্টেশনে। সোমবার। ছবি : সূত্রধর

ঘুঘুর বাসা ভাঙবে কি, উঠছে প্রশ্ন

এআরটিও-তে কড়া নজরদারি

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ৮ জুন : সরকার বদল হতেই গায়ে লেগে থাকা দাগ মেটাতে তৎপর ট্রেজারি বিল্ডিংয়ের অতিরিক্ত আঞ্চলিক পরিবহণ আধিকারিকের অফিস (এআরটিও)। অফিসের ভেতর বিশেষ করে এমভিআই শাখায় দালালদের দৌরাত্ম্য বন্ধে কড়া নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে। এক কর্তার কথায়, 'কোনও দালালদের কিছু বললেই নেতাদের ফোন চলে আসত। তবে সরকার বদল হতেই এবার অফিসে দালালদের জন্য নো এন্ট্রি হয়ে গিয়েছে। এমনকি কোনও দালাল ঢুকল কি না, তা জানতে খোদ কর্তারাও ঘরে ঘরে সারপ্রাইজ ভিজিট করছেন।' তবে এসবে আদৌ ঘুঘুর বাসা ভাঙবে কি না, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে।

নিরাপত্তারক্ষীর নজর থেকে বেঁচে দালালরা ভেতরে ঢুকতে না পেরে টিপ্পনীর সুরে বলছেন, 'ভেতরের কর্মীরা পার্সেন্টেজ না পেলে থোড়াই কী আমরা দালালির কাজ করতে পারতাম?' বিষয়টা অবশ্য অস্বীকার করছেন না বিভিন্ন সময় এই অফিসে আসা মানুষজন। ফিটনেস আপডেট, ড্রাইভিং লাইসেন্স করতে গিয়ে বাধ্য হয়ে এই দালালদের কাছে যেতে হয়েছে অনেককে।

অফিসের কর্তারা গায়ে লাগা দাগ মেটানোর চেষ্টা করলেও ভুক্তভোগীদের দাবি, 'সোজা অফিসে গিয়ে কোনও কাজ করতে গেলেই বিভিন্ন বাহানা দেখিয়ে কার্যত বুঝিয়ে দেওয়া হত যে এভাবে কাজ হবে না। তখন বাধ্য হয়েই আমরা দালালদের দ্বারস্থ হতাম।'

এক সময়ে অতিরিক্ত আঞ্চলিক পরিবহণ দপ্তরের অফিসের ঘরে ঘরে দালালদের দাপটের সঙ্গে ঘোরার ছবি খুবই সাধারণ। তবে এখন ওই অফিসে যেতেই অন্য চিত্র নজরে আসে। অফিসে ঢোকার আগেই এক নিরাপত্তারক্ষী দাঁড়িয়ে ছিলেন। সটান প্রশ্ন করলেন, 'কী কাজে এসেছেন? কাগজপত্র দেখান?'

তবে অফিসের বাইরে চারপাশে খোঁজাখুঁজি করতেই এক দালালের সঙ্গে দেখা হল। তাঁর জবাব, 'এখন তো কাগজপত্র, অথরাইজেশন লেটার ছাড়া কাউকে ঢুকতেই দিচ্ছে না। অফিসকে দাগমুক্ত করার চেষ্টা চলছে।'

■ দালালদের দাপাদাপি রুখতে সিসিটিভি-র মাধ্যমে নজরদারি চালানো হচ্ছে

■ কোনও কর্মীর সঙ্গে দালালদের যোগসূত্র নজরে পড়লে, প্রয়োজনে সাসপেন্ড পর্যন্ত করা হবে

■ কোনও দালাল ঢুকল কি না, তা জানতে কর্তারা ঘরে ঘরে সারপ্রাইজ ভিজিট করছেন

তাহলে আপনারা কি এখন অন্য পেশার দিকে যাচ্ছেন?

প্রশ্ন করতেই ওই ব্যক্তি বললেন, 'দুই হাজার টাকার কাজ করতে আমাদের পাঁচ থেকে ছয় হাজার টাকা দিতেন উপভোক্তারা। সেই অতিরিক্ত টাকার একটা বড় অংশে তো ভেতরে বসা কর্মীদেরই দিতে হত। ওঁদের বিরুদ্ধেও তো তাহলে এখন ব্যবস্থা নেওয়া উচিত।'

তৃণমূল আমল থেকে ট্রেজারি বিল্ডিংয়ে দাপটে চলা দালালদের কাজের নির্দিষ্ট রেট রয়েছে। গাড়ির নাম ট্রান্সফারের ক্ষেত্রে তিন হাজার টাকা। ফিটনেসের ক্ষেত্রে কম করে হলেও অতিরিক্ত তিন থেকে চার হাজার টাকা। গাড়ির লাইসেন্সের ক্ষেত্রে পাঁচ থেকে ছয় হাজার টাকা। পাঁচ হাজার টাকা দিলে আর ট্রায়ালও দিতে হত না। গাড়ির নাম ট্রান্সফারের ক্ষেত্রে দালালদের শুধুমাত্র গাড়ির ছবি ও ভিডিও দিলেই হয়ে যেত। বিভাস দাস নামে এক তরুণের কথায়, 'আসল নিয়মে তিনবার ড্রাইভিং লাইসেন্সের জন্য ট্রায়াল দিয়েছি। কোনওবার কাজে দেয়নি। শেষপর্যন্ত দালালের দ্বারস্থ হই। ওরাই সবকিছু ৬ হাজার টাকায় করিয়ে দিল।'

এক দালাল বোঝানোর চেষ্টা করছিলেন, 'কর্মীরা যদি ঠিকমতো কাজ করতেন, তাহলে কী আমাদের প্রয়োজন হত? আমরা তো ঘুরিয়ে ওই কর্মীদের দিয়েই কাজ করাতাম। পরিবর্তে ওরা অতিরিক্ত টাকার পঞ্চাশ থেকে ষাট শতাংশ নিয়ে নিতেন।'

এক বাস মালিক বলছিলেন, '১৫ বছরের ঊর্ধ্বে বাসের ফিটনেস সার্টিফিকেটের জন্য সাড়ে আঠাশ হাজার টাকার প্রয়োজন হয়। কিন্তু সেটা করাতে বাধ্য হয়ে দালালকে অতিরিক্ত ৫ হাজার টাকা দিতে হল।'

এক কর্তার কথায়, 'রাজ্য সরকারের নির্দেশেই দালালমুক্ত করা হচ্ছে। সমস্ত ঘরে সিসিটিভি রয়েছে। কোনও কর্মীর সঙ্গে দালালদের যোগসূত্র নজরে পড়লে, প্রয়োজনে সাসপেন্ড পর্যন্ত করা হবে।'

রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে যখন বাংলাদেশিদের চিহ্নিত করার কাজ চলছে, ঠিক তখনই অনুপ্রবেশে মদতকারী দালালদেরও হদিস পেতে চাইছে পুলিশ। ট্রেন থেকে বাংলাদেশি তরুণদের গ্রেপ্তার করার পর দালালচক্রের বিষয়টি সামনে এসেছে।

পুশব্যাক ব্যর্থ, ফের ভারতেই

১০ জনকে ফেরাল বিএসএফ

মানিকগঞ্জ, ৮ জুন : টানটান ৭০ ঘণ্টার টানাপোড়েন। রোদ-বৃষ্টি মাথায় নিয়ে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের শূন্যরেখায় বন্দিদশা। অবশেষে পঞ্চগড় সীমান্তের মেইন পিলার ৭৫৮-এর ৫ নম্বর সাব-পিলার এলাকা থেকে সেই ১০ জনকে বিওপিতে ফিরিয়ে নিতে বাধ্য হল বিএসএফ। তাঁদের দেশে নিতে অস্বীকার করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)। শেষপর্যন্ত সোমবার সকালে জলপাইগুড়ি কোতোয়ালি থানার পুলিশ জলপাইগুড়ির রিজিওনাল ট্রেনিং সেন্টারের হোল্ডিং সেন্টারে নিয়ে গিয়ে আশ্রয় দিল ওই ১০ জনকে।

গত তিনদিন ধরে জলপাইগুড়ি জেলার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের কাঁটাতারের ওপারে পাঠানোর মরিয়া চেষ্টা চালিয়েছিল বিএসএফ। কিন্তু ওপার থেকে বিজিবি তো বটেই, বাংলাদেশের স্থানীয় বাসিন্দারাও তাঁদের অনুপ্রবেশকারী দেগে দিয়ে দেশে ঢুকতে বাধা দেন বলে অভিযোগ। বিজিবি'র তরফেও তাঁদের দেশে ঢুকতে বাধা দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। শুধু তাই নয়, ওই ১০ জন যাতে ওপারে পা রাখতে না পারেন তার জন্য অস্ত্র নিয়ে দিনরাত পাহারা বসানো হয় বলে খবর।

ফলে চরম বিপাকে পড়েন তিন শিশু ও দুই মহিলা সহ মোট দশজন। পঞ্চগড় জেলার বড়বাড়ি-প্রধানপাড়া সীমান্তের ওই শূন্যরেখায় খোলা আকাশের নীচে, জমির আলে শুয়েবসে দিন কাটাতে হয় তাঁদের। জুনের প্রখর রোদ আর রাতের দিকে বজ্রবিদ্যুৎ সহ ভারী বৃষ্টিতে ছোট ছোট শিশুদের নিয়ে অসহায়ভাবে অপেক্ষা করছিলেন তাঁরা। শেষপর্যন্ত সোমবার গভীর রাতে সীমান্তের আলো নিভিয়ে বিএসএফের ৯৩ নম্বর ব্যাটালিয়নের জওয়ানরা তাঁদের উদ্ধার করে শ্যাম বিওপিতে নিয়ে যান। এরপর সকাল হতেই আইনি প্রক্রিয়ার জন্য বিএসএফ তাঁদের জলপাইগুড়ির কোতোয়ালি থানার পুলিশের হাতে তুলে দেয়। পুলিশ তাঁদের জলপাইগুড়ির রিজিওনাল ট্রেনিং সেন্টারের হোল্ডিং সেন্টারে নিয়ে গিয়ে রাখে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই ১০ জনকে আপাতত হোল্ডিং সেন্টারেই রাখা হবে এবং আইনি নিয়ম মেনেই তাঁদের বাংলাদেশে পাঠানোর প্রক্রিয়া চালানো হবে।

এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে আন্তর্জাতিক সীমান্তে তুমুল উত্তেজনা তৈরি হয়েছে। ওপারে কুষ্টিয়ার ভাগজোত দৌলতপুরের এক তরুণ মেহেদী হাসানকে নিজের মামা বলে পরিচয় দিয়ে সোশ্যাল মিডিয়াতে পোস্ট করলেও, বিজিবি এঁদের নিজেদের নাগরিক বলে মানতে নারাজ।

এই বিষয়ে নগর বেরুবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান দিলীপকুমার দাস ক্ষোভ উগরে দিয়ে বলেন, 'বাংলাদেশের দাবি ওই ব্যক্তিরা নাকি রোহিঙ্গা। এমন ঘটনাকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশের সংসদ পর্যন্ত উত্তাল হয়েছে। অথচ এঁদের পরিচয় নিশ্চিত করার ন্যূনতম চেষ্টাটুকুও ওপার থেকে করা হয়নি। আমরা চাই অবৈধ বাংলাদেশিদের কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার দ্রুত উদ্যোগ নিয়ে বাংলাদেশে পাঠিয়ে দিক। কিন্তু বাংলাদেশ সরকার তো চায়-ই না যে তাদের নাগরিকরা নিজের দেশে ফিরুক। আমরা চাই তাঁদের সুষ্ঠুভাবে নিজেদের দেশে ফেরানো হোক।'

এর আগেও বেনাপোল সীমান্তে বিএসএফের পুশব্যাগের চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। বাংলাদেশ সীমান্ত জুড়ে বিজিবি নজরদারি জোরদার করায় এখন সমস্যায় পড়েছে বিএসএফ।

দালালের খোঁজে হন্যে পুলিশ

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ৮ জুন : মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত কামরায় ওঠার সূত্র ধরে আট বাংলাদেশিকে গ্রেপ্তার করার ঘটনায় কপালে চিন্তার ভাঁজ পড়েছে পুলিশ প্রশাসনের। দালালের হাত ধরে সৌরভ রায়, মোমিনদের মতো আরও কত বাংলাদেশি ভারতে ঢুকে পড়েছেন, তা জানার চেষ্টা চালাচ্ছেন তদন্তকারীরা। ওই বাংলাদেশি তরুণরা কীভাবেই বা দালালদের সঙ্গে যোগাযোগ করলেন, তাও জানার চেষ্টা করছেন তদন্তকারীরা। পুলিশের আশঙ্কা, শুধু ওই আটজনই নন, তাঁদের মতো অনেকেই সীমান্ত পেরিয়ে এদেশে ঢুকে শ্রমিকের কাজ করছেন অথবা ভারতে ঢুকে কিছুদিন কাজ করে আবার ওপারে চলে গিয়েছেন। 'কাজের খোঁজে' ভারতে আসার আড়ালে অন্য কোনও অভিসন্ধি থাকতে পারে বলেও আশঙ্কা করা হচ্ছে। পুলিশ সূত্রে খবর, ভারত সরকারের তরফে প্রতিটি থানাকেই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, এলাকায় অবৈধভাবে ঢুকে পড়া কোনও বাংলাদেশি থাকলে তাঁদের চিহ্নিত করে পাকড়াও করতে হবে। এদিকে, ধৃতদের কাছ থেকে বাংলাদেশি জন্ম সার্টিফিকেট সহ ভোটার আই কার্ড উদ্ধার করেছে পুলিশ। সূত্র মারফত জানা গিয়েছে, ধৃতদের মধ্যে একজন জাল কার্ডও বানিয়েছিলেন। 'আবদুল' নামে এক দালালের মাধ্যমেই ওই বাংলাদেশি কয়েক হাজার টাকার বিনিময়ে আধার কার্ড বানিয়েছিলেন বলে দাবি। যদিও এধরনের কোনও আধার কার্ড এখনও হাতে পায়নি পুলিশ। গোটা ঘটনায় 'আবদুল' নামে ওই দালালকে এখন হন্যে হয়ে খুঁজছেন তদন্তকারীরা।

রবিবার রাতের ঘটনার পর অনুপ্রবেশকারী চিহ্নিত করতে প্রতিটি থানার সক্রিয়তা আরও বাড়বে বলে মনে করা হচ্ছে। তবে তাঁরা কাজের খোঁজেই সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে এসেছিলেন বলে জেরায় দাবি করেছেন ওই বাংলাদেশি তরুণরা।

সোমবার ধৃত আটজনকেই শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন বিচারক।

এই দালাল কোথায় থাকেন, কতজনকেই বা এপার-ওপার করতে সহযোগিতা করেছেন, সেই তথ্য খোঁজার চেষ্টায় রয়েছেন তদন্তকারীরা। পাশাপাশি ওই দালালের সঙ্গে ভারতের কোনও শ্রমিক সরবরাহকারী ঠিকাদারের যোগ রয়েছে কি না, সেটাও জানার চেষ্টা চলছে।

■ বাংলাদেশি তরুণরা কীভাবে দালালের সঙ্গে যোগাযোগ করলেন, তা জানার চেষ্টা করছেন তদন্তকারীরা

■ পুলিশের আশঙ্কা, অনেকেই সীমান্ত পেরিয়ে এদেশে ঢুকে শ্রমিকের কাজ করছেন অথবা ভারতে ঢুকে কিছুদিন কাজ করে আবার ওপারে চলে গিয়েছেন

■ 'কাজের খোঁজে' ভারতে আসার আড়ালে অন্য কোনও অভিসন্ধি থাকতে পারে বলেও আশঙ্কা করা হচ্ছে

এদিকে ধৃতরা জিজ্ঞাসাবাদে দাবি করেছেন, তাঁদের সঙ্গে ওই ব্যক্তির কোনওদিনও দেখাই হয়নি। শুধুমাত্র ফোনের মাধ্যমেই তাঁদের যোগাযোগ হত। ওই ফোন নম্বরের সূত্র ধরেও তদন্ত এগোতে চাইছে পুলিশ। পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদে জানতে পেরেছে, ১৬ হাজার টাকায় শুধু এপার বাংলা থেকে ওপার বাংলায় পৌঁছে দেওয়া নয়, একেবারে বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়ার 'ডিল' ঠিক করে দেওয়া হয়।

পরিদর্শন

শিলিগুড়ি, ৮ জুন : অমৃত ভারত প্রকল্পে এনজেপি স্টেশনের কাজ কেমন চলছে, সোমবার তা খতিয়ে দেখলেন জলপাইগুড়ির সাংসদ জয়ন্ত রায়। এদিন বিকালে এনজেপি স্টেশনে নবনির্মিত টিকিট কাউন্টার ঘুরে দেখেন তিনি। সাংসদ বলেন, 'এখনও অনেকটাই কাজ বাকি রয়েছে। তবে দ্রুততার সঙ্গে যাতে সেই কাজ শেষ করা সম্ভব হয়, তা নিশ্চিত করার চেষ্টা করা হচ্ছে।'

এদিকে, এদিন সাংসদ জয়ন্ত রায় ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি বিধানসভার অধীন কামরাঙ্গাগুড়ি এলাকায় স্বচ্ছতা অভিযানে যোগ দিয়েছিলেন। সেখানে তিনি স্থানীয়দের অন্নপূর্ণা যোজনার ফর্ম পূরণে সহযোগিতা করেন। পাশাপাশি সাধারণ মানুষের সুবিধা ও অসুবিধার কথা শোনেন। রেলের জমিতে বসবাসকারী সাধারণ মানুষ উচ্ছেদের আশঙ্কা প্রকাশ করে তাঁর কাছে দরবার করেন। সাংসদ জানিয়েছেন, উন্নয়নের কাজ আটকে রাখা যাবে না। কাউকেই যাতে সমস্যায় পড়তে না হয়, আলোচনা সাপেক্ষে পদক্ষেপ করা হবে।

টাকা ফেরত চেয়ে বিক্ষোভ

চোপড়া, ৮ জুন : আবাস যোজনার ঘর পাইয়ে দেওয়ার নাম করে নেওয়া কাটমানি ফেরতের দাবিতে পঞ্চায়েত সদস্যের বাড়ির সামনে বিক্ষোভ দেখালেন বাসিন্দারা। তবে সেসময়ে বাড়িতে পঞ্চায়েত সদস্য ছিলেন না বলে দাবি তাঁর পরিবারের। সোমবার এই ঘটনা ঘিরে উত্তেজনা ছড়ায় চোপড়ার মাঝিয়ালি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়।

সোমবার সকালে ৮৮ নম্বর ভুটিঝারি বুথের পঞ্চায়েত সদস্য বিশ্বজিৎ শিকদারের জ্যোতিনগর কলোনির বাড়ির সামনে স্থানীয় বাসিন্দারা বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, আবাস যোজনার ঘর পাইয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে অনেকের কাছ থেকে ১৫ থেকে ২০ হাজার টাকা করে নেওয়া হয়েছিল। বাস্তবে তাঁরা কেউই ঘর পাননি, এমনকি টাকা ফেরতও পাননি। পাশাপাশি গত লোকসভা নির্বাচনের পর বিজেপি করায় কয়েকজনের কাছ থেকে ওই পঞ্চায়েত সদস্যের বিরুদ্ধে জরিমানা আদায়েরও অভিযোগ উঠেছে।

স্থানীয় বাসিন্দা বাবলু দেবনাথ বলেছেন, 'বিজেপি করার অভিযোগে অনেকের কাছ থেকেই টাকা নেওয়া হয়েছে। টাকা ফেরত চাইতে গেলেই সবাইকে প্রতিবার বুঝিয়ে-সুঝিয়ে পাঠিয়ে দিতেন। টাকা ফেরত না দিলে থানায় অভিযোগ করা হবে।' এলাকার বাসিন্দা দুখিরানি বারুই বলেছেন, 'আমার কাছে ঘর পাইয়ে দেওয়ার নামে ১৫ হাজার টাকা নিয়েছে। যেহেতু ঘর পাইনি, টাকা ফেরত দিক।'

অভিযুক্ত ওই পঞ্চায়েত সদস্য বাড়িতে নেই বলে পরিবার সূত্রে দাবি করা হয়েছে। এদিকে, তাঁর মোবাইল ফোনও সুইচড অফ থাকায় প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। তবে তাঁর দাদা বিনয় শিকদার বলেছেন, 'বিষয়টি সম্পর্কে আমি অবগত নই। ভাইয়ের সঙ্গে কথা বলে খোঁজ নেব।'

এ নিয়ে বিজেপির ২ নম্বর মণ্ডল কমিটির সভাপতি নিত্য পাল বলছেন, 'সরকারি প্রকল্পের সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার নামে কাটমানি তোলার পাশাপাশি বিজেপি করার অপরাধে জরিমানা আদায় করেছেন ওই পঞ্চায়েত সদস্য।'

পঞ্চায়েত সদস্যের বাড়ির সামনে বিক্ষোভ। সোমবার।

এদিকে তৃণমূল পরিচালিত মাঝিয়ালি পঞ্চায়েতের প্রধান কাইয়ুম আলম বলেন, 'আজ অভিযোগ প্রকাশ্যে আসার পর সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েত সদস্যের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হয়। তবে তাঁর মোবাইল ফোন বন্ধ থাকায় কথা বলা সম্ভব হয়নি। বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে। যদি সত্যিই কারও কাছ থেকে টাকা নিয়ে থাকেন, তা হলে স্বাভাবিকভাবেই সেই টাকা ফেরত চাইবেন মানুষ।'

শ্লীলতাহানির অভিযোগে ধৃত তরুণ

শিলিগুড়ি, ৮ জুন : প্রেমের প্রস্তাবে রাজি না হওয়ায় রাস্তার মধ্যেই তরুণীর শ্লীলতাহানির অভিযোগ উঠল এক তরুণের বিরুদ্ধে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে রবিবার রাতে উত্তেজনা ছড়ায় ভক্তিনগর থানা এলাকায়। পরে তরুণীর লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে ওই তরুণকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। ধৃতের নাম রশিতচন্দ্র রায়। তিনি ভক্তিনগর থানা এলাকারই বাসিন্দা। সোমবার ধৃতকে জলপাইগুড়ি জেলা আদালতে তোলা হলে ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই তরুণ ও তরুণী একই এলাকার বাসিন্দা। ওই তরুণী জানিয়েছেন, মাসছয়েক আগে রাস্তার মধ্যেই ওই তরুণ তাঁকে প্রেমের প্রস্তাব দেন। যদিও তরুণী সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। তরুণীর অভিযোগ, এরপর থেকেই বাড়ির বাইরে বের হলেই ওই তরুণ উত্ত্যক্ত করতে শুরু করেন। মাসের পর মাস এই সমস্যা চলতে থাকলেও থানা পুলিশের পথে হাঁটতে চাননি ওই তরুণী। তরুণীর কথায়, 'ভেবেছিলাম ধীরে ধীরে সবটা ঠিক হয়ে যাবে। একই এলাকায় থাকার কারণে থানা পুলিশে যেতে চাইনি।' তবে গত রবিবার সব সীমা অতিক্রম হয়ে যায় বলে অভিযোগ ওই তরুণীর। ওই তরুণীর অভিযোগ, প্রেমের প্রস্তাবে রাজি না হওয়ায় ওই তরুণ রাস্তায় দাঁড় করিয়ে তাঁর শ্লীলতাহানি করেন। প্রতিবাদ করলে তাঁকে প্রাণে মারার হুমকি দেন। এর পরেই ওই তরুণী বাড়িতে গিয়ে বিষয়টি জানান। তারপর পুলিশের কাছে লিখিত অভিযোগ করা হয়।

তদন্তের দাবি

শিলিগুড়ি, ৮ জুন : শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদে স্পেশাল অডিট করছে কেন্দ্রীয় দল। সেই দলের সঙ্গে সোমবার দেখা করলেন মহকুমা পরিষদের বিরোধী দলনেতা বিজেপির অজয় ওরাওঁ। তিনি স্বচ্ছ ভারত মিশন, পঞ্চদশ অর্থ কমিশন এবং আরও কয়েকটি প্রকল্পে তদন্তের দাবি জানিয়েছেন। এর আগে অজয় কেন্দ্রীয় বরাদ্দ নিয়ে দুর্নীতির অভিযোগ তুলেছিলেন। তবে অডিট দল অজয়ের দাবিকে প্রাধান্য দেয়নি বলে খবর। তারা নির্দিষ্ট জায়গায় অভিযোগ জানাতে বলেছে। প্রসঙ্গত, মহকুমা পরিষদ এবং চারটি গ্রাম পঞ্চায়েতে স্পেশাল অডিট হচ্ছে কেন্দ্রের তরফে। ধীরে ধীরে বাকি পঞ্চায়েতগুলিতেও সেই অডিট হতে পারে।

গ্রেপ্তার ১

শিলিগুড়ি, ৮ জুন : একটি ব্যাংকের ম্যানেজারের বিরুদ্ধে টাকা তছরুপের অভিযোগে সোমবার বিকেলে জেলা হাসপাতাল থেকে তাঁর স্ত্রীকে গ্রেপ্তার করল করিমপুর থানার পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ঘটনার পর থেকেই ওই ম্যানেজার তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে পালিয়ে গিয়েছিলেন। মোবাইল ট্র্যাকিংয়ের সূত্র ধরে এদিন করিমপুর থানার পুলিশ শিলিগুড়িতে এসে পৌঁছায়। এদিন ওই ব্যাংক ম্যানেজারের স্ত্রী পরিবারের এক সদস্যকে দেখতে বিকেলে হাসপাতালে আসেন। মোবাইলের সূত্র ধরে ওই তরুণীকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। তাঁকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তুলে ট্রানজিট রিমান্ডে নিয়ে যায় করিমপুর থানার পুলিশ।

বৈঠকে আবাস

শিলিগুড়ি, ৮ জুন : প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় এ রাজ্যে আবার বরাদ্দ করবে কেন্দ্র। সেজন্য নতুন করে সমীক্ষা হবে। মঙ্গলবার শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদে সেই সংক্রান্ত বৈঠক বসতে চলেছে। মহকুমায় কীভাবে সমীক্ষা হবে, সবটাই আলোচনা হবে। বৈঠকে রাজ্যের প্রতিমন্ত্রী, বিধায়করা থাকতে পারেন।

মন্ত্রীর বাড়ির পাশে রং বদল পঞ্চায়েতের

শিলিগুড়ি, ৮ জুন : মাটিগাড়া-নকশালবাড়ি থেকে বিধায়ক নির্বাচিত হয়েছেন আনন্দময় বর্মন। শুভেন্দু অধিকারীর মন্ত্রীসভায় তিনি প্রতিমন্ত্রীও। কিন্তু তাঁর নিজের এলাকার গ্রাম পঞ্চায়েতটি এখনও তৃণমূলের দখলে। তাতে কী, এলাকার মন্ত্রী বলে কথা। তাই সর্বসম্মতিক্রমে এবার সেই পঞ্চায়েত ভবনের রং গেরুয়া করা হল। ঘটনাটি শিলিগুড়ি মহকুমা পাথরঘাটা পঞ্চায়েতের।

পাথরঘাটা পঞ্চায়েত ভবনটি এতদিন নীল-সাদা রঙের ছিল। পঞ্চায়েত অফিসের পাশেই আনন্দময়ের বাড়ি। মন্ত্রীকে সম্মান জানাতে সেখানকার বিজেপির পঞ্চায়েত সদস্যরা রং বদলের উদ্যোগ নিয়েছিলেন। তাঁরা পঞ্চায়েতের জেনারেল বডিতে পঞ্চায়েত ভবনকে গেরুয়া করার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। আলোচনায় তৃণমূলের পঞ্চায়েত প্রধান এবং সদস্য কেউই তাতে বাধা দেননি। তারপরই সেটিকে গেরুয়া রঙের করা হয় বলে খবর। প্রতিমন্ত্রীর কথায়, 'কাউকে কোনও ভবনের রং পরিবর্তনের ব্যাপারে বলিনি। তাঁরা নিজেদের উদ্যোগেই করেছেন।'

তৃণমূলের পঞ্চায়েত প্রধান মহম্মদ শাহিদের বক্তব্য, 'আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। আমরাও

গেরুয়ায় সম্মতি তৃণমূল প্রধানের

আপত্তি জানাইনি।' এদিকে, প্রধান যে অনাস্থার ভয় পাচ্ছেন, তা তাঁর কথাতেই স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে। প্রধান বলছেন, 'কেউ অনাস্থা আনলে আগেই ইস্তফা দিয়ে দেব।' তবে পঞ্চায়েত কার্যালয়ের রং পালটানোর সঙ্গে বোর্ডের দখলের চেষ্টার সম্পর্ক নেই বলে দাবি বিজেপির।

২৮ আসনবিশিষ্ট পাথরঘাটায় মহকুমা পরিষদ ভোটে ১৪টি আসনে জিতেছিল তৃণমূল। বিজেপি ১০টি, সিপিএম ৩টি এবং একটিতে কংগ্রেস জয় পেয়েছিল। পরে সিপিএম এবং কংগ্রেস প্রধান গঠনের নির্বাচন থেকে বিরত থাকায় তৃণমূলের বোর্ড গঠন করে। সূত্রের খবর, বর্তমানে তৃণমূলেরই কয়েকজন সদস্য প্রধানের বিরুদ্ধে অনাস্থা আনতে চাইছেন। তাঁরা বিজেপির দিকে ঝুঁকে রয়েছেন বলে দাবি। তাই পঞ্চায়েত অফিসই শুধু গেরুয়াকরণ নয়, বোর্ডও গেরুয়াকরণের পথে যেতে চলেছে বলে মনে করেছেন অনেকে।

আনন্দময় বলছেন, 'আমরা নির্বাচিত বোর্ড ভাঙার পক্ষে নই। এক বছরের মধ্যে মহকুমা পরিষদের নির্বাচন। ভোটের মাধ্যমেই বোর্ডের ক্ষমতায় আসব।' এদিকে, তৃণমূলের প্রধানের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ তুলে সরব হয়েছেন তৃণমূল এবং বিজেপির পঞ্চায়েত সদস্যদের একাংশ।

বেতন অমিল

শিলিগুড়ি, ৮ জুন : একটানা ১০ মাস ধরে বেতন অমিল। এমনই অভিযোগ তুলে সরব হলেন শিলিগুড়ি পুরনিগমের অধীনে চুক্তিভিত্তিতে কর্মরত গাড়িচালক সীতারাম পাসোয়ান। তিনি নকশালবাড়ি এলাকার বাসিন্দা। তিনি জঞ্জাল বহনের গাড়ি চালাতেন। তাঁর অভিযোগ, ২০২৫ সালের এপ্রিল মাস নাগাদ তাঁকে রিজার্ভে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। সেইসঙ্গে হাজিরা খাতায়ও সই করতে দেওয়া হয়নি। বন্ধ হয়ে যায় মাসিক বেতন। ঘটনায় পুরনিগমের ভূমিকায় প্রশ্ন তুলে সোমবার তিনি শিলিগুড়ির বিধায়ক তথা মন্ত্রী শংকর ঘোষকে চিঠি পাঠালেন। তিনি বলেন, 'আমার ব্যাংকের অ্যাকাউন্ট বদলে দেওয়া হয়েছে। ১০ মাস ধরে বেতন বন্ধ রয়েছে। বকেয়া বেতন পেতে একাধিকবার পুরনিগমে দরবার করেছিলাম। কিন্তু লাভ হয়নি। উলটে একাংশ কর্মী আমাকে হুমকি দিয়েছেন। কাজ ও বেতন বন্ধ থাকায় আর্থিকভাবে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে।' এ বিষয়ে শিলিগুড়ি পুরনিগমের পরিবহণ বিভাগের মেয়র পারিষদ মানিক দে-কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, 'বিষয়টি খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হবে।'

বিডিও অফিসে মিলছে না এক ফোঁটা জল

ফাঁসিদেওয়া, ৮ জুন : গোটা ফাঁসিদেওয়া ব্লকেই পানীয় জলের সমস্যা নতুন কিছু নয়। কিন্তু খোদ সরকারি দপ্তরেই যদি তৃষ্ণা মেটানোর ন্যূনতম ব্যবস্থাটুকু না থাকে, তবে সাধারণ মানুষ যাবেন কোথায়? ফাঁসিদেওয়া বিডিও অফিসে পরিস্রুত পানীয় জলের মেশিন থাকলেও তা যেন কেবলই 'শোপিস'। কোনও কাজ করে না। তীব্র গরমের মধ্যে দূরদূরান্ত থেকে সরকারি কাজে বিডিও অফিসে এসে এক ফোঁটা জলের জন্য হন্যে হয়ে ঘুরতে হচ্ছে সাধারণ মানুষকে।

২০২০ সাল নাগাদ বিডিও অফিস চত্বরে সাধারণ মানুষের কথা মাথায় রেখে ৩টি পরিস্রুত পানীয় জলের মেশিন বসানো হয়। ৩টি মেশিন থেকে মোট ৬টি কলের সংযোগ রয়েছে। কিন্তু স্থানীয়দের অভিযোগ, চালুর পর থেকে বেশিরভাগ সময়ই এই মেশিনগুলি বিকল হয়ে পড়ে থাকে। নির্বাচনের আগে আগেই মেশিন সারানো হয়েছিল, কিন্তু ভোট মিটতেই ফের একই দশা। মেশিন দিয়ে এখন এক ফোঁটা জলও পড়ে না। ফলে এই তীব্র গরমে সরকারি কাজ করতে এসে তৃষ্ণা মেটাতে উপভোক্তাদের একমাত্র ভরসা বাজার থেকে কিনে আনা জলের বোতল।

হাঁসখোয়া থেকে বিডিও অফিসে কাজে এসেছিলেন মিনা নাগেশিয়া।

বিডিও অফিসে অকেজো পানীয় জলের তিনটি মেশিন।

তীব্র ক্ষোভ উগরে দিয়ে তিনি বলেন, 'অনেক দূর থেকে বিডিও অফিসে কাজে এসেছিলাম। গরমে একটু জল পান করতে জলের প্রকল্পের সামনে গিয়ে কার্যত হতাশ হয়েছি। বিবকক খুললেও, একটুও জল বেরোয়নি। পরে জলের বোতল দোকান থেকে কিনতে হয়েছে।'

একই ভোগান্তি চটহাটের বাসিন্দা মহম্মদ আবদুল কাশেমের। র‍্যাশন কার্ডের কাজ নিয়ে বিডিও অফিসে এসে জল না পেয়ে ক্ষুব্ধ তিনিও। তাঁর কথায়, 'এই জলের প্রকল্পের তিনটি কলের একটি দিয়েও জল পাওয়া যাচ্ছে না। অথচ, জলের এই মেশিনগুলি সরকারি টাকা খরচ করে সাধারণ মানুষের জন্য বসানো হয়েছে। এতে তো সেই টাকার অপচয়ই হয়েছে।'

যদিও বিডিও অফিস সূত্রের দাবি, মেশিনগুলি নাকি সচলই রয়েছে। ট্যাংকে জল না থাকার জন্য কল দিয়ে জল পড়ছে না। ভুক্তভোগীদের প্রশ্ন, যদি সত্যিই তাই হয় তবে সময়মতো পাম্প চালিয়ে ট্যাংকে জল ভরার বিষয়ে কেন এত উদাসীন কর্তৃপক্ষ?

জলকষ্ট নিয়ে বিতর্ক শুরু হতেই ফাঁসিদেওয়া পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি রিনা এক্কা আশ্বাস দিয়েছেন। বলেছেন, 'ইদানীং মেশিন খারাপ হয়ে থাকতে পারে। বারবার কেন খারাপ হয়ে যায়, বুঝতে পারছি না। আমি বিষয়টি খোঁজ নিয়ে দেখছি।'

দেহ উদ্ধার

শিলিগুড়ি, ৮ জুন : সোমবার ফুলবাড়ির ছোবাভাটি এলাকায় এক ব্যক্তির অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল। পুলিশ জানিয়েছে, মৃতের নাম ভবেশ দেবনাথ (৩৭)। বাড়ি শান্তিপাড়া। তিনি ছোবাভাটি এলাকায় একটি পানীয় জলের ফ্যাক্টরি তৈরি করছিলেন। সেই ফ্যাক্টরির একটি জায়গায় ঘরের ভেতর থেকে এদিন দুপুরে ভবেশের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। খবর পেয়ে এনজেপি থানার পুলিশ দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠিয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই ব্যক্তি ঋণে জর্জরিত ছিলেন। দেহের পাশ থেকে পুলিশ একটি সুইসাইড নোট উদ্ধার করেছে।

রাত বাড়তেই মদের অবৈধ কারবার

শিলিগুড়ি, ৮ জুন : রাত বাড়তেই রমরমা হচ্ছে মদের অবৈধ কারবার। শিলিগুড়ি সংলগ্ন পোড়াঝাড় এবং তিনবাত্তি মোড় এলাকায় বেআইনিভাবে মদ বিক্রির অভিযোগ উঠেছে। গভীর রাত পর্যন্ত মদ্যপায়ীদের আনাগোনায় চরম ক্ষুব্ধ স্থানীয় বাসিন্দারা।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ফুলবাড়ি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত পোড়াঝাড় এলাকায় রাত প্রায় ৩টে পর্যন্ত একটি বাড়ি থেকে মদ বিক্রি চলে। পোড়াঝাড়ে ঢুকে চার নম্বর গলির ডান দিকের একটি বাড়িতে এই কারবার চালাচ্ছেন গৌরাঙ্গ নামে এক ব্যক্তি। অভিযোগ, তিনিই এই বেআইনি কারবারের মূল পান্ডা। লাইসেন্সপ্রাপ্ত মদের দোকানগুলি বন্ধ হওয়ার পর থেকেই ওই বাড়িতে মজুত করা মদ কিনতে ভিড় জমান মদ্যপায়ীরা।

এই পরিস্থিতি নিয়ে পোড়াঝাড়ের বাসিন্দা সুভাষ মণ্ডল বললেন, 'রাতে বহিরাগতরা বাইক নিয়ে মদ কিনতে চলে আসছে। এর ফলে এলাকার সুরক্ষা বিঘ্নিত হচ্ছে এবং পরিবেশ নষ্ট হচ্ছে। বাড়তি মুনাফার লোভে কিছু মানুষ এই রমরমা ব্যবসা চালাচ্ছে।' ওই এলাকার আরেক বাসিন্দা রমা দাসের অভিযোগ, 'পোড়াঝাড় এলাকায় দুটি বাড়িতে এভাবে মদ বিক্রি হচ্ছে। এর মধ্যে একটি বাড়ি বাঁধের ভেতর রয়েছে। গৌরাঙ্গের বাড়িতে গভীর রাত পর্যন্ত প্রচুর তরুণ মদ কিনতে আসে। পুলিশ প্রশাসন অবিলম্বে বিষয়টি দেখুক।'

অন্যদিকে, তিনবাত্তি মোড়ের কাছে রেল আবাসনের প্রবেশপথে একটি মাঠের উলটো দিকের বাড়ি থেকেও একইভাবে রাত প্রায় দুটো পর্যন্ত মদ বিক্রি হচ্ছে। স্থানীয়রা জানাচ্ছেন, আগে তিনবাত্তি মোড় এলাকায় একটি হোটেলের আড়ালে মদ বিক্রি চলত। বর্তমানে সেটি বন্ধ হলেও, মাঠের উলটো দিকের ওই বাড়ি থেকে রমরমা কারবার চলছে। এর পেছনে প্রভাবশালীদের মদত রয়েছে বলে অভিযোগ।

এলাকার বাসিন্দা তথা রেলকর্মী চন্দন কুমারের কথায়, 'নিশ্চিতভাবে মদের কারবারিরা এই অবৈধ ব্যবসার জন্য অনেকটা টাকা দেয়। তা না হলে এত নিশ্চিন্তে এই ব্যবসা চলতে পারে না।' বিষয়টি নিয়ে এনজেপি থানার এক পুলিশ আধিকারিক জানিয়েছেন, সর্বত্র অবৈধ মদ বিক্রির বিরুদ্ধে পুলিশ কড়া পদক্ষেপ করবে।

প্রতিবাদ মিছিল

শিলিগুড়ি, ৮ জুন : যাদবপুরে হকার উচ্ছেদের বিরুদ্ধে আন্দোলনে সিপিএম নেতা সৃজন ভট্টাচার্য ও সুজন চক্রবর্তীর উপর পুলিশের লাঠিচার্জের প্রতিবাদ জানাল দার্জিলিং জেলা সিপিএম। সোমবার একটি মিছিল অনিল বিশ্বাস ভবন থেকে শুরু করে হাসমি চক, সেবক মোড় হয়ে অনিল বিশ্বাস ভবনে এসে শেষ হয়। এদিন সিপিএমের ২ নম্বর এরিয়া কমিটির তরফে রেলের জমিতে বসবাসকারী মানুষের সঙ্গে দেখা করা হয়। পুনর্বাসন না দিয়ে উচ্ছেদ করলে তাঁদের পাশে থাকার আশ্বাস দেওয়া হয়।

অন্যদিকে, যাদবপুরে উচ্ছেদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো নেতৃত্বর মুক্তির দাবি এবং বিজেপির বুলডোজাররাজকে ধিক্কার জানিয়ে সিপিআই (এমএল) লিবারেশনের তরফেও প্রেস বিবৃতি দিয়ে প্রতিবাদ জানানো হয়।

স্মারকলিপি

শিলিগুড়ি, ৮ জুন : নিখিলবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির তরফে মঙ্গলবার জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (প্রাথমিক)-এর কাছে স্মারকলিপি দেওয়া হয়। শিক্ষা ব্যবস্থা ও শিক্ষা প্রশাসনের সার্বিক উন্নয়নের স্বার্থে এদিন এই কর্মসূচি করা হয়েছে। স্মারকলিপিতে প্রাথমিক শিক্ষকদের টেট সংক্রান্ত সমস্যা সমাধান, জেলার শিক্ষকদের বিগত চার বছরের পিএফ-এর হিসাবের কাগজ দ্রুত দেওয়া, পড়ুয়া অনুসারে কম্পোজিট গ্র্যান্টে কমপক্ষে পঁচিশ হাজার টাকা বরাদ্দ সহ আরও কয়েকটি দাবি জানানো হয়। উপস্থিত ছিলেন সমিতির দার্জিলিং জেলা কমিটির সম্পাদক অনির্বাণ দাস।

উড়ালপুলে দুর্ঘটনায় সেনাকর্মী

শিলিগুড়ি, ৮ জুন : যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে উড়ালপুলের ওপর রাস্তার ধারে গাড়ি দাঁড় করান এক সেনা পুলিশকর্মী। গাড়ি থেকে নেমে সামনের বনেট খুলে যান্ত্রিক ত্রুটির কারণ খুঁজতে থাকেন তিনি। আর ঠিক সেই সময়েই ঘটে যায় এক বিপত্তি! পেছন থেকে আসা একটি দ্রুতগতির যাত্রীবোঝাই সিটি অটো গাড়িটিকে ধাক্কা মারে। তবে, অল্পের জন্য বড়সড়ো দুর্ঘটনার হাত থেকে রক্ষা পান ওই সেনা পুলিশকর্মী। ঘটনায় রাস্তায় পড়ে গিয়ে তিনি আহত হয়েছেন। তাঁর পায়ে ও কপালের একপাশে চোট লেগেছে। সিটি অটোটিতে চালক সহ ৫ যাত্রী ছিলেন। সংঘর্ষে সিটি অটোটির সামনের অংশ পুরোপুরি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কয়েকজন যাত্রী সামান্য আঘাত পেয়েছেন। সিটি অটোটিকে আটক করে শিলিগুড়ি থানায় নিয়ে যায় পুলিশ। সোমবার দুপুর দেড়টার দিকে ঘটনাটি ঘটে।

পরিস্থিতি এখানেই থেমে থাকেনি। উড়ালপুলের ওই অংশটি ঢালু হওয়ার কারণে গাড়িটি রাস্তায় পড়ে যাওয়া সেনা পুলিশকর্মীর দিকে এগোতে থাকে। তবে বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে তিনি গাড়ির সামনে থেকে সরে উলটোদিকের লেনে চলে যান। এরপর কোনওভাবে উঠে দাঁড়িয়ে চলন্ত গাড়িটিকে আটকান। তুহিন দাস নামে এক প্রত্যক্ষদর্শীর কথায়, 'ভাগ্যিস, ওই সময় উলটোদিকের লেন দিয়ে কোনও গাড়ি আসছিল না। নইলে ওই সেনা পুলিশকর্মীর সঙ্গে বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটত।' দিনদুপুরে ব্যস্ত উড়ালপুলের ওপর এই ঘটনায় সেখানে চাঞ্চল্য ছড়ায়।

এদিন উড়ালপুলে ওঠার পর থেকেই ওই গাড়িতে যান্ত্রিক সমস্যা দেখা দিচ্ছিল। সে কারণেই ওই সেনা পুলিশকর্মী উড়ালপুলে কর্মরত ট্রাফিক পুলিশকর্মীদের সঙ্গে কথা বলে রাস্তার ধারে গাড়িটিকে দাঁড় করান ও সেটির বনেট খুলে যান্ত্রিক ত্রুটি খুঁজতে থাকেন। তারপরই সিটি অটোটির সঙ্গে গাড়িটির সংঘর্ষ ঘটে। পুলিশি জিজ্ঞাসাবাদে ওই সিটি অটোচালকের দাবি, 'ছেলে রবিবার বাড়িতে স্নান করতে গিয়ে আহত হয়েছে। সেই চিন্তায় গাড়ি চালাচ্ছিলাম। সামনে সেনা পুলিশের গাড়ি দাঁড়িয়ে থাকাটা সত্যিই খেয়াল করিনি।'

আড়াআড়িভাবে বিভক্ত তৃণমূল নেতা-কর্মীরা

বিধায়কদের অবস্থানে ক্ষোভ

অরুণ ঝা

ইসলামপুর, ৮ জুন : বিধায়কদের অবস্থানে ক্ষোভ দানা বাঁধছে তৃণমূল কংগ্রেসের নীচুতলার নেতা-কর্মীদের মধ্যে। ইসলামপুর মহকুমার চারটি বিধানসভা এলাকাতেই বিদ্রোহী বিধায়কদের বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে যেমন প্রশ্ন তুলছেন তৃণমূল নেতা-কর্মীদের একাংশ, তেমন মমতা বিরোধিতার সুরও শোনা যাচ্ছে কারও কারও গলায়। মমতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী ৫৮ জনের তালিকায় চোপড়ার বিধায়ক হামিদুল রহমান, ইসলামপুরের বিধায়ক কানাইয়ালাল আগরওয়াল, গোয়ালপোখরের বিধায়ক গোলাম রব্বানি এবং চাকুলিয়ার বিধায়ক মিনহাজুল আরফিন আজাদের নামও রয়েছে। তবে এই চার বিধায়ক স্থানীয় কর্মীদের অন্ধকারে রেখেই যে ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় শিবিরে নাম লিখিয়েছেন, অন্তত তেমনই দাবি করছেন চারটি আসনের নীচুতলার নেতা-কর্মী ও ইসলামপুর পুরসভার একাধিক কাউন্সিলার। দলের শ্রমিক সংগঠনের সদ্য প্রাক্তন সভাপতি পাঞ্জিপাড়ার ফিরোজ খান বলছেন, 'বিধায়ক এমন পদক্ষেপ করবেন আমরা কেউই জানতাম না। দিদির বিরোধিতা করায় এলাকার নীচুতলার নেতা-কর্মীরা যে ক্ষুব্ধ, তা নিয়ে সন্দেহ নেই।'

প্রসঙ্গত, এসআইআর নিয়ে মমতার লড়াইকে সামনে রেখেই তৃণমূল এই চারটি আসনে জয়লাভ করে। ফলে বিধায়কদের মমতার নির্দেশকে অমান্য করার বিষয়টি সহজে মেনে নিতে পারছেন না দলেরই অনেকে। প্রাক্তন মন্ত্রী গোলাম রব্বানির এলাকার তৃণমূল কর্মী মহম্মদ সৈয়দ বলছেন, 'বিধায়ক যা করলেন, সেটাকে বেইমানি বলে। মমতার মুখ সঙ্গে না থাকলে উনি জিততেই পারতেন না।'

বর্তমান পরিস্থিতিতে আড়াআড়িভাবে বিভক্ত তৃণমূল নেতা-কর্মীরা। যেমন দলের সদ্য প্রাক্তন চোপড়া অঞ্চল সভাপতি তনয় কুণ্ডু বলছেন, 'আমরা হামিদুলদার সৈনিক। উনি যা সিদ্ধান্ত নেবেন আমরা ওঁর সঙ্গেই থাকব।' চাকুলিয়ার তৃণমূলের সদ্য প্রাক্তন ব্লক সভাপতি সরাফত

ইসলামপুর পুরসভার সামনে উদ্বিগ্ন সাধারণ মানুষ।

আলি বলছেন, 'আমরা বিধায়কের সঙ্গেই আছি। কর্মীদের নিয়ে পরবর্তী কর্মসূচি গ্রহণ করব।'

অনেকে যেমন নিজেকে হামিদুলের সৈনিক বলে দাবি করেছেন, তেমনই 'আমরা দিদির সৈনিক' এমন দাবিদারের সংখ্যাও কম নয়। সুজালি, সোনাপুর, দাসপাড়া সহ বিস্তীর্ণ অঞ্চলে এই আভাস পাওয়া গিয়েছে। কিন্তু জল কোন দিকে গড়ায়, তা না মাপা পর্যন্ত অনেকেই হামিদুলের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে মুখ খুলে 'টার্গেট' হতে নারাজ।

আবার সদ্য প্রাক্তন ইসলামপুর টাউন সভাপতি বাপি পাল চৌধুরী বলছেন, 'বিধায়ক এমন সিদ্ধান্ত নিতে চলেছেন, তা নিয়ে আমাদের সঙ্গে কোনও আলোচনা করেননি। এই নিয়ে কোনও মন্তব্য করব না।' কানাইয়া ইসলামপুর পুরসভার চেয়ারম্যানও বটে। তবে অধিকাংশ কাউন্সিলার জানিয়েছেন, দিদি বিরোধী অবস্থান নেওয়ার বিষয়ে কানাইয়া কোনও আলোচনা করেননি। ৪ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার কানাইয়া-ঘনিষ্ঠ গুরুদাস সাহার কথায়, 'আমাদের সঙ্গে এই মর্মে কানাইয়াদার কোনও আলোচনা হয়নি। নিশ্চয় ভালো কিছু ভেবেই তিনি এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।'

আবার কানাইয়ার প্রিয় বলে পরিচিত ১৩ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার অসিত সেনের প্রতিক্রিয়া, 'দাদা আমাদের সঙ্গে কোনও আলোচনা করেননি।'

ইসলামপুরে ফিরেছেন কানাইয়া। তারপর কয়েকদিন কেটে গেলেও 'অসন্তুষ্ট' স্থানীয় নেতা-কর্মী এবং 'অভিমানী' ওয়ার্ড কাউন্সিলারদের সঙ্গে এই নিয়ে কোনও কথা হয়নি তাঁর। কানাইয়া বলছেন, 'ইসলামপুর ফিরেছি। তবে কারও সঙ্গে কোনও আলোচনা হয়নি।'

সহকর্মীকে প্রতারণার দায়ে ধৃত তরুণ

শিলিগুড়ি, ৮ জুন : নিজের বৈবাহিক জীবন সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য গোপন করে সহকর্মী তরুণীকে প্রেমের ফাঁদে ফেলেন। এরপর বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে সহবাসের অভিযোগ। শেষমেশ সত্যি জানতে পেরে রবিবার পুলিশের দ্বারস্থ হলেন প্রতারিত তরুণী। তদন্তে নেমে দীপ সরকার নামে অভিযুক্ত ওই তরুণকে গ্রেপ্তার করে শিলিগুড়ির ভক্তিনগর থানার পুলিশ। সোমবার তাঁকে জলপাইগুড়ি জেলা আদালতে তোলা হলে ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক।

ঘটনার সূত্রপাত বছর দেড়েক আগে। সেবক রোডের এক সংস্থায় একসঙ্গে চাকরি করার সুবাদে দীপের সঙ্গে পরিচয় হয় প্রতারিত তরুণীর। সদাহাস্য মুখ, মিশুকে স্বভাবের দীপের সঙ্গে প্রথমে বন্ধুত্ব, পরে প্রেমের সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েন তিনি। এমনকি নিজের পরিবারকে এই সম্পর্কের বিষয়টি জানালে তাঁদের থেকেও সম্মতি পান ওই তরুণী। এরপরই দুজনে একসঙ্গে ভানুনগর এলাকায় বাড়িভাড়া নিয়ে থাকতে শুরু করেন। অভিযোগ, সেই সময় একাধিকবার তরুণীর সঙ্গে শারীরিক সম্পর্ক স্থাপন করেন ওই তরুণ। যদিও, তাঁর ফোনে বারবার অচেনা নম্বর থেকে কল আসা সহ বিভিন্ন বিষয়ে সন্দেহ দানা বাঁধে তরুণীর মনে।

এরপর সুযোগ বুঝে একদিন ওই অচেনা নম্বর থেকে আসা সেই ফোন ধরতেই পর্দা ফাঁস হয়ে যায় দীপের। ফোনের ওপাশ থেকে এক মহিলা কণ্ঠে জানানো হয়, তিনি দীপের স্ত্রী বলছেন। তিনি চালসা থেকে ফোন করেছেন। সেখানেই বাড়ি দীপের। প্রতারিত তরুণীর বয়ানে, 'প্রথমে ভেবেছিলাম, ফোনের উলটোদিকে থাকা মহিলা মিথ্যা বলছেন। তাই যাচাই করতে তাঁর দেওয়া ঠিকানায় চলে গিয়েছিলাম। গিয়ে দেখি, ওঁর সত্যিই স্ত্রী রয়েছে।' এরপরই আইনের দ্বারস্থ হন তরুণী।

তরুণীর কথায়, 'সামাজিক মাধ্যমে অভিযুক্তের বিবাহিত হওয়ার কোনও ছবি না পেয়ে বিশ্বাস করে ফেলেছিলাম। কয়েক বছরের মধ্যে আমাদের সম্পর্ক বিয়ের দিকে এগিয়ে গিয়েছিল। এভাবে তো আর কাউকে বিশ্বাস করাই যাবে না।'

রং বদলাল মা আহারের

ইসলামপুর, ৮ জুন : নীল-সাদা রং বদলে গেরুয়া রংয়ে পরিবর্তন হল মা আহারের পরিকাঠামোর। রাজ্যে পালাবদলের পর মা ক্যান্টিনের নাম বদলে মা আহার করা হয়। এরপর সোমবার রংয়েও পরিবর্তন আনা হয়। নতুন সরকারের উদ্যোগে মা আহার থেকে সপ্তাহে দু'দিন মাছ, দু'দিন ডিম এবং বাকি দিনগুলিতে নিরামিষ খাবার দেওয়া হবে। তবে এখনও পযন্ত খাবারের পরিবর্তনের কোনও নির্দেশ না আসায় আপাতত ডিমভাত দেওয়া হচ্ছে বলে জানিয়েছেন মা আহারের দায়িত্বে থাকা ইসলামপুর পুরসভার ৬ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার অমলকুমার সরকার।

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

তারার মতো।। বাতাসিয়া লুপে ছবিটি তুলেছেন ইসলামপুরের অরিন্দম দাস।

কাঠগড়ায় তৃণমূল ছাত্র পরিষদ

বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে মধুচক্র

আলিপুরদুয়ার, ৮ জুন : কলকাতার সুরেন্দ্রনাথ কলেজের ছায়া এবার উত্তরবঙ্গে। শিক্ষাঙ্গনের পবিত্রতা এক নিমেষে ধুলোয় মিশে গেল আলিপুরদুয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ে। সোমবার বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্দরে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের (টিএমসিপি) দীর্ঘদিনের বন্ধ ইউনিয়ন অফিস খুলতেই চোখ চড়কগাছ সকলের। মিলল গর্ভনিরোধক, মাদক নেওয়ার সিরিঞ্জ, ফাঁকা মদের বোতল এবং তাসের বান্ডিল। এমনকি উদ্ধার হয়েছে একটি অ্যাটেনড্যান্স রেজিস্টারও। ইউনিয়ন অফিসের আড়ালে খোদ বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের ভেতরেই দিনের পর দিন মধুচক্র ও মদ-জুয়ার আসর বসানো হত বলে সরাসরি অভিযোগ তুলেছে এবিভিপি। এই ঘটনায় শোরগোল পড়েছে আলিপুরদুয়ারে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেতরে এমন কেলেঙ্কারি ঘটে গেলেও দায় এড়াতে চেয়েছেন আলিপুরদুয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য সরিৎকুমার চৌধুরী। তিনি দায়সারাভাবে বলেন, 'ইউনিয়ন অফিসের বিষয়টি শুনেছি। তবে এ বিষয়ে আমি কিছু বলতে পারব না।'

বিজেপি ক্ষমতায় আসার পর বিশ্ববিদ্যালয়ের ওই বন্ধ ইউনিয়ন অফিসের বাইরে এবিভিপির পতাকা লাগিয়ে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু সম্প্রতি সেই পতাকা ছিঁড়ে ফেলার অভিযোগ ওঠে। ঘটনার খোঁজখবর নিতে গিয়ে এবিভিপি কর্মীরা ইউনিয়ন অফিসের জানলার ফাঁক দিয়ে দেখতে পান ঘরের ভেতরে পতাকাটি পড়ে রয়েছে। এরপরই তাঁরা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে সিসিটিভি ফুটেজ দেখার দাবি জানান। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ জানায়, ওই এলাকার সিসিটিভিতে 'নো সিগন্যাল' দেখাচ্ছে। এরপর ইউনিয়ন অফিসের চাবি চাওয়া হলেও কর্তৃপক্ষ তা দিতে অস্বীকার করলে এবিভিপি কর্মীরা তালা ভেঙে ভেতরে ঢোকেন।

দুটি ঘর ও শৌচালয়ের যত্রতত্র ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে রয়েছে গর্ভনিরোধক, নেশা ও জুয়ার দেদার সামগ্রী। একসময় এই ইউনিয়ন রুমেই রাত পর্যন্ত টিএমসিপি নেতাদের ভিড় থাকত। আর সেই চত্বর থেকেই এমন অশ্লীল ও অপ্রীতিকর জিনিস উদ্ধার হওয়ায় ক্ষোভ উগরে দিয়েছে ছাত্রসমাজ। এবিভিপির স্টেট ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য শুভদীপ গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, 'সিসিটিভি ফুটেজ দেখতে চাইলে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তা দেখাতে পারেনি। জানলার ফাঁক দিয়ে আমাদের পতাকা দেখা যাচ্ছিল। তারপরেই তালা ভেঙে ভেতরে প্রবেশ করতেই মধুচক্র ও মদ-জুয়ার আসরের সমস্ত অকাট্য প্রমাণ মেলে।'

যদিও সমস্ত অভিযোগকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলে উড়িয়ে আলিপুরদুয়ার জেলার তৃণমূল ছাত্র নেতা শৌনভ চক্রবর্তী বলেন, 'গত বছর জুন-জুলাই মাস থেকে ওই ইউনিয়ন অফিস আদালতের নির্দেশে তালাবন্ধ করে রাখা হয়েছে। আমি দায়িত্ব পেয়েছি অক্টোবর মাসে। তাই এ বিষয়ে আমার আগে কী ঘটেছে তা জানা নেই।'

টাকা নিলেও ফর্ম ফিলআপে ভুল

পুলিশের সামনে অনৈতিক কর্মকাণ্ড

সাগর বাগচী

ফুলবাড়ি, ৮ জুন : ১০০ টাকার বিনিময়ে অন্নপূর্ণা যোজনার ফর্ম ফিলআপ, তাও আবার ভুল!

সোমবার দুপুরে ফুলবাড়ি-২ গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসের ভেতরে এমন ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়াল। এদিকে, পুলিশ ও পঞ্চায়েতকর্মীদের সামনে সবটা ঘটলেও, কেউ কোনও পদক্ষেপ করেনি বলে অভিযোগ। পরে খবর জানাজানি হতেই পুলিশকর্মীদের সক্রিয় হতে দেখা যায়। যাঁদের বিরুদ্ধে টাকার বিনিময়ে ফর্ম ফিলআপ করার অভিযোগ উঠেছিল, তাঁদের অফিস চত্বর থেকে বের করে দেওয়া হয়।

সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান রফিকুল ইসলামের বক্তব্য, 'প্রথমে ভেবেছিলাম, নিজেরা নিজেদের ফর্ম ফিলআপ করছেন। কেননা, এত ভিড়ে টাকা তোলার বিষয়টি বোঝা যায়নি। পরে সকলকে অফিসের বাইরে বের করে দেওয়া হয়।'

বিষয়টি নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেন ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির বিধায়ক শিখা চট্টোপাধ্যায়। তিনি বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী স্পষ্ট বলে দিয়েছেন, ফর্ম ফিলআপের জন্য কোনও টাকা নেওয়া যাবে না। পুলিশ কেন, সেখানে উপস্থিত থেকেও কোনও পদক্ষেপ করল না? কর্তব্যরত পুলিশকর্মীদের কি কোনও স্বার্থ ছিল? কেননা, এখনও কিছু পুলিশের মনোভাব পরিবর্তন হয়নি। কেউ ফর্ম ফিলআপের নামে টাকা তুললে কড়া পদক্ষেপ হবে।'

এদিন ফুলবাড়ি-২ গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে ফর্ম সংগ্রহ, ইনকাম সার্টিফিকেট নিতে শতাধিক মহিলা ভিড় জমান। অফিসে প্রবেশের ডানদিকে গাছের বেদির ওপর হাতে বোর্ড ও পেন নিয়ে কয়েকজনকে বসে ফর্ম ফিলআপ করতে দেখা যায়। যেখানে কয়েকজন তরুণী ও

ফুলবাড়ি-২ গ্রাম পঞ্চায়েত

মাঝবয়সি ব্যক্তি ছিলেন। তাঁরাই টাকা নিয়ে ফর্ম ফিলআপ করছিলেন বলে অভিযোগ। পুলিশকর্মীরা পাশে বসে থাকলেও কোনও অজ্ঞাত কারণে তাঁরা নীরব ছিলেন।

ফুলবাড়ির বাসিন্দা মেহেরুন নাসা ফর্ম ফিলআপের জন্য এক তরুণীকে ১০০ টাকা দিয়েছিলেন। মেহেরুন বললেন, 'আমাকে এক তরুণী বলে সে ফর্ম ফিলআপ করে দেবে, তবে ১০০ টাকা দিতে হবে। আমি সেইমতো ১০০ টাকা দিই। কিন্তু আমার ফর্ম ভুলভাবে পূরণ করে দিয়েছে।'

এদিকে, যাঁরা টাকার বিনিময়ে ফর্ম ফিলআপ করছিলেন, তাঁদের মধ্যে দুজন দাবি করেন, সাহায্য করে দেওয়ার জন্য টাকা নেওয়া অপরাধ নয়।

ফুলবাড়ির বাসিন্দা কেয়া দাস নামে এক তরুণী ফর্ম ফিলআপে সাহায্য করার নামে টাকা তুলছিলেন বলে অভিযোগ। কেয়ার দাবি, 'যখন আমি এখানে আসি তখন চার-পাঁচজন ফর্ম ফিলআপ করে টাকা নিচ্ছিল। তাঁদের সঙ্গে আমিও ফর্ম ফিলআপ করে দিই। ১০০ টাকা করে নিয়েছি। যাঁরা ১০০ টাকা দিতে পারেননি, তাঁদের কাছ থেকে ৫০ টাকা নিয়েছি। শুক্রবার একই কাজ করলেও পুলিশ বা পঞ্চায়েতের কোনও আধিকারিক কিছু বলেননি। বললে ফর্ম ফিলআপ করতাম না।'

কেয়ার পাশে ফর্ম ফিলআপ করে টাকা নিচ্ছিলেন তিথি সরকার নামে আরেক তরুণী। তিথি বলেন, 'যে যার মতো করে টাকা নিচ্ছে। দু'দিন ধরে ফর্ম ফিলআপ করে দিয়েছি। কিন্তু কেউ কিছু বলেনি।'

এদিকে, দীপালি মণ্ডল নামে এক মহিলা ১০০ টাকা দিয়ে ফর্ম ফিলআপ করান। দীপালির কথায়, 'ওই ব্যক্তিদের ফর্ম ফিলআপের জন্য বসানো হয়েছে বলে ভেবেছিলাম। তবে ফর্ম ফিলআপের জন্য ১০০ টাকা চাইছিল। আমি কিছুটা কম নিতে বলি। কিন্তু ১০০ টাকা লাগবে বলে তাঁরা স্পষ্ট জানিয়ে দেন। আমার মতো যাঁরা ফর্ম ফিলআপ করতে পারেন না, তাঁরা অনেকে টাকা দিয়েছেন।'

মধ্যস্থতাকারীর ডাক পায়নি বিজিপিএম

শিলিগুড়ি, ৮ জুন : তৃতীয় দফায় পাহাড়ে এসেও ভারতীয় গোর্খা প্রজাতান্ত্রিক মোর্চার (বিজিপিএম) সঙ্গে আলোচনায় বসেননি কেন্দ্রের নিযুক্ত মধ্যস্থতাকারী পঙ্কজকুমার সিং। বিজিপিএমের মুখপাত্র শক্তিপ্রসাদ শর্মার বক্তব্য, 'মধ্যস্থতাকারী প্রত্যেককে ফোন করে আলোচনার জন্য ডাকছেন বলে শুনেছি। আমাদের পার্টিকে এখনও আলোচনায় ডাকা হয়নি।'

রবিবার দার্জিলিংয়ে পৌঁছে ম্যাল সংলগ্ন একটি হোটেলে ওঠেন পঙ্কজকুমার। রবিবার এবং সোমবার সেখানেই জিএনএলএফ সভাপতি মন ঘিসিং, ইন্ডিয়ান গোর্খা জনশক্তি ফ্রন্ট (আইজিজেএফ)-এর আহ্বায়ক অজয় এডওয়ার্ডের সঙ্গে বৈঠক করেন তিনি। দু'দলের তরফেই মধ্যস্থতাকারীর কাছে দ্রুত পাহাড় সমস্যার স্থায়ী রাজনৈতিক সমাধানের দাবি জানানো হয়েছে। এরই সঙ্গে অজয় পাহাড়ের ১১টি জনজাতিকে উপজাতির মর্যাদা দেওয়ার দাবিও তুলেছেন। অজয় বলেন, 'প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বাধীন ডাবল ইঞ্জিন সরকার পাহাড় সমস্যার স্থায়ী সমাধান সহ অন্য দাবিগুলি দ্রুত মেটাবে বলে আশা করছি।'

দুর্ঘটনা

শিলিগুড়ি, ৮ জুন : দুধিয়াতে পুরোনো সেতুর পিলার ভাঙার সময় দুর্ঘটনার কবলে পড়ল একটি আর্থমুভার। তবে কেউ আহত হয়নি। সোমবার দুপুরে পুরোনো সেতুর পিলারটি আর্থমুভার দিয়ে ভাঙা হচ্ছিল। হঠাৎ পিলারটি আর্থমুভারের সামনের অংশের ওপর পড়ে যায়।

গোর্খাল্যান্ড স্লোগান শুনলেন অগ্নিমিত্রা

পাহাড়ে বেআইনি নির্মাণ নিয়ে বার্তা মন্ত্রীর

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ৮ জুন : রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন এবং নারী ও শিশুকল্যাণমন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পালের পাহাড় সফরে উঠল 'গোর্খাল্যান্ড'-এর দাবিতে স্লোগান। সোমবার মিরিকে যান মন্ত্রী। তাঁকে স্বাগত জানাতে মিরিক বাজারে গোর্খা জনমুক্তি মোর্চা এবং বিজেপির কর্মী-সমর্থকরা জড়ো হয়েছিলেন। মন্ত্রী পৌঁছাতেই 'উই ওয়ান্ট গোর্খাল্যান্ড' স্লোগান দিতে থাকেন মোর্চা সমর্থকরা। তাঁকে খাদা পরিয়ে স্বাগতও জানানো হয়।

মোর্চার এক নেত্রী বলেন, 'গোর্খাল্যান্ড আমাদের একমাত্র দাবি। আমরা দীর্ঘদিন ধরে বিজেপিকে এই দাবি পূরণের আশায় ভোট দিয়ে আসছি। এবার বিজেপি এই দাবি মেটাবে বলে আমরা আশাবাদী।'

দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্টের বক্তব্য, 'পাহাড়ের সামগ্রিক উন্নয়ন এবং এখানকার সমস্যার স্থায়ী রাজনৈতিক সমাধানের জন্য কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকার মিলিতভাবে কাজ করছে। কেন্দ্র নিযুক্ত মধ্যস্থতাকারী বর্তমানে পাহাড়ে রয়েছেন। তিনি বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে কথা বলছেন।'

এদিন বিস্টকে সঙ্গে নিয়ে সিঞ্চল লেক, অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র, বহুতল, পশুপতি এবং মিরিক লেক পরিদর্শন করেন মন্ত্রী। বেআইনি নির্মাণ নিয়ে কড়া বার্তাও দেন। মন্ত্রী বলেন, 'পাহাড়ে অবৈধ নির্মাণ বরদাস্ত করা হবে না। প্রত্যেকটি বেআইনি নির্মাণকারীকে নোটিশ দেওয়ার জন্য পুরসভাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।'

তিনদিনের সফরে রবিবার উত্তরবঙ্গে এসেছেন মন্ত্রী। প্রথম দিন উত্তরকন্যায় প্রশাসনিক বৈঠক শেষে তিনি দার্জিলিংয়ে পৌঁছান। সেখানে পাহাড়ের পুরসভাগুলিকে নিয়ে বৈঠক করেন। দার্জিলিংয়ে রাত্রিবাসের পর সোমবার সকালে ম্যালের চৌরাস্তায় কবি ভানুভক্তের মূর্তিতে শ্রদ্ধা জানিয়ে শহরের কয়েকটি এলাকায় বহুতল বাড়ির পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেন মন্ত্রী। পরে সিঞ্চল লেক পরিদর্শনে যান। সেখানে তিনি বলেন, 'আম্রুত-২ প্রকল্পের অধীনে এখানে বিরাট লেক তৈরি হচ্ছে। দুই মাসের মধ্যে এর কাজ সম্পূর্ণ হয়ে যাবে। এটা চালু হলে দার্জিলিং শহরের পানীয় জলের সমস্যা অনেকটা মিটবে।'

অন্যদিকে, মিরিক লেক ও সুইস কটেজ ঘুরে দেখার পর মন্ত্রী বলেন, 'পশ্চিমবঙ্গের পর্যটন মানচিত্রে মিরিক অন্যতম স্থান। এই পর্যটনস্থলকে কীভাবে আরও উন্নত করা যায়, এখানকার সৌন্দর্য বৃদ্ধি করা যায়, সেটাই দেখছি।' তিনি জানান, রাজ্যের পাঁচটি হিমালয় সংলগ্ন পার্বত্য শহরের উন্নয়ন করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। তার মধ্যে মিরিক শহরও রয়েছে। এখানেও দার্জিলিংয়ের মতোই আম্রুত-২ প্রকল্পে পানীয় জল সরবরাহ ব্যবস্থা তৈরি হচ্ছে। গত বছরের অক্টোবর মাসে প্রাকৃতিক দুর্যোগে মিরিকে বেশ কয়েকজনের মৃত্যু হয়েছিল এবং অনেক বাড়িঘর ধসে গিয়েছিল। এদিন সেই এলাকাগুলিও ঘুরে দেখেন মন্ত্রী। ক্ষতিগ্রস্তদের দ্রুত বাড়ি তৈরির জন্য প্রশাসনকে নির্দেশও দেন।

মিরিকে অগ্নিমিত্রাকে অভ্যর্থনা মোর্চা ও বিজেপি সমর্থকদের। সোমবার।

স্বেচ্ছাশ্রমে রাস্তা বানালেন গ্রামবাসী

চাকুলিয়া, ৮ জুন : বারবার প্রশাসনের দরজায় কড়া নেড়েও মেলেনি সুরাহা। তাই বর্ষার মুখে নিত্যদিনের নরকযন্ত্রণা ও চরম ভোগান্তি থেকে মুক্তি পেতে শেষপর্যন্ত নিজেরাই কোদাল-ঝুড়ি হাতে রাস্তা তৈরিতে নামলেন চাকুলিয়ার কোঠিটোলা এলাকার বাসিন্দারা।

এলাকার কয়েকশো পরিবারের যাতায়াতের প্রধান ভরসা ছিল মাঠের একটি সংকীর্ণ আলপথ। সামান্য বৃষ্টিতেই কাদাজলে অবরুদ্ধ হয়ে পড়ত সেই রাস্তা। তখন অনেকটা ঘুরপথে যাতায়াত করতে হত গ্রামবাসীদের। সোমবার স্থানীয় বাসিন্দারা একজোট হয়ে রাস্তা চওড়া করা ও সংস্কারের কাজে হাত লাগান।

স্থানীয়রা জানালেন, এই ৫০০ মিটার রাস্তার বেহাল দশার কারণে দীর্ঘদিন ধরে ভুগছিলেন স্কুল-কলেজের পড়ুয়া থেকে শুরু করে গর্ভবতী ও মুমূর্ষু রোগীরা। স্থানীয় বাসিন্দা রবীন্দ্রনাথ সরকার প্রশাসনের ওপর ক্ষোভ উগরে দিয়ে বলেন, '৫০০ মিটার রাস্তার জন্য এলাকার সাধারণের হয়রানির শেষ ছিল না। নেতাদের দরজায় দরজায় ঘুরতে গিয়ে আমরা ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। আলপথে যাঁদের জমি ছিল, তাঁরা রাস্তার জন্য সহযোগিতা করলেন। তাঁরাও রাস্তা চওড়ার কাজে হাত লাগালেন।'

জমির মালিক আরশাদ আলমের কথায়, 'গ্রামের এই রাস্তার জন্য অনেক আগে জমি দেওয়া হয়েছে। অথচ রাস্তাটি সংস্কারের কাজ হয়নি প্রশাসনের তরফে। তাই এদিন আমরাই রাস্তার কাজে হাত লাগিয়েছি।'

নিজ উদ্যোগে রাস্তা সংস্কার এলাকাবাসীর। সোমবার।

কিন্তু স্থানীয় বাসিন্দারা বারবার সমস্যার কথা জানালেও এতদিন রাস্তা বানানোর কাজ হয়নি কেন? এই প্রশ্নের জবাবে নানারকম অজুহাত দিয়েছে স্থানীয় পঞ্চায়েত ও ব্লক প্রশাসন। নিজামপুর-২ গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান পায়েল সিংহের বক্তব্য, 'সেই রাস্তাটির জমি নিয়ে বিবাদ ছিল। সেইজন্যই সমস্যা ছিল।' অন্যদিকে, চাকুলিয়া পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি আনোয়ার আলমের মন্তব্য, 'এর আগে রাস্তার জন্য জমির মালিকের সঙ্গে কয়েকবার আমরা আলোচনা করেছিলাম। শেষপর্যন্ত তিনি রাজি হয়েছিলেন। তবে তারপরে আর কাজ করা যায়নি। কারণ তখন মাঠে ফসল ছিল। সেই ফসল নষ্ট করে রাস্তা বানানো সম্ভব হয়নি।'

তবে স্থানীয় প্রশাসন যা-ই বলুক না কেন, গ্রামবাসীদের এই পদক্ষেপ স্থানীয় পঞ্চায়েত ও ব্লক প্রশাসনের ব্যর্থতাকেই আরও একবার চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল।

ইডি'তে শ্রেয়া

বেআইনি লেনদেনে ধৃত সোনা পাপ্পুর মামলায় প্রয়াত সাধন পান্ডের কন্যা শ্রেয়া পান্ডে সোমবার হাজিরা দিলেন ইডি দপ্তরে। মঙ্গলবার তাঁর হাজিরা দেওয়ার কথা ছিল। বিভিন্ন চ্যাটে নাম উঠে এসেছিল তাঁর।

শঙ্কা দীপ্সিতার

রাজনৈতিক সভার ভিডিও ও বক্তব্য বিকৃত করে সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে দেওয়ার অভিযোগে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হলেন সিপিএম নেত্রী দীপ্সিতা ধর। হামলার আশঙ্কা করছেন তিনি।

অতিরিক্ত ছুটি

উৎসবের মরশুমে টানা ৭ দিনের বেশি ডিউটি করা পুলিশ ও হোমগার্ড কর্মীদের জন্য ১০ দিনের অতিরিক্ত ছুটির ঘোষণা রাজ্য সরকারের। ২০২৫ সালের দুর্গাপুজোসহ অন্যান্য গেজেটেড ছুটিতে এই সুবিধা পাবেন তাঁরা।

মজুত শাড়ি

ফলাফল প্রকাশের পর বন্ধ হয়ে পড়ে থাকা বাঁকুড়ার ইন্দাসে তৃণমূলের ব্লক কার্যালয় খুলতেই চোখ কপালে উঠল স্থানীয়দের। বস্তা বস্তা শাড়ি উদ্ধার হয়েছে। কার্যালয়ের একটি অংশ থেকে মিলেছে নিরোধের প্যাকেটও।

মাঝরাতে যাদবপুরে বুলডোজার অভিযান

ধ্বংসাবশেষের মধ্যে এক অসহায় বৃদ্ধা। সোমবার। ছবি : রাজীব মণ্ডল

মাথা গুঁজব কোথায়...

সুমিত চক্রবর্তী

কলকাতা, ৮ জুন : চারপাশের ধ্বংসস্তূপের মাঝে কোনওরকমে অক্ষত রয়ে গিয়েছে 'জয় শ্রী রাম' লেখা একটি পতাকা। কিন্তু যে দোকানে সেটি লাগানো ছিল, তার আর কোনও অস্তিত্ব নেই। স্থানীয়রা জানালেন, ওটা একটা চায়ের দোকান ছিল। যাদবপুর স্টেশনের ২ নম্বর প্ল্যাটফর্মের পিছনে এরকম বহু ছোট ছোট দোকানই ছিল সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষদের আয়ের একমাত্র উৎস। রবিবার রাতের আকস্মিক বুলডোজার হানা নিমেষেই সব অতীত করে দিয়েছে। এখন স্টেশনের পিছনের বিস্তীর্ণ মাঠ জুড়ে শুধু বালি আর খোয়ার ঢিবি, যা সীমানা টেনে দিয়েছে একদিকে আস্ত বস্তি আর অন্যদিকে ধ্বংস হয়ে যাওয়া দোকানগুলির মধ্যে। গোটা মাঠটি এখন রেল প্রশাসনের ব্যারিকেডে বন্দি।

এই ধ্বংসলীলার মধ্যেই অক্ষত রয়ে গিয়েছে একটি বন্ধ চায়ের দোকান। তার পাশেই গ্রহরাজ মন্দিরের চাতালে মাথায় হাত দিয়ে বসে কাঁদছেন ৭০ বছরের জ্যোৎস্না হালদার। বিলাপ করতে করতে তিনি বললেন, 'সারাদিনে এক লিটার চা আর কয়েকটা বিস্কুট বিক্রি করে কোনওরকমে পেট চলে। এরা যদি এটুকুও কেড়ে নেয়, তবে মাথাটা গুজবো কোথায়?' স্থানীয়দের অভিযোগ, রেল কর্তৃপক্ষ প্রথমে তিন সপ্তাহের সময় দিলেও, আদতে কোনও সময় না দিয়েই এই তাণ্ডব চালানো হয়েছে। অপর এক দোকানদার অপর্ণা মন্ডল বলেন, 'গত চার-পাঁচ রাত আতঙ্কে চোখ এক করতে পারিনি। খাওয়া-দাওয়া মাথায় উঠেছে। এভাবে কি বাঁচা যায়?' জ্যোৎস্না দেবীর মেয়ে পিঙ্কি খামরুইয়ের ক্ষোভ, 'স্বামীর মৃত্যুর পর এই দোকানটাই ছিল বাঁচার একমাত্র সম্বল। কাল রাতে দোকান ভাঙা আটকাতে গেলে পুলিশ ছেলে-মেয়ে বাছবিচার না করে নির্বিচারে গায়ে হাত তুলেছে।' কালকের ঘটনায় ক্ষোভপ্রকাশ করেছে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা। সাংবাদিকতা বিভাগের ছাত্রী শ্রীরূপা হালদার বলেন, 'গরিবের পেটে লাঠি মেরে এভাবে উচ্ছেদ করা যায় না। তাঁদের বিকল্প পুনর্বাসন দেওয়া উচিত।'

স্টেশনের উপরের দোকানগুলিতে এখনও বুলডোজার চলেনি, তবে তারা বুঝে গিয়েছেন শেষরক্ষা আর হবে না। ৩৫ বছর ধরে স্টেশনে চানাচুর বিক্রি করা শ্যামল ময়রা এই স্টেশনের বহু বিবর্তন দেখেছেন। জেনারেটরের যুগ থেকে স্টেশনকে বৈদ্যুতিক হতে দেখেছেন। এবার তাঁদেরই পাততাড়ি গোটাতে হচ্ছে। এরপর কী করবেন? শ্যামলবাবুর কাছে কোনও উত্তর নেই, আছে শুধু এক বুক হতাশা।

হাইকোর্টে মামলা, আতঙ্ক এলাকায়

রিমি শীল

কলকাতা, ৮ জুন : ঘড়ির কাঁটায় তখন রাত ঠিক ১টা। ঘুমে আচ্ছন্ন শহর, ঠিক তখনই যাদবপুরের এক চেনা আতঙ্কে। শত আকুল আবেদন, প্রতিরোধ আর স্লোগানের আওয়াজকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে উচ্ছেদ অভিযানে নামল বুলডোজার। ফুটপাথে শুয়ে থাকা ৮০ বছরের বৃদ্ধ অনীল অধিকারীকে তাঁর মাদুর থেকেই একপ্রকার পাঁজাকোলা করে চ্যাংদোলা করে রাস্তার ওপারে সরিয়ে দিল পুলিশ। আর তার ঠিক পর মুহূর্তেই শুরু হল 'অপারেশন বুলডোজার'। চোখের সামনে তাসের ঘরের মতো গুঁড়িয়ে যেতে লাগল বছরের পর বছর ধরে আগলে রাখা রুটি-রুজির দোকানপাট।

যাদবপুর স্টেশন সংলগ্ন দোকানপাটে এই উচ্ছেদ অভিযানের প্রতিবাদে বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন বাম-কংগ্রেস নেতারা। কিন্তু শেষরক্ষা হল না। পুলিশ ও র‍্যাফ, সিআরপিএফ লাঠিচার্জে রক্তাক্ত হল রাজপথ। সুজন চক্রবর্তী, জয়রাজ ভট্টাচার্য, ঋতব্রত ঘোষসহ অনেকেই আহত হন। উচ্ছেদের প্রতিবাদ করায় গ্রেপ্তার হন এসএফআইয়ের সর্বভারতীয় সম্পাদক সৃজন ভট্টাচার্যসহ ৬ জন। সোমবার অবশ্য নিম্ন আদালত থেকে জামিন পেয়েছেন তাঁরা।

রবিবার সন্ধ্যা থেকেই সন্তোষপুর ওভারব্রিজ এবং পালবাজারের সমস্ত প্রবেশপথ লোহার ব্যারিকেড দিয়ে মুড়ে ফেলেছিল পুলিশ ও রেল কর্তৃপক্ষ। মাঝরাতে উচ্ছেদ-দানব নামতেই রাজপথে বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েন বাম ও কংগ্রেস নেতারা সহ সাধারণ মানুষ। সুজন চক্রবর্তী, সৃজন ভট্টাচার্য, ঋতব্রত ঘোষ এবং কংগ্রেসের আশুতোষ চট্টোপাধ্যায়রা পুলিশ প্রশাসনের কাছে ছুটে গিয়ে কলকাতা হাইকোর্টের স্থগিতাদেশের নির্দেশনামা দেখানোর চেষ্টা করেন। কিন্তু আইন বা আদালত কোনও কিছুর তোয়াক্কা করেনি প্রশাসন।

এরপর যা ঘটল, তা এককথায় বর্বরোচিত। মাঝরাতের রাজপথ নিমেষে রক্তাক্ত হয়ে উঠল পুলিশের বেধড়ক লাঠিচার্জে। বাছবিচার না করেই পুরুষ ও মহিলা বিক্ষোভকারীদের ওপর লাঠি চালাতে শুরু করে পুরুষ পুলিশকর্মীরা। লাঠির ঘায়ে মাথা ও হাত ফেটে রক্তাক্ত হন সৃজন চক্রবর্তী, জয়রাজ ভট্টাচার্যসহ একাধিক প্রবীণ নেতা। পুলিশের হাতে ঘাড়ধাক্কা খেতে খেতে গ্রেফতার হন এসএফআই-এর সর্বভারতীয় সম্পাদক সৃজন ভট্টাচার্যসহ ৬ জন। প্রিজন ভ্যানে ওঠার সময়ও সংবিধান উঁচিয়ে সৃজন চিৎকার করে বলে গেলেন, 'এই গুন্ডামির বিরুদ্ধে লড়াই চলবে।' সোমবার অবশ্য আলিপুর নিম্ন আদালত থেকে জামিন পেয়েছেন সৃজনরা। আদালতে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যান আইএসএফ বিধায়ক নৌশাদ সিদ্দিকী।

রবিবার রাতে বুলডোজার দিয়ে ভাঙা হচ্ছে ঘর। ছবি : রাজীব মণ্ডল

রবিবার রাতের সেই তাণ্ডবের পর সোমবার সকাল থেকেই ক্ষোভে ফুঁসছে গোটা যাদবপুর। গ্রেপ্তারির প্রতিবাদে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪ নম্বর গেটের সামনে সারারাত অবস্থান বিক্ষোভ চালায় ছাত্র-যুবরা। বিকেলে বামপন্থী দলগুলি ও এআইডিএসও-র বিশাল ধিক্কার মিছিলে অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে এলাকা। জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়েরছাত্র সংসদ এবং সিপিআইএমএল (লিবারেশন) এই ঘটনার নিন্দা করেছে। বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী ও সাংস্কৃতিক কর্মীরাও সরকারের এই 'বুলডোজাররাজ'-এর বিরুদ্ধে কড়া বিবৃতি দিয়েছেন। সিপিএমের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক মহম্মদ সেলিম স্পষ্ট হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছেন, 'গরিব মানুষের পেটে লাথি মারার এই চক্রান্তের বিরুদ্ধে সারা বাংলাজুড়ে আন্দোলন ছড়াবে।' কংগ্রেস নেতা আশুতোষ চট্টোপাধ্যায়ও ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে বলেন, 'এই সরকার পরিযায়ী ও প্রান্তিক মানুষের শত্রু।'

এদিকে, এই উচ্ছেদ-তাণ্ডবের জল এবার গড়িয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট পর্যন্ত। হকার ও স্থানীয় দোকানদারদের একাংশ বিচারপতি হিরণ্ময় ভট্টাচার্যের এজলাসে এই মাঝরাতের বেআইনি বুলডোজার অভিযানকে চ্যালেঞ্জ করে মামলা দায়ের করেছেন। মঙ্গলবারই এই মামলার জরুরি শুনানির সম্ভাবনা রয়েছে।

তবে আতঙ্ক এখনই কাটছে না। স্টেশন সংলগ্ন রেল কলোনির বস্তি, যেখানে প্রায় ৩০টি পরিবারের বাস, ঠিক তার গা ঘেঁষেই কাল চলেছে বুলডোজার। রেল আধিকারিকরা ইতিমধ্যেই বস্তিবাসীদের মৌখিকভাবে ১৫ দিনের মধ্যে ভিটে খালি করার ফতোয়া দিয়ে গিয়েছেন। মাথায় আকাশ ভেঙে পড়া এই মানুষদের চোখে এখন শুধুই অনিশ্চয়তা।

বিশ্বকাপের আগে নিজের বাড়িকে সাজিয়ে তুলছেন এক ফুটবল ভক্ত। বরানগরে। -দেবার্চন চট্টোপাধ্যায়।

এক ধাক্কায় বদলি ১৭৯ পুলিশ কর্তা

ফিরল সিবিআই-এর স্বাধীনতা

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ৮ জুন : রাজ্যের দুর্নীতি রুখতে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সিবিআই-কে লিখিতভাবে স্বাধীনভাবে কাজ করার অনুমতি দিল রাজ্য সরকার। এখন থেকে রাজ্যে যে কোনও তদন্ত সিবিআই সরাসরি শুরু করতে পারবে। শুধু রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের ক্ষেত্রে নবান্নের আগাম অনুমতি লাগবে। ২০১৮ সালে তৎকালীন তৃণমূল সরকার সিবিআই-এর এই অধিকার কেড়ে নিয়েছিল। সোমবার ১৭৯ জন আইপিএস ও ডাব্লিউবিপিএস অফিসারকে বদলি করা হয়েছে। বদলির তালিকায় জলপাইগুড়ি, হাওড়া গ্রামীণ, হুগলি গ্রামীণ, পূর্ব বর্ধমান, বারাসত, বাঁকুড়া, ডায়মন্ডহারবার, দক্ষিণ দিনাজপুর, বারুইপুর, কৃষ্ণনগর ও পুরুলিয়ার পুলিশ সুপাররা আছেন। ডায়মন্ডহারবারের এসপি ইশানি পালের জায়গায় চন্দ্রশেখর বর্ধন, হাওড়া গ্রামীণের সুবিমল পালের জায়গায় অমিত বর্মা এবং হুগলি গ্রামীণের সামিরাজকে পুরুলিয়ায় পাঠিয়ে সেখানে কুনয়ার হুসেন সিংকে আনা হয়েছে। সুবিমল পালকে কলকাতা পুলিশের ডিসি (ইএসবি) করা হয়েছে।

কলকাতা পুলিশের শীর্ষস্তরেও বড় রদবদল হয়েছে। দীর্ঘদিন ফাঁকা থাকা অতিরিক্ত কমিশনার (অপরাধ) পদে কুণাল আগরওয়ালকে আনা হয়েছে। যুগ্ম কমিশনার সোমা দাসমিত্রকে আইজি (নীতি) এবং আইপিএস মুরলিধর শর্মাকে আইজি (আইবি), কলকাতা পুলিশের যুগ্ম কমিশনার (ট্রাফিক) রুপেশ কুমারকে বদলি করা হয়েছে ডিআইজি (এসটিএফ) পদে। ভোটের আগে তাঁর সমালোচনা করেছিলেন শুভেন্দু অধিকারী।

সেইসঙ্গে উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতেও একগুচ্ছ গুরুত্বপূর্ণ বদলি ও পদোন্নতি করা হয়েছে। শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেটের সিপি পদে পদোন্নতিসহ বহাল রাখা হয়েছে আইপিএস সৈয়দ ওয়াকারকে। জলপাইগুড়ি রেঞ্জের ডিআইজি অঞ্জলি সিং বদলি হয়েছেন মালদা রেঞ্জের ডিআইজি পদে এবং কলকাতার ডিসি (ইস্ট) প্রশান্ত কুমার চৌধুরী জলপাইগুড়ি রেঞ্জের নতুন ডিআইজি হচ্ছেন। উত্তরবঙ্গের আইবি-র ডিআইজি পদের দায়িত্বভার সামলাবেন জলপাইগুড়ির পুলিশ সুপার অমরনাথকে। মালদা রেঞ্জের আইজিপি দীপ নারায়ণ গোস্বামীকে কলকাতার অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার হিসেবে বদলি করা হয়েছে।

- জলপাইগুড়ি রেঞ্জের ডিআইজি অঞ্জলি সিং বদলি হয়েছেন মালদা রেঞ্জের ডিআইজি পদে
- কলকাতার ডিসি (ইস্ট) প্রশান্ত কুমার চৌধুরী জলপাইগুড়ি রেঞ্জের ডিআইজি হচ্ছেন
- জলপাইগুড়ির নতুন এসপি হচ্ছেন সুজাতা কুমারী বীণাপাণি
- শিলিগুড়ি কমিশনারেটের ডিসিপি হচ্ছেন চারু শর্মা

এসপি ও ডিএসপি স্তরেও বদল হয়েছে। জলপাইগুড়ি জেলার নতুন এসপি হচ্ছেন সুজাতা কুমারী বীণাপাণি। আইপিএস আরিষ বিলালকে মালদার সিআইডি এসএস এবং বাঁকুড়ার এসপি সৌম্যদীপ ভট্টাচার্যকে মালদা এসটিএফ-এর এসপি করা হয়েছে। শিলিগুড়ি কমিশনারেটের ডিসিপি পদের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে চারু শর্মাকে। ডব্লিউবিপিএস কৌস্তুভদীপ্ত আচার্য দার্জিলিংয়ের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার এবং সৌতম বন্দ্যোপাধ্যায়কে জলপাইগুড়ির (ধূপগুড়ি হেডকোয়ার্টার) অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (গ্রামীণ) পদে আনা হয়েছে। অপরদিকে জলপাইগুড়ির (গ্রামীণ) এএসপি উত্তম ঘোষ এবং দার্জিলিংয়ের এএসপি ইন্দ্রনীল কাঞ্জিলাল দক্ষিণবঙ্গে বদলি হয়েছেন।

ইলেক্ট্রনিক্স হাবে নজর

কলকাতা, ৮ জুন: বাংলায় ক্ষমতার পালাবদল হতেই শিল্পে জোয়ার আনতে কোমর বেঁধে নেমেছে নতুন বিজেপি সরকার। রাজ্যের নতুন সরকার ইতিমধ্যেই কেন্দ্রের মডিফায়েড ইলেক্ট্রনিক্স ম্যানুফ্যাকচারিং ক্লাস্টার প্রকল্পকে কাজে লাগিয়ে রাজ্যে ইলেক্ট্রনিক্স শিল্পের সম্প্রসারণের নকশা তৈরি করেছে।

খবর, জমি অধিগ্রহণ করে নতুন করে শিল্পতালুক গড়া সময়সাপেক্ষ। তাই দ্রুত লগ্নি টানতে প্রথম দফার স্কিমে তৈরি হওয়া নৈহাটির ৭০ একর এবং ফলতার ৫৮ একরের ক্লাস্টার দুটিকেই ব্যবহার করতে চাইছে রাজ্য। কলকাতা থেকে মাত্র দু'ঘণ্টার দূরত্বে থাকা এই জায়গাগুলোতে পর্যাপ্ত জমিও রয়েছে। এই উদ্যোগ এমন একটা সময়, যখন কেন্দ্র নিজে থেকেই দেশি-বিদেশি নামিদামি টেক-কোম্পানিগুলোকে ডেটা সেন্টার, সেমিকন্ডাক্টর এবং আইটি প্রোজেক্টের জন্য বাংলায় লগ্নির দিশা দেখাচ্ছে।

কলকাতা পুরসভায় প্রশাসক নিয়োগ

কলকাতা, ৮ জুন : শেষমেষ ছোট লালবাড়িতেও ক্ষমতাচ্যুত তৃণমূল কংগ্রেস। রাজ্যে পালাবদলের পর থেকেই কলকাতা পুরসভাতেও শুরু হয় রাজনৈতিক টানাপোড়েন। আর সেই আবহেই সোমবার কলকাতা পুরসভার নিবাচিত বোর্ড ভেঙে দিল রাজ্যের বিজেপি সরকার। এরফলে পদচ্যুত হলেন পুরসভার চেয়ারম্যান ও মেয়র পারিষদের সব সদস্যরা। ইতিমধ্যে তাঁদের সমস্ত পদ ও অফিস খালি করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলেও জানা গিয়েছে পুরসভা সূত্রে। তার জায়গায় পুর কমিশনার স্মিতা পাণ্ডেকেই প্রশাসক হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছে। ফলে দীর্ঘদিনের তৃণমূল-নিয়ন্ত্রিত কলকাতা পুরসভা কার্যত চলে গেল প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণে।

শুক্রবার মেয়র পদ থেকে ফিরহাদ হাকিমের ইস্তফার পরেই কলকাতা পুরসভায় পুরবোর্ডের ভবিষ্যৎ নিয়েই প্রশ্ন উঠে যায়। তাঁর

উত্তরসূরি বেছে নিতে না পারায় সঙ্কট আরও ঘনীভূত হয়। ইস্তফার পরই রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন দপ্তর নোটিশ পাঠিয়ে জানতে চেয়েছিল, কেন পুরবোর্ড ভেঙে দেওয়া হবে না এবং সোমবারের মধ্যে নতুন মেয়রের নাম জানাতে বলা হয়েছিল। কিন্তু নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যেও কোনও নাম চূড়ান্ত না হওয়ায় কলকাতা পুরসভা আইন, ১৯৮০ সালের ১১৭ নম্বর ধারার ১(খ) উপধারা প্রয়োগ করে বোর্ড ভেঙে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। রাজ্যপালের নির্দেশেই পুরসভার সর্বোচ্চ ক্ষমতা তুলে দেওয়া দেওয়া হল কমিশনারের হাতে। নবান্নের অতিরিক্ত মুখ্যসচিবের সই করা নির্দেশনামায় স্পষ্ট করা হয়েছে, এই ক্ষমতা অন্তর্বর্তীকালীন প্রশাসনিক ব্যবস্থা। আগামী সর্বোচ্চ ছয়মাস এই কমিশনারের হাতে ক্ষমতা থাকবে। তার মধ্যেই নির্বাচনের মাধ্যমে নতুন পুরবোর্ড গঠন করতে হবে।

অরূপ কোথায়, খুঁজছে পুলিশ

কলকাতা, ৮ জুন : ক্রমশ বিপদ বাড়ছে প্রাক্তন ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসের। মেসি কাণ্ডে গ্রেপ্তারির আশঙ্কায় কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েও সুরাহা মেলেনি। তাঁর আবেদন দ্রুত শোনার আর্জি গ্রহণ করেনি বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যের একক বেঞ্চ। এরই মধ্যে সোমবার বিধাননগর দক্ষিণ থানায় হাজিরা এড়িয়েছেন প্রাক্তন মন্ত্রী। নির্ধারিত সময় পেরিয়ে যাওয়ার পরেও তদন্তকারীদের মুখোমুখি হননি তিনি। এই পরিস্থিতিতে অরূপ আদৌ বাড়িতে আছেন কি না, তা নিয়ে ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে। পুলিশ সূত্রে খবর, তাঁর মোবাইল ফোনে কোনও টাওয়ার লোকেশন পাওয়া যাচ্ছে না। ফলে বর্তমান ক্রীড়ামন্ত্রীর অবস্থান কোথায় তা জানা যায়নি। তবে তিনি যে বাড়িতে নেই, তা একপ্রকার নিশ্চিত তদন্তকারীরা। হাজিরা এড়িয়ে অরূপও ফেরার হলে যে কোনও মুহূর্তে তাঁর বিরুদ্ধে পুলিশের কড়া পদক্ষেপের সম্ভাবনা ক্রমশ বাড়ছে।

এদিন তোলাবাজি কাণ্ডে অরূপের ভাই স্বরূপ বিশ্বাসকে নিয়ে সাহাপুর কলোনিতে তাঁদের ফ্ল্যাটে চার ঘণ্টা তল্লাশি চালিয়েছে নিউআলিপুর থানার পুলিশ। তখনই ফ্ল্যাটের ভিতরে একটি গুপ্ত ঘরের সন্ধান মিলেছে। এদিন বেলা ১২টা নাগাদ স্বরূপকে নিয়ে ওই ফ্ল্যাটে যান পুলিশ আধিকারিকরা। তখনই ওই ঘরের হদিস পেয়ে তদন্তকারীদের ধারণা, কোনও জিনিস গুপ্ত রাখার উদ্দেশ্যে ওই ঘর তৈরি করা হয়েছিল। ফ্ল্যাটের চার তলায় একটি গোপন দরজা তালাবন্ধ অবস্থায় পান তদন্তকারীরা। তাতে আবার ডিজিটাল লক দেওয়া ছিল। সেই লক খুলতে না পারায় দুজন চাবিওয়ালাকেও ডেকে আনা হয়। তারপর দরজা খোলা হয়। যদিও ওই ঘরে কী রয়েছে তা এখনও জানা যায়নি। স্বরূপের পরিবারের লোকজনকেও জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে। ফ্ল্যাটের ভিতরও তল্লাশি চালানো হয়। কোনওরকম অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে ফ্ল্যাট ঘিরে ছিল কেন্দ্রীয় বাহিনী।

নোটিশ নিয়ে ফের অভিষেকের বাড়িতে সিআইডি

কলকাতা, ৮ জুন : সই জাল কাণ্ডে আরও অস্বস্তিতে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এমঙ্গলবারই হাজিরা দিতেই হবে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদককে। এই মর্মে নোটিশ নিয়ে তৃতীয়বারের জন্য অভিষেকের কালীঘাটের বাড়িতে গেলেন সিআইডি আধিকারিকরা। সোমবারই ভবানীভবনে তলব করা হয়েছিল অভিষেককে। সূত্রের খবর, সিআইডিকে একটি চিঠি দিয়ে তৃণমূল সাংসদ জানিয়েছেন, এই মামলার সঙ্গে জড়িত একটি বিষয় হাইকোর্টে বিচারাধীন। চলতি সপ্তাহেই রয়েছে সেই মামলার শুনানি। পাশাপাশি সিআইডিকে জানান তিনি দিল্লিতে রয়েছেন। তাই তাঁকে যেন হাজিরার জন্য আরও কিছুটা সময় দেওয়া হয়। কিন্তু অভিষেকের আবেদনে সাড়া দিল না সিআইডি। সোমবারই বিকালে তিন সদস্যের সিআইডির একটি দল হাজির হয় অভিষেকের কালীঘাটের বাড়িতে। সেখানে গিয়ে আবার নোটিশ দিয়েছে বলে জানা গিয়েছে। সেখানে পরিষ্কার করে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে কেন তদন্তে অসহযোগিতা করছেন অভিষেক? তারপরেই আগামীকাল পুনরায় তাঁকে ভবানীভবনে তলব করা হয়েছে।

বিধায়কদের সই জালিয়াতিতে নাম জড়িয়েছে অভিষেকের। দলীয় দুই বিদ্রোহী বিধায়ক ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় ও সন্দীপন সাহার করা অভিযোগের ভিত্তিতে এফআইআর দায়ের করে বিধানসভার সচিবালয়। সেই এফআইআরের সূত্র ধরে ঘটনার তদন্তে নেমেছে সিআইডি। ইতিমধ্যে তৃণমূলের একাধিক বিধায়ককে জেরা করা হয়েছে। গত ১ জুন তদন্তের স্বার্থে তলব করা হয়েছিল ডায়ামন্ড হারবারের সাংসদকে। ৩০ মে অভিষেকের কালীঘাটের বাড়িতে গিয়ে তাঁর হাতেই নোটিশ দিয়ে এসেছিলেন তদন্তকারীরা। কিন্তু সেদিনই সোনারপুরে আক্রান্ত হওয়ায় শারীরিক অসুস্থতার কারণ দেখিয়ে সেই হাজিরা এড়িয়েছিলেন অভিষেক। সিআইডির কাছে পনেরো দিনের সময় চেয়েছিলেন তিনি। কিন্তু তদন্তকারীরা তাঁকে মাত্র সাতদিন সময় দেয়। সোমবার অর্থাৎ ৮ জুন ডায়মন্ড হারবারের তৃণমূল সাংসদকে ফের তলব করা হয়। পয়লা জুন সন্ধায় অভিষেকের বাড়ি গিয়ে সেই নোটিশ দিয়ে আসেন তদন্তকারীরা। কিন্তু ইন্ডিয়া ব্লকের সভায় যোগ দিতে শনিবারই দিল্লিতে চলে গিয়েছেন তৃণমূল সাংসদ।

মঙ্গলে হাজিরার নির্দেশ

চ্যালেঞ্জ অধ্যক্ষের সিদ্ধান্তকে

কলকাতা, ৮ জুন : তৃণমূলের পরিষদীয় দলে ভাঙন ঘটিয়ে বিরোধী দলনেতা মনোনীত হয়েছেন ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়। ঋতব্রতকে বিরোধী দলনেতা করার সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ জানাল তৃণমূল কংগ্রেস। দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মনোনীত তৃণমূলের পরিষদীয় নেতা শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়ের তরফে মামলা দায়ের করা হয়েছে। সোমবার আইনজীবী শীর্ষণ্য বন্দ্যোপাধ্যায় এই মামলার দ্রুত শুনানির আর্জি জানিয়েছেন। ১১ জুন মামলাটির শুনানি হওয়ার সম্ভাবনা। যদিও এই প্রসঙ্গে কোনও মন্তব্য করতে চাননি শোভনদেব। তাঁর বক্তব্য, এই বিষয়ে দলের মুখপাত্র প্রয়োজনে কিছু বলবেন।

বিধানসভা নির্বাচনে ভরাডুবির এক মাসের মাথায় আনুষ্ঠানিকভাবে ভাঙন ধরে তৃণমূলে। বহিষ্কৃত তৃণমূল নেতা ঋতব্রত ও বিদ্রোহীদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সমর্থনে বিধানসভায় পরিষদীয় দল ভাঙে তৃণমূলের। বিরোধী দলনেতা নির্বাচনের প্রক্রিয়ায় সাংবিধানিক বৈধতা লঙ্ঘন হয়েছে বলে অভিযোগ মমতাপন্থী বিধায়কদের। এদিন আইনজীবী বলেন, অধ্যক্ষের সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে। ১৮ জুন বিধানসভার অধিবেশন শুরু হবে। তার আগে দ্রুত মামলাটির শুনানি করা হোক। বিচারপতি কৃষ্ণ রাও মামলা দায়ের করে অন্য পক্ষকে নোটিশ দিতে বলেছেন। ৫৮ জন তৃণমূল বিধায়কের সমর্থনের চিঠি নিয়ে বিধানসভায় অধ্যক্ষের কাছে গিয়েছিলেন ঋতব্রতরা। তাঁদের যুক্তিতে সন্তুষ্ট হয়ে নতুন বিরোধী দলনেতা করা হয় ঋতব্রতকে। বিরোধী দলনেতা হিসেবে বালিগঞ্জের বিধায়ক শোভনদেবের স্বীকৃতির প্রস্তাবের চিঠিকে কেন্দ্র করেই বিতর্কের সূত্রপাত হয়। সই জালের কথা উল্লেখ করে ঋতব্রত ও সন্দীপনের নাম জানান মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।

মদ-দুর্নীতিতে নাম জড়াল তৃণমূলের

কলকাতা, ৮ জুন : দিল্লির পর এবার খোদ বাংলার বুকেও 'মদ-কেলেঙ্কারি'। ২০১৭ সালে রাজ্যের আবগারি নীতিকে একতরফাভাবে বদলে দিয়ে হাজার হাজার কোটি টাকার কাটমানি খাওয়ার এক ভয়ংকর ছক সামনে এসেছে।

আর এই দুর্নীতির নেপথ্যে অভিযোগের আঙুল উঠেছে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দিকে।

আবগারি দপ্তরের এক গোপনীয় রিপোর্ট (যা বর্তমানে মুখ্যসচিব মনোজ কুমার আগরওয়াল এবং মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর টেবিলে পৌঁছেছে) থেকে জানা গিয়েছে, ২০১৭ সালে ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট বেভারেজেস কর্পোরেশন লিমিটেড তৈরি করে মদ বিতরণের পুরো একচেটিয়া অধিকার রাজ্যের হাতে নেওয়া হয়। এর আগে ৫৫ জন প্রাইভেট ডিস্ট্রিবিউটর বা ট্রেড স্বাধীনভাবে ব্যবসা করত। কিন্তু নতুন নীতিতে এক ডিস্ট্রিবিউটর সিস্টেমে মদের বোতল প্রস্তুতকারকদের থেকে জোর করে তোলাবাজি করত। প্রতি ক্রেট মদে ৪ টাকা গোডাউন ভাড়া এবং ৩ টাকা ট্রান্সপোর্ট চার্জ হিসেবে নেওয়া হত। রিপোর্টের দাবি, এই বিপুল অঙ্কের তোলা সোজা পৌঁছে যেত অভিষেকের ক্যামাক স্ট্রিটের অফিসে। আর এই গোটা অপারেশনটি চালনা করতেন তৎকালীন আবগারি কমিশনার উমা শঙ্কর এস।

বিজেপির আইটি সেলের প্রধান এবং রাজ্যের কো-ইনচার্জ অমিত মালব্য বলেন, 'যাঁরা বাংলাকে লুট করেছেন, তাঁদের জবাব দিতেই হবে। অভিষেকের নেতৃত্বে এবং মমতার নজরদারিতে এই সিন্ডিকেটরাজ চলত। আইন তার নিজস্ব পথে চলবে।'

> যাঁরা বাংলাকে লুট করেছেন, তাঁদের জবাব দিতেই হবে। অভিষেকের নেতৃত্বে এবং মমতার নজর-দারিতে এই সিন্ডিকে-টরাজ চলত। আইন তার নিজস্ব পথে চলবে।
>
> -অমিত মালব্য

সূত্রের খবর, ডিস্ট্রিবিউটর এই তোলা দিতে অস্বীকার করলে, তাদের হুমকি দিয়ে ব্যবসা বন্ধ করে দেওয়া হত। আইএফবি অ্যাগ্রো ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড আবগারি কমিশনারকে চিঠি লিখে তোলাবাজি বন্ধের আর্জি জানালে বাধ্য হয়ে জাহাঙ্গির খানকে দিয়ে তাদের প্ল্যান্ট জোর করে বন্ধও করে রাখা হয়। দেশি মদের ক্ষেত্রেও বোতল প্রতি ৩ টাকা করে কাটমানি নেওয়া হত।

গৌতম ঘোষ, শান্তনু আচার্য, সঞ্চয়ন গঙ্গোপাধ্যায়ের সহ পাঁচজন শীর্ষ আধিকারিক এই পলিসি ড্রাফট করেছিলেন। তাঁরা এখন মুখে কুলুপ এঁটেছেন। তবে বর্তমানে মদ প্রস্তুতকারক ও ডিস্ট্রিবিউটররা জোট বেঁধে তাঁদের লুটের টাকা ফেরত পেতে বড়সড় আন্দোলনের রাস্তায় নামার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন।

■ ৪৭ বর্ষ ■ ২২ সংখ্যা, মঙ্গলবার, ২৫ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩৩

দখল বনাম উচ্ছেদ

জবরদখল অন্যায়। সরকারি জমি গ্রাস বেআইনি। এতে কোনও সন্দেহ নেই। অবৈধ সবকিছুই আইনবিরুদ্ধ। সমস্তরকম অনিয়মের বিরুদ্ধে সরকারি পদক্ষেপ তাই স্বাভাবিক। ভারতের নানা প্রান্তে দখলদারি একটি বিরাট সমস্যা। রেলের জমিতে বসতি, স্টেশনে দোকান, পূর্ত দপ্তরের জায়গায় নির্মাণ, বাজার বা বনের জন্য নির্ধারিত জমিতে বসবাস, নদীর চরে আবাদ বা ঘরবাড়ি চারদিকে দেখা যায়। এগুলো সবই জবরদখলের পর্যায়ে পড়ে।

তবে নিয়ম ভেঙে এত নানারকম তৎপরতা অনেক মানুষের পেটে ভাত জোগায়। কেউ দোকান তৈরি, কেউ চাষাবাদ করে সংসার প্রতিপালন করেন। ওই বেআইনি জবরদখলের সঙ্গে অনেক পরিবারের সকলের জীবনের নিশ্চয়তা জড়িত। অনেকের ক্ষেত্রে জীবিকার এই সংস্থান বহু বছরের পুরোনো। হয়তো এরকম অবৈধ দখলের ভিত্তিতে যে জীবিকার ব্যবস্থা হয়েছে, তার ওপর নির্ভর করে শুধু দু'বেলা দু'মুঠোর জোগাড় হয় না, ছেলেমেয়ের পড়াশোনা, চিকিৎসার খরচ ওঠে।

সম্প্রতি বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে বেআইনি দখল উচ্ছেদের অভিযান শুরু হয়েছে। বিশেষ করে রেলস্টেশনগুলিকে কেন্দ্র করে যে বসতি ও বাণিজ্যিক ব্যবস্থা, তার ওপর আঘাত আসছে। এই উচ্ছেদে আমদানি করা হয়েছে উত্তরপ্রদেশীয় বুলডোজার সংস্কৃতি। বিশালাকার ওই যন্ত্রদানবের আঘাতে দখল উচ্ছেদ হচ্ছে ঠিকই। পাশাপাশি ভেঙে গুঁড়িয়ে যাচ্ছে অনেকের জীবিকার বা বসবাসের শেষ আশ্রয়টুকু। সব হারিয়ে কপর্দকশূন্য একদল মানুষ রাস্তায় দাঁড়াচ্ছে। যাদের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত।

এমন প্রেক্ষাপটে বড় প্রশ্ন হয়ে দাঁড়াচ্ছে, এরকম ভবিতব্য ঠেকাতে সরকার হাত গুটিয়ে থাকবে? বেআইনি দখলকে প্রশ্রয় দেবে? একের পর এক সরকারি জমি দখল হয়ে যাচ্ছে দেখেও চুপ করে বসে থাকবে? বাংলায় প্রথম বিজেপি সরকারের বুলডোজার প্রিয় অভিযানের প্রতি এসব প্রশ্নে অনেকে দু'হাত তুলে সমর্থন করছেন। যাঁরা বিরোধিতা করছেন, উচ্ছেদ অভিযানে বাধা দিচ্ছেন, তাঁদের দেশদ্রোহী তকমা দেওয়া হচ্ছে।

সদ্য যাদবপুর স্টেশন ও সংলগ্ন এলাকায় বুলডোজার আটকানোয় কিছু বামপন্থী ও সাধারণ মানুষের ওপর নির্বিচারে পুলিশি পদক্ষেপ নিয়ে সমালোচনার ঝড় উঠেছে। এর আগে হাওড়া, শিয়ালদা, উত্তরপাড়া, নিউ কোচবিহার স্টেশন এলাকায় একইরকম অভিযান চলেছে। কিন্তু প্রসঙ্গটি যেহেতু জবরদখল কেন্দ্রিক, সেজন্য উচ্ছেদের বিরুদ্ধে তেমন জনমত সংগঠিত হয়নি। সদ্য একটি সরকার রাজ্যে ক্ষমতাসীন হওয়ায় সেভাবে প্রতিবাদে নামতে দোলাচল আছে মানুষের মধ্যে।

চোখের সামনে বছরের পর বছর ধরে এমন এই জবরদখলকে প্রশাসন, রেল দপ্তর কিংবা পুলিশ কেন বরদাস্ত করল- এই প্রশ্নটাও কিন্তু স্বাভাবিক। হঠাৎ করে এত বিস্তীর্ণ জমি বেহাত হয়ে যায়নি। ধীরে ধীরে দখল হয়েছে। অথচ হয় সরকারি কর্তৃপক্ষ চোখ বুজে ছিল, কিংবা প্রশাসন, পুলিশ বা রেল দপ্তরের কেউ কেউ মাসোহারার বিনিময়ে এই বেআইনি দখলকে একরকম বৈধতা দিয়ে এসেছে। জবরদখল উচ্ছেদ হলেও তাঁদের বিরুদ্ধে কিন্তু কোথাও কোনও পদক্ষেপ হচ্ছে না।

যে দেশে বেকারত্ব আকাশছোঁয়া, কর্মসংস্থানের যথাযথ ব্যবস্থা নেই, সরকারি-বেসরকারি চাকরির তেমন বন্দোবস্ত নেই, সেখানে যে কোনও মূল্যে মানুষের জীবিকার পথ তৈরি করে নেওয়া স্বাভাবিক ঘটনা। পরিত্যক্ত কিংবা ফাঁকা সরকারি জায়গা এভাবে দেশের লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবিকার উপায় হয়ে উঠেছে। খোদ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির স্টেশনে চা বিক্রির কাহিনী এপ্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতেই পারে।

উচ্ছেদের বিষয়টি আইনানুগ নিশ্চয়ই। কিন্তু গোটা বিষয়টি মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখা জরুরি। রাজ্যের প্রথম বিজেপি সরকারের অভিযানে কিন্তু সেই দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিফলিত হচ্ছে না। নিশ্চয়ই আর যাতে সরকারি সম্পত্তি বেদখল না হয়, তা নিশ্চিত করা সরকারের দায়িত্ব। কারও পেটে লাথি মারা হলে তা হবে মানবতা বিরোধী। মুখে অন্ন তুলে দিতে না পারলে শুধু আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা হবে জনস্বার্থ বিরোধী।

অমৃতধারা

এই পৃথিবীর কোনও কিছুই অকারণ নয়। সব কিছুরই কোনও-না-কোনও কারণ রয়েছে। সত্যি কথাটা হ'ল তোমার এই যে মানুষের শরীরে আসা এরও একটা কারণ তথা উদ্দেশ্য আছে। তুমি হয়তো তা না জানতে পার কিন্তু পরমপুরুষ জানেন।

অপূর্ণতা থেকে পূর্ণতার দিকে এগিয়ে চলাই জীবন। যখন জড়বস্তু চেতনা পেল তখন এক স্তরের প্রগতি হল। আরও প্রগতি হ'তে থাকল যখন এককোষী জীব বহুকোষী, অসমজীবী সত্তায় (Metazoic) পরিণত হ'ল। অর্থাৎ জৈব-সংরচনা জটিল থেকে জটিলতর হতে থাকল। কাঁকড়ার মধ্যে যে অপূর্ণতা তা সাপের মধ্যে নেই। মানুষ সর্বাধিক বিকশিত জীব, তারা পূর্ণাঙ্গ দেহ-সংরচনার অধিকারী। কিন্তু এটা মানব প্রগতির প্রথম ধাপ মাত্র। মানুষকে দৈহিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে আরও অধিক পূর্ণতা অর্জন করতে হ'বে।

-শ্রীশ্রীআনন্দমূর্ত্তি

বোদাগঞ্জের মহাপীঠ ও ক্ষমতার রাজনীতি

লালবাবার সাধনা থেকে ব্যক্তিস্বার্থের রাজনীতির সাক্ষী বোদাগঞ্জের ভ্রামরী দেবীর মন্দির।

দেবপ্রসাদ রায়

আটের দশকের শুরুতে দলীয় কাজের তাগিদে মাঝেমধ্যেই জলপাইগুড়ির বোদাগঞ্জের দিকে যেতে হত। তখন গ্রামের মানুষ আমাকে একটি অদ্ভুত গাছের মাহাত্ম্য নিয়ে নানা গল্প শোনাত। কৌতূহলবশে একদিন দেখতে গেলাম। বট আর অশ্বত্থ— নীচে দুটি আলাদা গাছ হলেও, ওপরে গিয়ে সম্পূর্ণ এক হয়ে গিয়েছে। গাছ দুটির গায়ে লাল কাপড় জড়ানো। যুক্তি আর বিশ্বাসের দোলাচলের মাঝেই একটা ব্যতিক্রমী ব্যাপার যে আছে, তা মানতেই হল। নাহলে দুটি আলাদা গাছ ওপরে গিয়ে একাত্ম হবে কেন! নিজের অজান্তেই স্থানটির প্রতি একটা গভীর আকর্ষণ বোধ করতে শুরু করলাম। তাই যে কোনও ছুতোয় বোদাগঞ্জ যাওয়ার সুযোগ হলেই জোড়াগাছে মাথা ঠেকিয়ে আসতাম।

১৯৭১ সালে দলীয় প্রয়োজনে কলকাতা মূল কর্মস্থল হয়ে ওঠায় জলপাইগুড়িতে যাতায়াত অনিয়মিত হতে শুরু করে। দীর্ঘ প্রায় ৩৫ বছর পর আমি আবার জলপাইগুড়ির নিয়মিত বাসিন্দা হলাম। মাঝে মাঝে 'ও পাড়ার প্রাঙ্গণের ধারে'র মতো জলপাইগুড়ি এলে বোদাগঞ্জ যাওয়ার সুযোগ হত। একবার গিয়ে দেখলাম, গাছের নীচে একটি চালাঘর তৈরি হয়েছে এবং রক্তবস্ত্র পরিহিত একজন সাধক সেখানে মায়ের মৃন্ময়ী মূর্তি প্রতিষ্ঠা করে পুজো-আচ্ছা নিয়ে আছেন। উনি কে, কোথা থেকে এলেন জানতে চাইলে বারোপাটিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান নবীন (স্বদলীয় বলে নাম ধরেই ডাকতাম) জানাল, উনি আদতে বেলাকোবার বাসিন্দা। কিডনির সমস্যায় রোগগ্রস্ত হয়ে ব্যয়বহুল চিকিৎসার সামর্থ্য না থাকায় এখানে এসে মায়ের কাছে আশ্রয় নিয়েছেন। ওঁর নাম জানতে চাইলে নবীন জানাল, কেউ ওঁর নাম জানতে চায়নি; তবে সবসময় লাল কাপড় পরে থাকেন বলে সবাই ওঁকে 'লালবাবা' বলে ডাকে। তিনি কোনও চিকিৎসা ছাড়াই সুস্থ-সবল আছেন।

সময়টা ২০০৪ বা ২০০৫ সাল। আমি তখন কয়েকটা ভোটে হেরে অতিশয় ভাগ্যে বিশ্বাসী হয়ে পড়েছি। মনে হল, লালবাবার যদি ভ্রামরী মায়ের কৃপায় রোগমুক্তি হতে পারে, তাহলে আমার এই রাহুর দশাও হয়তো কাটতে পারে। ইতিমধ্যে বেলাকোবার এক সম্পন্ন ব্যবসায়ীর বদান্যতায় মায়ের চালাঘরটি মন্দিরে রূপান্তরিত হয়েছে এবং ধীরে ধীরে ভক্তসমাগমও বাড়ছে। লালবাবার সঙ্গে আমার সখ্য গড়ে ওঠায় মন্দিরে ছোটখাটো সমস্যা হলে বা সাহায্যের প্রয়োজন পড়লে আমাকে ফোনে খবর দিতেন এবং আমিও উদ্যোগী হতাম। কারণ, ইতিমধ্যে স্থানীয় মানুষের মুখে মায়ের মহিমা নিয়ে আরও একটি কাহিনী শোনা হয়ে গিয়েছিল। মন্দিরটি বোদাগঞ্জ বনাঞ্চলের ভেতরে। একদিন রাতে নাকি হাতি এসে জানলা ভেঙে শুঁড় ঢুকিয়ে মায়ের মুকুট জড়িয়ে ধরেও টেনে না নিয়ে ছেড়ে গিয়েছে। ভক্তদের মধ্যে এমন বিশ্বাস প্রচলিত ছিল যে, এটি মায়ের দৈব মহিমা। ২০১৩ সালের কেদারনাথের প্রলয়ংকরী বন্যায় প্রাসাদোপম বাড়ি খড়কুটোর মতো ভেসে যেতে দেখেছি, অথচ শিবমূর্তিটি অনড়ই রয়ে গিয়েছিল, সামান্য স্থানচ্যুত হয়নি। এই ধরনের ঘটনা ভক্তহৃদয়ের গভীর বিশ্বাসের অঙ্গ। তাই ভ্রামরী মায়ের মন্দিরে হাতির হানার ঘটনাকে লালবাবার মতো ভক্তদের কাছে অস্বাভাবিক মনে হওয়ার কারণ ঘটেনি।

পুণ্যস্থল।। বোদাগঞ্জে ভ্রামরী দেবীর মন্দির। ছবি : সৌরভ দেব

তবে ঘটনার পর বাবা খুব বিচলিত ছিলেন। কোনওভাবে বিদ্যুতের ব্যবস্থা না করলে এই জঙ্গলাকীর্ণ জায়গায় মন্দিরের সুরক্ষা নিয়ে আতঙ্ক থেকেই যাবে।

এমনই একটা সময়ে রাজ্যে বিধানসভা ভোট এবং জলপাইগুড়িতে আমি প্রার্থী। তাঁকে বললাম, 'বাবা, ভ্রামরী মাকে বলুন আমি যেন জয়ী হই। তারপর বিদ্যুৎ আনার বিষয়টা আমিই দেখব।' ত্রিমুখী লড়াইয়ে আমি জীবনে প্রথম জয়ের মুখ দেখলাম।

জলপাইগুড়ির বোদাগঞ্জের অরণ্যে জোড়াগাছের অলৌকিক টান ও লালবাবার নিঃস্বার্থ সাধনায় গড়ে উঠেছিল ভ্রামরী দেবীর পবিত্র পীঠস্থান। সময়ের নিয়মে সেই দেবোত্তর সম্পত্তি রাজনৈতিক ক্ষমতার দম্ভে এবং ব্যক্তিস্বার্থের উপার্জনে কলুষিত হয়ে পড়ে। ভক্তি ও ক্ষমতার এই দ্বন্দ্বে শেষপর্যন্ত দেবীর মহিমাই যেন শেষকথা বলল। পুণ্যস্থলগুলি যেন কোনওভাবেই রাজনীতিবিদদের ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ করার হাতিয়ার না হয়ে ওঠে তা নিশ্চিত করার দায়িত্ব আমাদেরই।

লালবাবার প্রতি আস্থা আরও বৃদ্ধি পেল। কিন্তু মন্দিরে বিদ্যুৎ আনার বিষয়টি ঝুলেই রইল। কারণ আরজিজিভিওয়াইতে (রাজীব গান্ধি গ্রামীণ বিদ্যুৎকরণ যোজনা) কেন্দ্রের গ্রামীণ বৈদ্যুতিকরণ প্রকল্পে জলপাইগুড়ি সহ রাজ্যের ছ'টি জেলা কোনও এক অজ্ঞাত কারণে তখন তালিকাবহির্ভূত হয়ে রয়েছে। তবে মা চাইলে কে আটকাবে! প্রতি বছর ছটের সময় বিলি করার জন্য আমার প্রতিবেশী সুনীল শা চল্লিশ মন আটা দিত। একদিন সুনীলকে বললাম, 'তুইও তো বোদাগঞ্জ মন্দিরে যাস, ওখানে লাইট আনার ব্যবস্থা করে দে না।' সুনীল জানাল, ও পঞ্চাশ হাজার টাকা খরচ করে মন্দির পর্যন্ত বিদ্যুৎ নেওয়ার ব্যবস্থা করেছে।

সমস্যা এল অন্য জায়গা থেকে। হঠাৎ একদিন লালবাবার ফোনে আর্তনাদ, 'বন দপ্তরের সিপাইরা আমাকে কোমরে দড়ি বেঁধে ধরে নিয়ে যাচ্ছে!' এত দিন পর হঠাৎ বন দপ্তরের মনে হয়েছে মন্দিরটি বন দপ্তরের জমি দখল করে তৈরি করা হয়েছে, অতএব পূজারিকে নিয়ে চলো। আমি বনমন্ত্রী অনন্ত রায়কে ফোন করলাম। বয়সের কারণে আমি অনেক মন্ত্রীকেই নাম ধরে ডাকতাম এবং দলাদলির ঊর্ধ্বে ব্যক্তিগত স্তরে সবার সঙ্গেই সম্পর্ক ভালো ছিল। অনন্তকে বললাম, 'তোমার লোকদের বলো, যাঁকে বেঁধে নিয়ে যাচ্ছে তাঁকে যেন এক্ষুনি ছেড়ে দেয়, না হলে ওদের তেরাত্তির পোহাবে না, মায়ের কোপে চরম বিপদে পড়বে!' বামপন্থী অনন্ত মায়ের নামেই হোক বা সখ্যর কারণেই হোক, লালবাবাকে ছাড়ার নির্দেশ পাঠানোতে বাবা মুক্ত হলেন। তারপর আর পেছনে তাকাতে হয়নি, মন্দিরের কলেবর ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়েছে।

কিন্তু বাবার একটা দুশ্চিন্তা ছিল। আমি পরবর্তীতে একটু কম যাওয়ার সুযোগ পেতাম। কিন্তু গেলে বাবা এককোণে ডেকে বলতেন, 'আমি আর সবদিকে নজর রাখতে পারছি না।' মন্দিরের প্রণামি ব্যবস্থাপনা নিয়ে অনিয়মের আশঙ্কা রয়েছে বলে বাবা উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলেন। আমি বন উন্নয়ন কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান উদয়ন গুহকে চিঠি লিখে জানালাম, বন দপ্তরের জমির ওপর মন্দির, ফরেস্ট ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন এই মন্দিরের পরিচালন ব্যবস্থা হাতে তুলে নিক। এই বিভাগটি যদি রাজ্যজুড়ে পর্যটন উন্নয়নে বড় ভূমিকা রাখতে পারে, তাহলে মন্দিরটিকেও পিলগ্রিমেজ ট্যুরিজমের আওতায় নিয়ে এসে রাশটা হাতে তুলে নিতে অসুবিধা কোথায়! জম্মুর বৈষ্ণো দেবী মন্দির পরিচালন ব্যবস্থা শ্রী মাতা বৈষ্ণো দেবী শ্রাইন বোর্ডের হাতে। সেনাবাহিনী সেখানে নিরাপত্তা দিলেও মন্দির পরিচালনা বা পুরোহিতের কাজ তারা করে না। তিরুপতি, শবরীমালা সর্বত্রই পরিচালন ব্যবস্থা রাজ্য সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন। তাহলে ভ্রামরী মায়ের মন্দিরের দায়িত্ব বন দপ্তর নিজের হাতে নিতে সমস্যা কোথায়! উদয়নের চিঠিটি পড়ার বা হস্তক্ষেপ করার সাহস ছিল বলে মনে হয় না। কারণ যিনি ইদানীং দখল নিয়ে মন্দিরটির পরিচয় বদলে দিচ্ছিলেন, তাঁকে ঘাঁটানোর মতো রাজনৈতিক অবস্থান দলের ভেতর উদয়ন গুহর অবশ্যই ছিল না।

দিল্লিতে মন্দির মার্গে বাঙালিদের কালীবাড়ির পাশে আরেকটি মন্দির আছে। বিগ্রহ রাধাকৃষ্ণের হলেও, পরিচয় তার 'বিড়লা মন্দির' হিসাবে। ভ্রামরী মায়ের মন্দিরের পরিচয়ও ধীরে ধীরে বদলে গিয়ে এক নেতার প্রভাবে 'কৃষ্ণের মন্দির' হয়ে উঠছিল। বর্তমানে পলাতক ওই তৃণমূল কংগ্রেস নেতা এই মন্দিরটিকে নিজের ব্যক্তিগত উপার্জনের কাজে লাগিয়েছিলেন, যা সংবাদ প্রতিবেদনে বিস্তারিতভাবে প্রকাশিত। কিন্তু মা যে তা মঞ্জুর করেননি, তা ভোটের ফলাফলই বলে দিয়েছে। যে দম্ভের ওপর দাঁড়িয়ে ওই নেতা এই দেবোত্তর সম্পত্তি গ্রাস করে নিজের আয়ের উৎস বানাতে চেয়েছিলেন, আজ তিনি নিজেই এলাকাছাড়া ও পলাতক।

লালবাবাকে ২০২৩ সালে যখন দেখেছিলাম তখন তাঁর খুবই সঙ্গিন অবস্থা। এক সহকারী কোলে নিয়ে তরল কিছু খাওয়ানোর চেষ্টা করছে। আমাকে দেখে কিছু বলতে পারলেন না, কেবল দু'চোখ বেয়ে জল গড়াচ্ছিল। মাঝে নিজে রোগাক্রান্ত হওয়াতে বছর দুয়েক জলপাইগুড়ি যেতে পারিনি। ২০২৬-এর ফেব্রুয়ারিতে যখন আবার গিয়েছি, বাবা যদিও পুরোপুরি সুস্থ নন, কিন্তু চেয়ারে বসে ভক্তদের আশীর্বাদ করছেন। চিকিৎসা কিছু হয়েছে বলে তো মনে হল না। বহু বছর আগে নবীনের শোনানো গল্পটা মনে পড়ে গেল।

(লেখক প্রবীণ রাজনীতিবিদ)

আজ

১৯০০

আজকের দিনে জীবনাবসান হয় মুন্ডা বিদ্রোহের নেতা বিরসা মুন্ডার।

২০১১

চিত্রশিল্পী মকবুল ফিদা হুসেন প্রয়াত হন আজকের দিনে।

আলোচিত

যাঁদের উচ্ছেদ করলে, দু'দিন আগে তো তাঁদের ভোটেই জিতে এসেছো। এই লোকগুলোর ভোট পাবে বলে দোকানে ঢুকে দাড়ি কামিয়ে দিচ্ছিলে। হাত থেকে খুন্তি কেড়ে নিয়ে রান্না করে দিচ্ছিলে। উন্নয়ন হবে ভালো কথা। কিন্তু উন্নয়ন কার? যে লোকটা দিনে ৪০০ টাকা আয় করেন, তাঁর নয়?

- সৃজন ভট্টাচার্য

ভাইরাল/১

প্রবীণ দম্পতি অজান্তেই জেলা কালেক্টরের মুখোমুখি হন। তাঁরা আধিকারিককে নিজেদের পেনশন সংক্রান্ত সমস্যার কথা জানান। জানতেন না সামনে দাঁড়িয়ে জেলার শীর্ষ আধিকারিক। সমস্যা শুনে, কালেক্টর ওই দিনই পেনশন চালু করার প্রতিশ্রুতি দেন।

ভাইরাল/২

ছেলের টুকলি ধরা পড়ায়, কলেজে চড়াও হয়ে কর্মীদের মারধর করেন এক পুলিশ সাব-ইনস্পেক্টর। দেরাদুনের পিথুওয়ালা এলাকার পলিটেকনিক কলেজে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের পরীক্ষা চলাকালীন এক ছাত্রকে নকল করতে দেখেন পরিদর্শকরা। তার পরেই এই ঘটনা।

জনমন জনমত

পরিবেশ কর্মসূচি চলুক বছরভর

আন্তর্জাতিক পরিবেশ দিবসের দিন প্রতীকী অর্থে বেশকিছু গাছ লাগানোর ছবি পাওয়া গেল। নেতা-মন্ত্রী সহ আধিকারিকরাও এতে যুক্ত ছিলেন। তবে সারাবছর ধরে পরিবেশ বাঁচানোর কর্মসূচি নিলে ভালো হয়। শুধুমাত্র একদিন বা দু'দিন এই কর্মসূচি নিলে হবে না। স্কুল ও কলেজের পাঠ্যসূচিতে বেশ কয়েক বছর ধরে পরিবেশকে একটা বিষয় হিসাবে গুরুত্ব দেওয়ার চেষ্টা চালানো হয়েছে অতীতেও। একজন শিক্ষক হিসাবে দেখেছি, যেসব স্কুলের সবুজায়ন বেশি সেইসব স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের মানসিক স্বাস্থ্য ভালো থাকে। অন্যদিকে সামগ্রিকভাবে পরিবেশ সুন্দর রাখার দায়িত্ব আমাদের সকলকেই নিতে হবে। বস্তুবাদের পৃথিবী বড্ড আত্মকেন্দ্রিক ও স্বার্থের দিকে ঝুঁকে যাচ্ছে। সেইসব দিক থেকে মানসিক পরিবেশ কীভাবে ভালো রাখা যায় তার আগাম ব্যবস্থাও নেওয়া উচিত বলে মনে করি। শিক্ষকদেরও সেই স্বাধীনতা দেওয়া উচিত যাতে তারা আগামী প্রজন্মের জন্য এক স্বাস্থ্যকর পরিবেশ উপহার দিতে পারেন। আমাদের লোভ এবং লালসার শিকার হচ্ছে পরিবেশ। তাই আমাদের অঙ্গীকার হওয়া উচিত, প্রকৃতি সুন্দর রাখার জন্য আমরা সারাবছর ধরেই দায়িত্ব নেব। একইভাবে আমরা মানসিকভাবে পরিবেশকেও কীভাবে আরও উত্তরণের জায়গায় নিয়ে যাব সে বিষয়েও সচেষ্ট হব। তাতেই দেশ ও দশের মঙ্গল হবে বলে মনে করি।

ডঃ বিনয় লাহা
রায়গঞ্জ, উত্তর দিনাজপুর।

উন্নত চিকিৎসা পরিষেবা চাই

হলদিবাড়িতে একটি সুপারস্পেশালিটি হাসপাতাল ভবন তৈরি হয়েছে ঠিকই, কিন্তু দীর্ঘ সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পরেও সেখানে নামমাত্র পরিষেবা ছাড়া আর কিছুই পাওয়া যাচ্ছে না। বর্তমানে এই ভবনে শুধুমাত্র পুরোনো গ্রামীণ হাসপাতালের সাধারণ চিকিৎসাটুকু চলছে, যেখানে পর্যাপ্ত বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ও আধুনিক সরঞ্জামের অভাব প্রকট। প্রাথমিক চিকিৎসার বাইরে এখানে কোনও উন্নত চিকিৎসা পরিষেবা নেই বললেই চলে। হলদিবাড়ি ব্লকের মানুষ ছাড়াও জলপাইগুড়ি জেলার সাতকুড়া, মানিকগঞ্জ, মালকানি ও বোনাপাড়া সহ বিস্তীর্ণ এলাকার বহু মানুষ এই হাসপাতালের ওপর নির্ভরশীল। কিন্তু সঠিক পরিষেবার অভাবে গুরুতর রোগীদের উন্নত চিকিৎসার জন্য বাধ্য হয়ে জলপাইগুড়ি কিংবা শিলিগুড়ির মতো দূরবর্তী স্থানে যেতে হয়। এতে একদিকে যেমন সাধারণ মানুষের পকেটের ওপর চাপ পড়ছে, অন্যদিকে সময়মতো চিকিৎসার অভাবে অনেক ক্ষেত্রে রোগীর অবস্থা আশঙ্কাজনক হয়ে পড়ছে। নতুন সরকারের কাছে আমার অনুরোধ, অবিলম্বে হলদিবাড়ি সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে প্রয়োজনীয় বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক নিয়োগ এবং প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সরঞ্জাম সরবরাহ করে পূর্ণাঙ্গ পরিষেবা চালু করার উদ্যোগ নেওয়া হোক। সীমান্তবর্তী এই এলাকার মানুষের জীবন ও স্বাস্থ্যের কথা বিবেচনা করে সরকার বিষয়টি বিবেচনা করবে বলে আশা রাখি।

মীর হাসান আলি সরকার
হলদিবাড়ি, কোচবিহার।

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : ৮৩৭৩০৯৭৯৯১, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

কর্পোরেট ঋণখেলাপি ও জন আস্থার সংকট

বড় কর্পোরেট ঋণ মকুব ও সাধারণ আমানতকারীদের আর্থিক নিরাপত্তার প্রশ্নে কিছু জরুরি বিশ্লেষণ।

শেখর সাহা

একটি গণতান্ত্রিক দেশের অর্থনীতি কেবল জিডিপির শুষ্ক পরিসংখ্যান বা শেয়ার বাজারের সূচক নয়; তা কোটি কোটি মানুষের সঞ্চয় ও ভবিষ্যতের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। কিন্তু বারবার বড় বড় আর্থিক কেলেঙ্কারি এবং হাজার হাজার কোটি টাকার ঋণখেলাপির বোঝা শেষপর্যন্ত সাধারণ জনগণের কাঁধেই এসে পড়ে। নয়ের দশকের হর্ষদ মেহতা কাণ্ড থেকে শুরু করে পরবর্তী সময়ের সত্যম জালিয়াতি, হালের রাজেশ এক্সপোর্টসকে ঘিরে বিতর্ক, বিভিন্ন বৃহৎ কর্পোরেট কর্তাদের ঋণখেলাপি হয়ে দেশত্যাগ কিংবা রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকিং ব্যবস্থাকে ফাঁকি দেওয়ার সাম্প্রতিক ঘটনাপ্রবাহ— সবই এক গভীর কাঠামোগত সংকটের মুখোমুখি দাঁড় করায়। অর্থনীতির আসল শক্তি কোনও কর্পোরেট সাম্রাজ্য নয়, তা হল ব্যবস্থার প্রতি মানুষের অবিচল আস্থা।

একজন কৃষক, শ্রমিক, শিক্ষক বা মধ্যবিত্ত কর্মচারী যখন ব্যাংকে অর্থ জমান, তখন তিনি নিজের বিশ্বাসও সেই ব্যবস্থার হাতে তুলে দেন। গত এক দশকে দেশের মানুষকে দ্রুততম বিকাশমান অর্থনীতির যে বৃহৎ স্বপ্ন দেখানো হয়েছে, তা নিঃসন্দেহে ইতিবাচক। কিন্তু এই আশাবাদের সমান্তরালে বাস্তবতার হিসাব মেলানোও জরুরি। সরকারি অর্থনৈতিক পরিসংখ্যান অনুযায়ী, দেশের মোট অভ্যন্তরীণ ঋণ ও দায়বদ্ধতার পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। উন্নয়নের স্বার্থে ঋণ গ্রহণ স্বাভাবিক প্রক্রিয়া হলেও, সেই ঋণের বিনিময়ে প্রকৃতপক্ষে কতটা স্থায়ী কর্মসংস্থান, উৎপাদনশীল সম্পদ এবং সামাজিক সুরক্ষা তৈরি হল, আজ সেটাই মূল বিবেচ্য।

এই মুহূর্তে সবচেয়ে বড় চিন্তার জায়গা হল কর্পোরেট ঋণ পুনরুদ্ধারের দুর্বল চিত্রটি। গত কয়েক বছরে দেউলিয়া আইন ও ঋণ পুনর্গঠন প্রক্রিয়ার আওতায় বহু বড় শিল্পগোষ্ঠীর ঋণ মামলায় ব্যাংকগুলি মূল বকেয়ার তুলনায় অত্যন্ত সামান্য অর্থ উদ্ধার করতে পেরেছে। ব্যাংকিং পরিভাষায় যাকে 'হেয়ারকাট' বা লোকসান হিসেবে দেখানো হচ্ছে, তা নিয়ে অর্থনীতিবিদ এবং নাগরিক সমাজের মধ্যে গভীর উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। সাধারণ মানুষের কাছে অঙ্কটা খুব সহজ— ব্যাংকের ঋণের সিংহভাগই আসে আমানতকারীদের টাকা থেকে। তাহলে বড় কর্পোরেটদের হাজার কোটি টাকার ঋণ যখন বিপুল ছাড়ে নিষ্পত্তি হয়, তখন সেই বিপুল ঘাটতির চূড়ান্ত ভার বহন করে কে?

-এআই

অন্যদিকে, একজন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী বা প্রান্তিক কৃষকের ঋণের ক্ষেত্রে ব্যাংক ব্যবস্থার কঠোরতা যেখানে স্পষ্ট, সেখানে বড় ঋণখেলাপিদের ক্ষেত্রে নমনীয়তার বৈষম্যটি সাধারণ মানুষকে ভাবিয়ে তোলে। ডলারের তুলনায় টাকার ক্রমাগত অবমূল্যায়ন কিংবা বাজারচলতি মূল্যবৃদ্ধিকে কেবল সংখ্যা দিয়ে বিচার করা যায় না; এটি আসলে একটি মধ্যবিত্ত পরিবারের মাসের শেষের তীব্র মানসিক উদ্বেগ। রিজার্ভ ব্যাংকের উদ্বৃত্ত বা বেসরকারিকরণ থেকে সংগৃহীত রাজস্বের কতটা অংশ শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি ও ক্ষুদ্র শিল্পের বিকাশে প্রকৃত অর্থে ব্যয় হচ্ছে, দেশের করদাতাদের সেই স্বচ্ছ হিসাব পাওয়ার অধিকার রয়েছে।

উন্নয়নের প্রকৃত মূল্যায়ন জমকালো প্রচারের আলোয় হয় না, তা প্রতিফলিত হয় সাধারণ মানুষের জীবনমানের গুণগত উন্নতিতে। গণতন্ত্রে নীতিনির্ধারণ নিয়ে যৌক্তিক প্রশ্ন তোলা কোনও বিরোধিতা নয়, বরং সচেতন নাগরিকের মৌলিক দায়িত্ব। কারণ শাসনক্ষমতার অলিন্দে রাজনৈতিক নেতৃত্ব বা স্লোগান বদলাতেই পারে, কিন্তু ভুল অর্থনৈতিক সিদ্ধান্তের দীর্ঘমেয়াদি মাশুল শেষপর্যন্ত দেশের সাধারণ মানুষকে নীরবে দিতে হয়। তাই পুঁজিপতিদের স্বার্থরক্ষার চেয়ে জনকল্যাণ ও আর্থিক স্বচ্ছতাকে অগ্রাধিকার দিয়েই অর্থনীতির বুনিয়াদ শক্ত করা প্রয়োজন।

(লেখক অক্ষরকর্মী। শিলিগুড়ির বাসিন্দা।)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে।
ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান।
মেল—ubsedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৪৪৬৬

পাশাপাশি : ১। পাখি অথবা ঋষিও হতে পারেন ৩। সন্তানের জন্মদান ৫। আঘাতের জবাবে প্রত্যাঘাত ৬। যে রাজার প্রাসাদে পাণ্ডবেরা অজ্ঞাতবাসে ছিলেন ৭। শাসন কর্তা অথবা বিচারপতি ৯। জনসাধারণের পক্ষে কল্যাণকর ১২। খুবই মোটা দড়ি ১৩। চৈত্র অথবা জৈষ্ঠ্য মাস।

উপর-নীচ : ১। বোঝাই নৌকা ডুবে যাওয়া ২। সংলগ্ন বা আনুষাঙ্গিক বিষয় ৩। জ্ঞান, বোধ বা বিশ্বাস ৪। বসবাসের বা থাকার জায়গা ৫। জলাশয়ে এবং সেতারে থাকে, অপরাধও হতে পারে ৭। প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পরাজয় অথবা অলংকার ৮। দুই অমাবস্যাযুক্ত বাংলা মাস ৯। অনির্দিষ্ট কোনও একজন ব্যক্তি ১০। একই দেহে স্ত্রী ও পুরুষ লক্ষণ যুক্ত মানুষ ১১। এক পা এগুনো বা পদক্ষেপ।

সমাধান ■ ৪৪৬৫

পাশাপাশি : ১। অচেনা ৪। ইমাম ৫। মিগ ৭। হালুয়া ৮। মাস্টারদা ৯। সরঞ্জাম ১১। পালুই ১৩। কদু ১৪। নহর ১৫। দশন।

উপর-নীচ : ১। অনীহা ২। নাইয়া ৩। দমদমা ৬। গলদা ৯। সস্ত্রীক ১০। মসনদ ১১। পারদ ১২। ইন্ধন।

বিন্দুবিসর্গ

কংগ্রেসের নেতৃত্ব মানতেও আপত্তি নেই তৃণমূল নেত্রীর

পদ্মবিরোধী লড়াইয়ে ‘ইন্ডিয়া’

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ৮ জুন : দিল্লির কনস্টিটিউশন ক্লাবে সোনিয়া গান্ধির ঠিক পাশের আসনটি বরাদ্দ হয়েছিল তাঁর জন্য। তবে সোমবার ইন্ডিয়া জোটের হাইপ্রোফাইল বৈঠকে আগাগোড়া বেশ উদ্বিগ্নই দেখিয়েছে তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। ঘটনাচক্রে বিরোধী জোটের বৈঠক থেকে মাত্র এক কিলোমিটার দূরে তখন তৃণমূলের ২০ জন লোকসভা সাংসদ কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ভূপেন্দ্র যাদবের বাসভবনে গিয়ে দলে ভাঙনের সলতে পাকাচ্ছেন। রাজনৈতিক জীবনের এই চরম সংকটে ইন্ডিয়াকেই আঁকড়ে ধরলেন বাংলার সদ্য প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী। সূত্রের খবর, সর্বভারতীয় স্তরে কংগ্রেসের নেতৃত্ব মানতে যে তাঁর বিন্দুমাত্র আপত্তি নেই তা নিয়েও ধোঁয়াশা রাখেননি মমতা। যদিও মাসখানেক আগে ছবিটা পুরোপুরি অন্যরকম ছিল। তখন বিরোধী জোটের নেতা হিসাবে রাহুল গান্ধির গ্রহণযোগ্যতাকে প্রশ্নবিদ্ধ করতে কোনও খামতি রাখেনি তৃণমূল।

এদিন অবশ্য বিরোধী জোটের বৈঠকে মধ্যমণি ছিলেন সেই রাহুলই। তাঁর নেতৃত্বেই কার্যত সিলমোহর দিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, ওমর আবদুল্লা, তেজস্বী যাদব, অখিলেশ যাদবরা। বৈঠকে ১৫ মিনিটের বক্তব্যে আগাগোড়া অবিজেপি আঞ্চলিক দলগুলির একাংশের ভূমিকাকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছেন রাহুল। তাঁর সাফ কথা, ইন্ডিয়ার একাধিক শরিকদল কংগ্রেসকে দুর্বল করতে গিয়ে আদতে বিজেপিকে অক্সিজেন জুগিয়েছে। এখন সেইসব দলকে এর খেসারত দিতে হচ্ছে। কোনও দলের নাম না করলেও রাহুলের ইঙ্গিত যে তৃণমূল কংগ্রেস ও আপের দিকে ছিল তা নিয়ে রাজনৈতিক মহলে ধোঁয়াশা নেই।

আপ, ডিএমকে যোগ না দিলেও ইন্ডিয়া জোটের বৈঠকে হাজির ২৫টি বিরোধী দলের নেতারা একবাক্যে জানিয়ে দেন বিজেপির বিরুদ্ধে তাঁদের লড়াই জারি থাকছে। তাৎপর্যপূর্ণভাবে বৈঠকের পরে হওয়া সাংবাদিক সম্মেলনে কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গের পাশেই বসেছিলেন মমতা। তবে সম্মেলনে মূল বক্তা ছিলেন রাহুল গান্ধি। লোকসভার বিরোধী দলনেতা জানান, ইন্ডিয়ার বৈঠকে পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ঐকমত্য গড়ে উঠেছে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত হল ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধন নিয়ে

- কংগ্রেসকে দুর্বল করার খেসারত দিচ্ছে আঞ্চলিক দলগুলি, নাম না করে বার্তা রাহুলের
- এসআইআরের নামে কারচুপির অভিযোগে প্রধান বিচারপতির দ্বারস্থ হচ্ছে ইন্ডিয়া
- প্রশ্ন ফাঁস ও নিয়োগ দুর্নীতিতে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর ইস্তফা দাবি
- প্রতি দু’মাস অন্তর বিরোধী জোটের বৈঠকের সিদ্ধান্ত

দেশের প্রধান বিচারপতির কাছে যৌথভাবে চিঠি পাঠানো। বিরোধী শিবিরের অভিযোগ, ভোটার তালিকা সংশোধনের নামে বহু প্রকৃত ভোটারকে ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত করার চেষ্টা চলছে। সেই কারণেই বিষয়টিকে শুধুমাত্র রাজনৈতিক ইস্যু নয়, গণতন্ত্র রক্ষার প্রশ্ন হিসেবে তুলে ধরতে চাইছে জোট।

একইসঙ্গে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগের দাবিতে সরব হওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে এদিনের বৈঠকে। সাম্প্রতিক বছরগুলিতে একের পর এক প্রশ্নফাঁস, নিয়োগ সংক্রান্ত অনিয়ম এবং পরীক্ষাব্যবস্থার বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে বিতর্ককে হাতিয়ার করে যুব সমাজের মধ্যে সরকারের বিরুদ্ধে অসন্তোষকে আরও সংগঠিত করার চেষ্টা করবে বিরোধীরা বলেও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

খাড়গে ঘোষণা করেন, ইন্ডিয়া জোট আর শুধু নির্বাচনের আগে সক্রিয় হবে না। এখন থেকে প্রতি দুই মাস অন্তর নিয়মিত বৈঠক হবে। আগামী বৈঠক অগাস্ট মাসে হায়দরাবাদে অনুষ্ঠিত হবে। সংসদের অধিবেশন চলাকালীনও জোটের শরিকদের মধ্যে সমন্বয় জোরদার করা হবে।

বৈঠকের সূচনা বক্তব্যেই মোদি সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানান খাড়গে। তাঁর অভিযোগ, সংবিধানের ওপর আক্রমণ এখনও অব্যাহত রয়েছে এবং কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাগুলিকে রাজনৈতিক বিরোধীদের কণ্ঠরোধের অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে। খাড়গে বলেন, ‘ডিলিমিটেশন বা লোকসভা কেন্দ্র পুনর্বিন্যাসের প্রশ্নে বিরোধীদের ঐক্যবদ্ধ অবস্থান নিতে হবে।’

এদিন দেশের অর্থনীতি নিয়েও সরব হয় বিরোধী জোট। খাড়গের বক্তব্যে উঠে আসে বাড়তে থাকা বেকারত্ব, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে সংকট, মূল্যবৃদ্ধি এবং একচেটিয়া কর্পোরেট আধিপত্যের প্রশ্ন। তাঁর অভিযোগ, দেশের অর্থনৈতিক নীতির ফলে সাধারণ মানুষ ক্রমশ চাপে পড়ছেন, অথচ কিছু নিবাচিত শিল্পগোষ্ঠী বিপুল সুবিধা পাচ্ছে। একই সঙ্গে দলিত, আদিবাসী এবং প্রান্তিক সম্প্রদায়ের ওপর অত্যাচার বৃদ্ধি এবং দেশের বিদেশনীতি নিয়েও কেন্দ্রকে নিশানা করেন তিনি। জানা গিয়েছে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আরও দু-দিন থাকবেন দিল্লিতে। এর মধ্যে তিনি বৈঠক করবেন সোনিয়া গান্ধি, অখিলেশ যাদব সহ বিভিন্ন দলের আরও কয়েকজন নেতার সঙ্গে।

বহুদিন পর দেখা... ইন্ডিয়া বৈঠকের মঞ্চে সোনিয়া গান্ধিকে আলিঙ্গন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। নয়াদিল্লি।

জননিরাপত্তায় অগ্রাধিকার

নয়াদিল্লি, ৮ জুন : পশ্চিম এশিয়ার যুদ্ধের জেরে ফের মাথাচাড়া দিয়েছে বিশ্বব্যাপী জ্বালানি সংকট। তবে দেশবাসীকে আশ্বস্ত করেছেন পেট্রোলিয়াম মন্ত্রী হরদীপ সিং পুরী। সোমবার তিনি বলেন, ‘জনগণকে সুরক্ষা দেওয়াই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির অগ্রাধিকার।’ পুরী জানান, হরমুজ প্রণালী অবরুদ্ধ থাকায় ভারত প্রাথমিকভাবে কিছুটা সমস্যায় পড়লেও ৪১টি দেশ থেকে জ্বালানি আমদানি করে ও আন্তর্জাতিক স্তরে অংশীদারিত্ব গড়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রেখেছে। এদিকে চলতি সংকটের আবহে দেশে রান্নার গ্যাসের দাম বেড়েছে। রবিবার ১৪.২ কেজির এলপিজি সিলিন্ডারের দাম ২৯ টাকা বৃদ্ধি পাওয়ায় কলকাতায় এর নতুন দাম দাঁড়িয়েছে ৯৬৮ টাকা। এর আগে গত ৭ মার্চও সিলিন্ডার প্রতি দাম ৬০ টাকা বৃদ্ধি পেয়েছিল।

কিমের দেশে শি জিনপিং

পিয়ং ইয়ং, ৮ জুন : সাত বছর পর দু-দিনের সফরে উত্তর কোরিয়ায় পৌঁছেছেন চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং। ২০২৬ সালে এটি জিনপিংয়ের প্রথম বিদেশ সফর। পিয়ং ইয়ংয়ের সুনান আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে সস্ত্রীক জিনপিংকে লাল কার্পেটে অভ্যর্থনা ও ২১টি তোপধ্বনির মাধ্যমে স্বাগত জানান উত্তর কোরিয়ার প্রেসিডেন্ট কিম জং উন।

দুই দেশের বন্ধুত্বের ৬৫তম বার্ষিকী উপলক্ষ্যে আয়োজিত এই সফরটিকে তাৎপর্যপূর্ণ মনে করছে আন্তর্জাতিক মহল। সম্প্রতি রাশিয়ার সঙ্গে উত্তর কোরিয়ার ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পাওয়ায়, পিয়ং ইয়ংয়ের ওপর বেজিংয়ের একচ্ছত্র প্রভাব বজায় রাখতেই শি-র এই সফর বলে মনে করা হচ্ছে। কিমের সঙ্গে বৈঠকে আঞ্চলিক স্থিতিশীলতা, এআই-চালিত ক্ষেপণাস্ত্র ও পরমাণু কর্মসূচি নিয়ে আলোচনার পাশাপাশি উত্তর কোরিয়াকে বড়সড়ো অর্থনৈতিক ও খাদ্য সহায়তার প্যাকেজ দিতে পারে চিন।

অদৃশ্য হাত দেখছে কেন্দ্র

নয়াদিল্লি, ৮ জুন : দেশজুড়ে চলা একাধিক পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁস কেলেঙ্কারি নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় ঝড় তুলেছে ককরোচ জনতা পার্টি। কিন্তু শনিবার যন্তরমন্তরে তাদের হাইপ্রোফাইল বিক্ষোভকে কার্যত বিদেশি মদতপুষ্ট ষড়যন্ত্র বলে উড়িয়ে দিল বিজেপি-আরএসএস। গেরুয়া শিবিরের তরফে স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, এই বিক্ষোভের জেরে কোনওভাবেই পদত্যাগ করছেন না কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান।

বিজেপির সাধারণ সম্পাদক তরুণ চুঘের কথায়, ‘কিছু বিদেশি শক্তি ভারতে অশান্তি ছড়াতে চাইছে। এখানকার কিছু বিরোধী দল সেই ভারত-বিরোধী চক্রান্তের শরিক হয়েছে। এরা জেন-জি-র মনে বিভ্রান্তি ছড়ানোর চেষ্টা করছে।’ বিজেপি নেতারা বারবার মনে করিয়ে দিয়েছেন, সিজেপি-র প্রতিষ্ঠাতা অভিজিৎ দীপকে নিজেই আমেরিকায় থাকেন। শুধু বিক্ষোভে অংশ নিতেই তিনি শনিবার ভারতে এসেছেন। ঝাড়খণ্ড সফরে গিয়ে বিজেপি সভাপতি নীতিন নবীনও কড়া ভাষায় জানিয়েছেন, ‘বিদেশে বসে থাকা কেউ ভারতের যুবসমাজকে নির্দেশ দিতে পারে না।’

ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র আছড়ে পড়েছে ইজরায়েলি এলাকায়। সামনেই ছবি তুলছেন এক স্থানীয় বাসিন্দা।

ইরানে ক্ষেপণাস্ত্র বৃষ্টি নেতানিয়াহুর

তেহরান ও ওয়াশিংটন, ৮ জুন : বারুদের গন্ধে আবার ভারী হয়ে উঠছে পশ্চিম এশিয়ার বাতাস। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের নিষেধাজ্ঞা, হুঁশিয়ারি আর অনুরোধ উপেক্ষা করেই ইরানের দক্ষিণ-পশ্চিমে একটি পেট্রোকেমিক্যাল কারখানায় ভয়াবহ হামলা চালিয়েছে ইজরায়েল। একইসঙ্গে তেহরানের আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ধ্বংস করতে সেখানকার একাধিক সামরিক ঘাঁটিতেও আঘাত হেনেছে ইহুদি বায়ুসেনা। মধ্যপ্রাচ্যে উত্তেজনার জেরে আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম একধাক্কায় প্রায় ৫ শতাংশ বেড়ে ব্যারেল প্রতি ৯৭ ডলার ছাড়িয়ে গিয়েছে।

ইরানের সঙ্গে আমেরিকার দীর্ঘমেয়াদি শান্তিচুক্তির আলোচনা যখন চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছে, ঠিক তখনই এই অতর্কিত হামলার ঘটনা ঘটল। রবিবার নিউ জার্সির বেডমিনস্টার গল্ফ ক্লাব থেকে ইজরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুকে ফোন করে প্রায় আধঘণ্টা কথা বলেন ট্রাম্প। মার্কিন সংবাদমাধ্যমের দাবি, ট্রাম্প কঠোরভাবে নেতানিয়াহুকে নতুন করে হামলা চালাতে নিষেধ করেছেন। ট্রাম্পের সাফ কথা, ইরানের সঙ্গে চুক্তির বিষয়ে তিনিই শেষ কথা, সব সিদ্ধান্ত তিনিই নেবেন। নেতানিয়াহুর কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়ার এক্তিয়ার নেই। হোয়াইট হাউসের সিদ্ধান্ত মেনে নেওয়া ছাড়া ইজরায়েলের কাছে কোনও বিকল্প পথ নেই বলেও মন্তব্য করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। ট্রাম্প আরও যোগ করেন, আগামী সোম থেকে বুধবারের মধ্যে ইরানের সঙ্গে একটি চূড়ান্ত চুক্তি সই হওয়ার

- ইরানের মহশাহর পেট্রোকেমিক্যাল কারখানায় ইজরায়েলের হামলা
- বিশ্ববাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম একধাক্কায় ৫ শতাংশ চড়েছে
- ইজরায়েলি হামলার জবাবে অপারেশন নাসর শুরু ইরানি সেনার
- ৭,৫০০ ভারতীয়কে ইরান ছাড়ার নির্দেশ

কথা ছিল, কিন্তু ইজরায়েলের এই পদক্ষেপ পরিস্থিতি জটিল হল।

মার্কিন প্রেসিডেন্টের বারণ সত্ত্বেও সোমবার ভোরের আলো ফোটার আগে ইজরায়েলি সেনা পশ্চিম ইরানের গুরুত্বপূর্ণ মহশাহর পেট্রোকেমিক্যাল কমপ্লেক্সে ব্যাপক বোমাবর্ষণ করে। জবাবে ইরানের ইসলামিক রেভোলিউশনারি গার্ড কর্পস ‘অপারেশন নাসর’ শুরু করে ইজরায়েলের হাইফা শহরের একটি জ্বালানি শোধনাগার এবং নেভাতিম ও তেল নফ বিমানঘাঁটি লক্ষ্য করে ঝাঁকে ঝাঁকে ব্যালেস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র ছুড়ে। ইজরায়েলের রামাত ডেভিড বিমানঘাঁটিও ইরানের নিশানায় ছিল। তেল আভিভেও আছড়ে পড়েছে ইরানি ক্ষেপণাস্ত্র। ইজরায়েলি রাষ্ট্রদূত ইয়েচিয়েল লাইটার জানিয়েছেন, ইরান থেকে আসা ১১টি ব্যালেস্টিক ক্ষেপণাস্ত্রের বেশিরভাগই তাদের আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা মাঝআকাশে ধ্বংস করেছে।

যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে তেহরানের ভারতীয় দূতাবাস সেখনকার ভারতীয় নাগরিকদের জ ইরানে যাতায়াত সম্পূর্ণ এড়িয়ে চলার কঠোর পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। বর্তমানে ইরানে থাকা প্রায় ৭,৫০০ ভারতীয় নাগরিককে দ্রুত দেশ ছাড়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

এদিন হরমুজ প্রণালীর দক্ষিণে এক জাহাজে ড্রোন হামলার খবর মিলেছে। এমটি মারিভেক্স নামে মাদাগাস্কারের পতাকাবাহী ওই জাহাজে ২৪ জন ভারতীয় নাবিক ছিলেন। হামলার জেরে জাহাজের ইঞ্জিন রুমে আগুন লেগে যায়। তবে হতাহতের খবর মেলেনি। পরিস্থিতির দিকে নজর রাখার কথা জানিয়েছে ভারতীয় বিদেশমন্ত্রক।

ধর্মস্থানে উচ্ছেদ ঘিরে উত্তপ্ত জয়পুর

জয়পুর, ৮ জুন : জয়পুরের জগৎপুরায় রাস্তা চওড়া করার জন্য মন্দির-মসজিদ সহ একাধিক ধর্মীয় স্থাপত্য ভাঙার কাজ শুরু হতেই চরম উত্তেজনা ছড়িয়েছে এলাকায়।

জয়পুর উন্নয়ন পর্ষদ (জেডিএ) ও জেলা প্রশাসনের এই যৌথ অভিযানে মোতায়েন করা হয়েছে প্রায় ৩,০০০ পুলিশকর্মী। নন্দপুরী আন্ডারপাসের কাছে রেললাইনের সমান্তরাল ৩০ ফুটের রাস্তা ৮০ ফুট চওড়া করতেই এই পদক্ষেপ।

উচ্ছেদ তালিকায় রয়েছে নুরানি মসজিদ, দু’টি মন্দির, একটি

বন্ধ ইন্টারনেট, মোতায়েন ৩ হাজার পুলিশ

সৎসঙ্গ ভবন ও একটি মাজার।

অশান্তি রুখতে জয়পুর উত্তর ও পূর্ব জেলাজুড়ে সোমবার রাত ১২টা থেকে মঙ্গলবার মাঝরাত পর্যন্ত বন্ধ রাখা হয়েছে মোবাইল ইন্টারনেট ও এসএমএস পরিষেবা। ড্রোন নজরদারির পাশাপাশি সংলগ্ন এলাকায় বিদ্যুৎ সংযোগও বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে।

জেডিএ-র ডিআইজি আনন্দ শর্মা জানিয়েছেন, ‘আগে ১৩৪টি জবরদখল সরানো হয়েছিল। ধর্মীয় স্থাপত্যগুলি সরাতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে সময় দেওয়া হলেও তাঁরা পদক্ষেপ করেননি, তাই এই সরাসরি অভিযান।’

অন্যদিকে, উচ্ছেদ রুখতে সরব হয়েছেন কংগ্রেস বিধায়ক আমিন কাগজি। ভাইরাল ভিডিওতে তাঁকে বলতে শোনা যায়, ‘আমরা নিজের হাতে মসজিদ ভাঙার সিদ্ধান্ত নিতে পারব না। মসজিদের আয়তন কমিয়ে ২০ ফুট করার আর্জি জানালেও প্রশাসন শোনেনি। কিন্তু আমরা আইন মেনে আমাদের অধিকারের লড়াই লড়ব।’

পালটা হুঁশিয়ারি দিয়েছে পুলিশও। গুজব ছড়ালে কড়া আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার বার্তা দিয়েছেন পুলিশ কমিশনার শচীন মিত্তল।

পশ্চিমবঙ্গে চালু আয়ুষ্মান ভারত

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ৮ জুন : দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে অবশেষে পশ্চিমবঙ্গে আনুষ্ঠানিকভাবে চালু হল কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যবিমা প্রকল্প ‘আয়ুষ্মান ভারত প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনা’। সোমবার দিল্লিতে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এই ঐতিহাসিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী জেপি নড্ডা, পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী, কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী অনুপ্রিয়া পটেল এবং রাজ্যের মুখ্যসচিব মনোজ আগরওয়ালসহ কেন্দ্র ও রাজ্যের শীর্ষ আমলারা।

এই চুক্তির ফলে এত দিন বঞ্চিত থাকা বাংলার প্রায় ১১ কোটি মানুষ এবার থেকে দেশের যে কোনও প্রান্তে বিনামূল্যে চিকিৎসা পাবেন। প্রকল্পের আওতায় যোগ্য পরিবারগুলি বছরে সর্বোচ্চ ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ক্যাশলেস চিকিৎসার সুবিধা পাবে। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যসচিব মনোজ আগরওয়াল জানান, রাজ্যের প্রায় ১ কোটি ৪৩ লক্ষ পরিবার এই সুবিধার আওতায় আসবে। এর মধ্যে সবচেয়ে বড় সুবিধা পাবেন রাজ্যের প্রায় ৪০ লক্ষ প্রবীণ নাগরিক, যাঁদের বয়স ৭০ বছরের বেশি। মোদি সরকারের এই বিশেষ প্যাকেজে দেশের প্রবীণরা এবার সম্মানের সঙ্গে বাঁচতে পারবেন। এছাড়া রাজ্যের ২ লক্ষেরও বেশি আশা কর্মীও এই প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত হচ্ছেন।

এত দিন ভিন্‌রাজ্যের নামী হাসপাতাল -এজিআই হায়দরাবাদ বা শঙ্কর নেত্রালয়ে চিকিৎসা করাতে গেলে বাংলার মানুষকে নিজেদের পকেট থেকে খরচ করতে হত। এখন থেকে এই প্রকল্পের তালিকাভুক্ত দেশের ৩৬ হাজারেরও বেশি (যার মধ্যে ১৬ হাজারের বেশি বেসরকারি) হাসপাতালে আধার বা ভোটার কার্ড দেখালেই মিলবে বিনামূল্যে চিকিৎসা। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বলেন, ‘যাঁদের বাড়ি পশ্চিমবঙ্গে কিন্তু কর্মসূত্রে বা অন্য কারণে দিল্লিতে বা ভিনরাজ্যে থাকেন, তাঁরাও দেশের যে কোনও প্রান্তে এই সুবিধা পাবেন।’

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী মনসুখ মাণ্ডব্যর সঙ্গে শুভেন্দু অধিকারী।

চুক্তি স্বাক্ষরের পর মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী পূর্বতন তৃণমূল সরকারের তীব্র সমালোচনা করে বলেন, নরেন্দ্র মোদি সরকারের এই জনকল্যাণমূলক প্রকল্প গ্রহণ করতে আগের সরকার রাজনৈতিক কারণে আগ্রহ দেখায়নি। ২০১৮ সালে রাঁচি থেকে এই প্রকল্প চালুর সময় ওড়িশা, দিল্লি এবং পশ্চিমবঙ্গ এতে যোগ দেয়নি। তাঁর দাবি, সেই কারণেই বাংলার মানুষ ‘বিকাশ বিরোধী’ সরকারকে আর সুযোগ দেয়নি। তিনি আরও জানান, এই যোজনার জন্য কেন্দ্রের বরাদ্দ ৯৭৬ কোটি টাকার মধ্যে ৫২৭ কোটি টাকা ইতিমধ্যেই রাজ্য পেয়ে গিয়েছে। পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গে খুব শীঘ্রই আরও ৪৬৭টি ‘প্রধানমন্ত্রী জন ঔষধি কেন্দ্র’ চালু করা হবে, যা সাধারণ মানুষকে সস্তায় ওষুধ পেতে সাহায্য করবে।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের তথ্য অনুযায়ী, ২০১৮ সালে শুরু হওয়া এই কর্মসূচিতে দেশে এ পর্যন্ত ৪৪ কোটি কার্ড বিতরণ করা হয়েছে। এর সুবিধাভোগীদের প্রায় ৪৯ শতাংশই মহিলা। বাংলায় এই প্রকল্প চালুর ফলে স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে এক নতুন দিগন্তের সূচনা হল বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল।

ফিলিপিন্সে ভূমিকম্পের বলি ৩২

ম্যানিলা, ৮ জুন : ভয়াবহ ভূমিকম্প ও সুনামির দাপটে বিধ্বস্ত ফিলিপিন্সের দক্ষিণাঞ্চল। রিখটার স্কেলে ৭.৮ মাত্রার শক্তিশালী কম্পনে এপর্যন্ত ৩২ জনের

সুনামি সতর্কতা

প্রাণহানি ঘটেছে। ভূমিকম্পের পরই একাধিক দেশীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থা সুনামি সতর্কতা জারি করে।

সোমবার স্থানীয় সময় সকাল ৭টা ৩৭ মিনিটে মিন্দানাও দ্বীপের জেনারেল সান্তোস শহরের অদূরে এই কম্পন অনুভূত হয়। ফিলিপিন্স ইনস্টিটিউট অফ ভলক্যানোলজি অ্যান্ড সিসমোলজির মতে, কোটাবাটো ট্রেঞ্চে ভূগর্ভস্থ চলনের জেরেই এই বিপর্যয়। কম্পনের উৎসস্থল ছিল ভূপৃষ্ঠ থেকে মাত্র ১০ থেকে ৩৩ কিলোমিটার গভীরে। এই প্রাকৃতিক দুর্যোগের জেরে সুলতান কুদারাত ও সারাঙ্গানি উপকূলে প্রায় এক মিটার উচ্চতার সুনামির ঢেউ আছড়ে পড়ে।

জোরাল ভূমিকম্পে ধসে গিয়েছে বহুতল। ফিলিপিন্সে।

ঘরবাড়ি ধসে এবং ধ্বংসস্তূপের তলায় চাপা পড়ে মৃত্যু হয়েছে কমপক্ষে ৩২ জনের। আহত দুশোর বেশি। বিপর্যয়ের পর প্রেসিডেন্ট ফার্দিনান্দ মার্কোস জুনিয়ার দেশবাসীকে সতর্ক করে বলেন, ‘দয়া করে সুনামির সতর্কবার্তা মেনে চলুন। এখনই উঁচু জায়গায় চলে যান, দেরি করবেন না।’ উদ্ধারকাজে গতি বাড়িয়ে তিনি আরও জানান, ‘জাতীয় সরকার সক্রিয় রয়েছে, আমরা মিন্দানাওকে পিছিয়ে থাকতে দেব না।’ ভূমিকম্পের পর ওই এলাকায় বিমান পরিষেবা সাময়িকভাবে বন্ধ রাখা হয়।

সাক্ষাৎকারে মেজাজ হারালেন ট্রাম্প

ওয়াশিংটন, ৮ জুন : সংবাদমাধ্যমকে আক্রমণ করে ফায়দা তুলতে কসুর করেন না মার্কিন প্রেসিডেন্ট। সম্প্রতি এক জনপ্রিয় টেলিভিশন চ্যানেলের সাংবাদিককে কটাক্ষ করেছিলেন তিনি। রবিবার এনবিসি-র মিট দ্য প্রেস অনুষ্ঠানে মেজাজ হারিয়ে মাইক্রোফোন খুলে ফেলে মাঝপথে উঠে গেলেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। কোনও রাখঢাক না করে সঞ্চালক ক্রিস্টেন ওয়েলকারকে বললেন, ‘হয় তুমি অসৎ নয়তো বোকা।’

জানা গিয়েছে, ওই টেলিভিশন চ্যানেলে সাক্ষাৎকার দেওয়ার সময় ট্রাম্প ২০২০ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে জালিয়াতির অভিযোগ তোলেন। অতি সম্প্রতি ক্যালিফোর্নিয়ার প্রাইমারি নির্বাচনে কারচুপি হয়েছে বলেও দাবি করেন। ২ জুন ক্যালিফোর্নিয়ায় প্রাইমারি নির্বাচনের ফলপ্রকাশ এখনও হয়নি। ট্রাম্পের অভিযোগ, ফলপ্রকাশে দেরি হচ্ছে কারণ কারচুপি হচ্ছে। ট্রাম্পের এই কথা ছেড়ে দেওয়ার পাত্রী নন ক্রিস্টেন। তিনি প্রেসিডেন্টকে তাঁর দাবির সপক্ষে প্রমাণ দিতে বলেন। তাতেই বেজায় রেগে যান ট্রাম্প। তিনি নিজের দাবির সমর্থনে প্রমাণ দিতে পারেননি। সঞ্চালকের সঙ্গে উত্তপ্ত বাক্য বিনিময় হয় ট্রাম্পের। তিনি বলেন, ‘আমাদের নির্বাচন ব্যবস্থাটাই দুর্নীতিগ্রস্ত আর তোমরাও অসৎ। তোমাদের মিডিয়া অসৎ।’

পালটা জবাবে ক্রিস্টেন বলেন, ‘আমি কিন্তু অসৎ নই। চলুন আলোচনাটা চালিয়ে যাই।’ তখন ফুঁসে উঠে ক্রিস্টেনকে বলেন, ‘তুমি হয় অসৎ নয় বোকা।’ ক্রিস্টেন প্রমাণের দাবিতে অনড় থাকলেও ট্রাম্প আর কথা না বাড়িয়ে বলেন, ‘অনেক হয়েছে। আর নয়। ধন্যবাদ ডার্লিং। ভালো থেকো।’

মধুচক্রের পর্দা ফাঁস ‘লেডি সিংহম’-এর

হায়দরাবাদ, ৮ জুন : ঠিক যেন সিনেমার ক্লাইম্যাক্স। রাতে খদ্দের সেজে হায়দারাবাদের কুকটপল্লির এক নামী পাবে ঢুকে রুদ্ধশ্বাস অভিযানে মধুচক্রের পর্দা ফাঁস করলেন তরুণী আইপিএস অফিসার রীতি রাজ। তিনি কুকটপল্লির ডিসিপি।

পাবটি সম্পর্কে বহু অবৈধ কাজের খবর বিভিন্ন সূত্রে পুলিশের কাছে আসে। গ্রাহকদের আকৃষ্ট করতে মেয়েদের ব্যবহার করা, অন্যায্য লাভের জন্য অতিরিক্ত বিল, খদ্দেরদের প্ররোচিত করতে বেআইনি কাজকর্মে মদত--ইত্যাদি নানা অভিযোগ ছিল। সেইসমস্ত খতিয়ে দেখে পাবে হানা দেন রীতি রাজ। রবিবার রাতে সাধারণ পোশাকে খদ্দের সেজে কিংস অ্যান্ড কুইন্স পাবে ঢুকে ম্যানেজার ও দালালদের সঙ্গে যোগাযোগ করে তরুণী সরবরাহের বিষয়ে কথা বলেন তিনি। রীতির বুদ্ধিমত্তায় দালাল বা ম্যানেজার কেউই বুঝতে পারেননি তাঁরা পুলিশের ফাঁদে পড়তে চলেছেন। মোটা টাকার বিনিময়ে তাঁরা তরুণীদের সামনে নিয়ে আসেন। ঠিক তখনই সিগন্যাল পেয়ে পুলিশ পাবটিকে ঘিরে ফেলে। পুলিশের বৈধ নো অবজেকশন সার্টিফিকেট ছাড়াই ক্লাবটি চলছিল। গ্রেপ্তার ন’জন।

এই অভিযানের পর খবরের শিরোনামে রীতি রাজ। দিল্লি পাবলিক স্কুলের মেধাবী ছাত্রী রীতি আইন পাশ করে সিভিল সার্ভিস দিয়ে আইপিএস অফিসার হন।

বদলে দিলেন দেব

ঘৃণার রাজনীতি কোনওদিন করেননি। টালিগঞ্জের ব্যান কালচারের বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন বারবার। রাজ্যে পালাবদলের পর তিনি জানিয়েছিলেন তৃণমূল জিতলে ব্যান কালচারের হোতা স্বরূপ বিশ্বাস তাঁকেও ব্যান করতেন। রাহুল অরুণোদয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যুর পর আর্টিস্ট ফোরাম ও ফেডারেশনের বৈঠকেও তিনি অনির্বাণ ভট্টাচার্যর ওপর থেকে ব্যান তোলার জন্য প্রসেনজিৎকে অনুরোধ করেন। বলেন, ৭২ ঘণ্টার মধ্যে ব্যান উঠে যাওয়ার ব্যবস্থাটা যেন তিনি করেন। প্রসেনজিৎ পরে জানান, 'এত তাড়াতাড়ি কিছু হয় না'। কিন্তু দেব অনড় ছিলেন, দেশু ৭-এ তিনি অনির্বাণকে নিয়ে কাজ করবেনই।

রাজ্যে পালাবদল হয়েছে। স্বরূপ বিশ্বাসকে গ্রেপ্তারও করা হয়েছে। ব্যানও উঠেছে। অনির্বাণকে নিয়ে দেব তাঁর দেশু ৭ শুরু করেছেন। সেই শুটিংয়ের ছবি শেয়ার করে নিজের সোশ্যাল মিডিয়াতে পোস্ট করে লেখেন, '৭২ ঘণ্টা, সময় বদলায়, বিশ্বাস বদলায়, 'সত্যি' কখনও বদলায় না। বন্যেরা বনে সুন্দর, শিল্পীরা শিল্পে। আজ দেশু ৭-এ প্রথম দিন, একসঙ্গে।' পোস্টের সঙ্গে নিজের ও অনির্বাণের ছবি দিয়েছেন। অনির্বাণও তাঁর দিকে আঙুল তুলে ছবি তুলেছেন, যেন বুঝিয়ে দিচ্ছেন, তুমি করে দেখালে বটে। অজস্র কমেন্ট আছে তাঁর পোস্টের নীচে। শোনা যাচ্ছে, তিনি তাঁর সাংসদ পদ ছাড়তে পারেন। নোংরা রাজনীতির সঙ্গে লড়াই করে তিনি ক্লান্ত। পুরোপুরি ছবিতে, অভিনয়ে, মন দিতে চান। এখন তো তিনি পরিচালকও, নতুন রাস্তায় হাঁটবেন, সেখানে রাজনীতির কোনও জায়গা নেই।

একনজরে সেরা

দ্বিতীয় বিয়ে

ছোটপর্দার অভিনেত্রী জেনিফার উইংগেট বিয়ে করছেন। করণ সিং গ্রোভারের সঙ্গে বিয়ের দু বছরেই ভেঙে যাবার পর ১২ বছর একাই ছিলেন। শেষে সিঙ্গাপুরের ব্যবসায়ী উইলিয়মকে বিয়ে করছেন তিনি। তাঁদের বাগদান হয়ে গিয়েছে। খ্রিস্টান মতে বিয়ে হবে চলতি বছরের শেষে। আনুষ্ঠানিক বিয়েতে রীতেশ ও জেনেলিয়া দেশমুখ আমন্ত্রিত হবেন সম্ভবত।

আইটেম ডান্স

করণ আরিয়ান পরিচালিত ছবিওয়ালা ছবিতে শ্রীলেখা মিত্রর আইটেম ডান্স দেখা যাবে। করণই কোরিয়োগ্রাফার। গানে জোজো। গান ও নাচ অন্যরকম হবে বলেই শোনা গিয়েছে। শ্রীলেখাও এই অবতারে প্রথম। ২৪ বছরেই করণ এবং তাঁর ছবি ছবিওয়ালা দর্শকদের আগ্রহী করছে। তার আরেক কারণ ছবির নায়ক প্রয়াত রাহুল অরুণোদয় বন্দ্যোপাধ্যায়।

বিশ্বকাপে ভারত

মাঠে খেলবে না ভারত, কিন্তু ফিফা বিশ্বকাপের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে থাকবেন ভারতের নোরা ফতেহি। ২০২৬-এর ফিফার উদ্বোধনী সংগীত শোনা যাবে শাকিরা ও নাইজেরিয়ান গায়ক বার্না বয়-এর কণ্ঠে। একঝাঁক শিল্পী উপস্থিত থাকবেন এদিন। বিশ্বের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে নোরার সঙ্গে ভারতও থেকেছে। এবার ফিফা-র অনুষ্ঠান নোরা এবং ভারতের মুকুটে নতুন পালক জুড়ল।

বিক্রম উবাচ

বিক্রম ভাট সম্প্রতি বলেছেন, 'আমি তখন স্ট্রাগল করা পরিচালক। একেবারে কপর্দকশূন্য। তবু মিস ইউনিভার্সের সঙ্গে প্রেম করেছিলাম।' প্রসঙ্গত, ১৯৯৬-এ দস্তক ছবিতে তিনি সহকারী পরিচালক ছিলেন, নায়িকা সুস্মিতা সেন। তখনই ওঁদের প্রেম হয়। পরে সম্পর্ক ভেঙে গেলেও বিক্রম বলেছেন, 'আমার জীবনে যারাই এসেছে, সবাই ভালো কিছু করেছে।'

টেডি বিয়ার

ধর্মেন্দ্র চলে গিয়েছেন। তাঁকে কন্যা এষা দেওল ডাকতেন 'টেডি বিয়ার' বলে। নিজের বিছানায় সেই টেডি বিয়ারই ছড়িয়ে রাখেন। ওইগুলোই আজও তাঁকে বাবার নরম ছোঁয়া এনে দেয়। এষার কথায়, 'প্রিয়জনকে হারানোর যন্ত্রণা যায় না, শুধু সেই শূন্যতা নিয়েই মানুষ বেঁচে থাকতে শেখে। আজও আমার মূল্যবোধে, জীবনের প্রতি সিদ্ধান্তে বাবা আছেন।'

'ভিক্টিম' থাকার সময় কেউ খোঁজ নেয়নি

মন্তব্য পরমব্রত চট্টোপাধ্যায়ের। প্রথমে ঘোর কমিউনিস্ট। পরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৃণমূলী। পরে আবার ভারতীয় জনতা পার্টির রুদ্রনীল ঘোষের সঙ্গে গা ঘষাঘষির চেষ্টা। পরমব্রত চট্টোপাধ্যায়কে 'পাল্টিবাজ' বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। তিনি বলেছিলেন, 'ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে সমঝোতা করেছি'। তারপর ধেয়ে এসেছে আক্রমণ, ছেলেকে দেখিয়ে ভিক্টিম কার্ড খেলছে। এবার সেই ট্রোলিংয়ের জবাব দিলেন অভিনেতা। তিনি বলেছেন, 'ভিক্টিম ছিলাম, কার্ড খেলেছি। কিন্তু ভিক্টিম থাকার সময় কেউ খোঁজ নেয়নি, কেমন আছি। কী করে সংসার চালাচ্ছি। যাঁরা সোশ্যাল মিডিয়ায় থেকে অর্ধসত্যের ওপর ভিত্তি করে 'জাজমেন্ট' দিচ্ছেন, তাঁদের কাছ থেকে আমি কিছু প্রত্যাশা করি না। ইন্ডাস্ট্রির অনেকেই ভিডিও করে ক্ষমা চেয়ে, স্বরূপ বিশ্বাসের সঙ্গে ভালো সম্পর্ক তৈরি করে কাজ পাওয়ার ব্যবস্থা করে নিয়েছে। তাদের মধ্যে কেউ আমার খোঁজ নেয়নি। এখন যদি আমাকে ভিক্টিম কার্ড খেলার কথা বলা হয়, টার্গেট আমাকে করা হয়, আমার কিছু বলার নেই। ইন্ডাস্ট্রিতে যখন কেউ কারওর পাশে দাঁড়ায় না, তখন নিজের অধিকার এবং অস্তিত্ব রক্ষার জন্য নিজের মতো করেই সিদ্ধান্ত নিতে হয়।'

মা থাকলে এরকম হত না

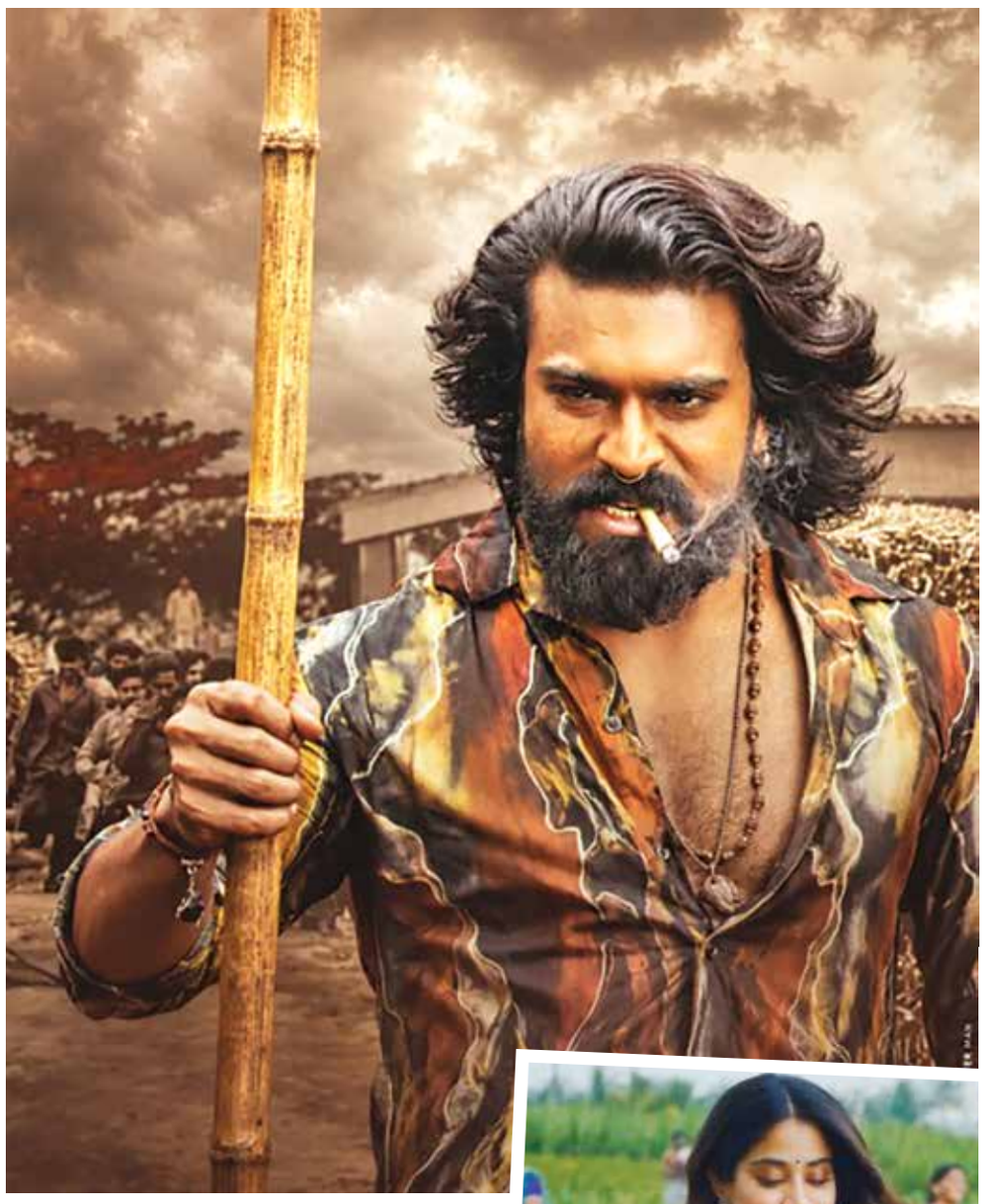

রাম চরণের তেলুগু ছবি পিদ্দী বক্স অফিসে দারুণভাবে চলছে। কিন্তু ছবি নিয়ে বিতর্কও পাল্লা দিয়ে বেড়েই চলেছে। সবথেকে বড় বিতর্ক হচ্ছে নায়িকা জাহ্নবী কাপুরকে নিয়ে। তাঁর শরীরের বিভিন্ন দিককে অশোভন ভাবে ধরেছে ক্যামেরা। তাঁকে শরীরসবর্স্ব করেই হাজির করা হয়েছে ছবিতে। জাহ্নবীর বিরুদ্ধে বলা হচ্ছে, তিনি কেন প্রতিবাদ করেননি।

বিষয়টি নিয়ে মুখ খুলেছেন ছবির মেকআপ আর্টিস্ট সাবলীন কওর মনচন্দা। তাঁর কথায়, 'শুটিংয়ের পর জাহ্নবী পোস্ট প্রোডাকশনের সময়েই ছবির বেশ কিছু দৃশ্য নিয়ে আপত্তি জানান। কথা রাখা হয়নি। অভিনেত্রীকে দোষারোপ করা সহজ, কিন্তু আসল ঘটনা আলদা।'

উল্লেখ্য, ফাঁস হওয়া একটি চ্যাটে স্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে জাহ্নবী বলছেন, 'আমি বলে দিয়েছিলাম স্তন আর কোমরের অংশের শুটিং যেন আলাদা করে না নেওয়া হয়। রাম স্যারও আমাকে সমর্থন করেন, ক্যামেরাপার্সনকে বারণও করেছিলেন কড়াভাবে। বিষয়টা নিয়ে তিনি অসন্তুষ্টও হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর এ যুক্তি দাঁড়াচ্ছে না, কারণ গেম চেঞ্জার ছবিতে কিয়ারা আডাবানিকেও অনেকটাই বোল্ড লুকে আনা হয়েছিল। সে ছবিরও নায়ক ছিলেন রাম চরণ। জাহ্নবীর কথায়, 'দক্ষিণী ছবির দস্তুরই এইরকম। তবে রাম স্যার খুব মিষ্টি।' তারপর তিনি বলেন, 'সেটে মা থাকলে এরকম হত না। এইজন্য শ্রীলীলার মা সবসময় সেটে থাকেন।'

৬১ ছুঁয়েও বিয়ের পিঁড়িতে আমির

আগের দুবার বিয়ে করেও বিবাহবিচ্ছেদ হয়ে গিয়েছে। আবার গৌরী স্প্র্যাটকে বিয়ে করছেন ৬১-এর আমির খান। তা নিয়ে অনেকে শুভেচ্ছা জানালেও সমালোচনাও হচ্ছে। সেই প্রসঙ্গে মুখ খুললেন অভিনেত্রী রাখি গুলজার। তাঁর কথায়, 'তাতে কি হয়েছে। রবার্ট ডি নিরো ৮০ বছর বয়সে মেয়ের বাবা হয়েছেন, এখন টিফানি চেলের সঙ্গে রিলেশনে আছেন। এর আগেও দুবার বিয়ে করেছে তিনি। বয়সের ওপর দাম্পত্য নির্ভর করে না।'

আমির, আগের দুই স্ত্রী রিনা দত্ত ও কিরণ রাওয়ের সঙ্গে যোগাযোগ রাখেন, এই বিষয়টারও প্রশংসা করেছেন। গৌরী বেঙ্গালুরুতে জন্মেছেন। তিনি ১৯২০ সালের ভারতীয় আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ভারতীয় বংশোদ্ভূত ফিলিপ স্প্র্যাটের নাতনি। গৌরী সাত বছরের পুত্রের মা। আমির কেন ৪৭ বছরের গৌরীকে বিয়ে করছেন-- সে প্রসঙ্গে আমির বলেছেন, 'ওকে আমি ২৫ বছর ধরে চিনি। আমরা যোগাযোগ বজায় রেখেছিলাম। মাঝে বিচ্ছেদ হয়ে যায়। দেড় বছর আগে আবার দেখা হয়। আমি একা থাকতে পারি না। আমার সঙ্গী দরকার। তাই রিনা বা কিরণের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব অটুট।'

এখন গৌরী আমির খান প্রোডাকশনসে কাজ করছেন।

শ্রাবন্তীর ঝিনুক, মাচো তেইশেই

মাত্র পনেরো বছর বয়সে বিয়ে হয়েছিল শ্রাবন্তী চট্টোপাধ্যায়ের। ষোলোয় মা। আজ সেই ছেলে ২৩ বছরের যুবক। ডাকনাম ঝিনুক। এখন তিনি অভিমন্যু, মায়ের পদবী চট্টোপাধ্যায়ই ব্যবহার করেন। মায়ের সৌন্দর্য আর রাফ-টাফ লুক নিয়ে একেবারেই আলাদা ধাঁচের পুরুষের লুক নিয়ে তিনি হাজির ক্যামেরার সামনে। এতদিন মায়ের সঙ্গে নানা মুহূর্ত শেয়ার করেছেন সোশ্যাল মিডিয়ায়। এবার নিজের ইন্সটায় নিজের সাদা-কালো ছবি পোস্ট করলেন। তাতেই তাঁর লুকে মুগ্ধ দর্শক।

দর্শকের জিজ্ঞাসা, কবে অভিমন্যু আসবেন পর্দায়। মা শ্রাবন্তী অনেকবার বলেছেন ঝিনুক অবশ্যই ইন্ডাস্ট্রিতে আসবে। তবে তার ইচ্ছে একেবারে আলাদা। অভিমন্যু নায়ক নয়, ক্যামেরার পিছনে পরিচালক হিসেবে নিজেকে দেখতে চায়। ইতিমধ্যে মানবজমিন ছবিতে তিনি পরিচালক শ্রীজাতর সঙ্গে সহযোগীর কাজ করেছেন। এখন তিনি পড়াশোনায় ব্যস্ত। তারপর স্বপ্ন পূরণের পথে এগোবেন। মায়ের সঙ্গে তাঁর বয়সের ব্যবধান খুব কম। তাই তাঁদের মধ্যে বন্ধুত্বের সম্পর্কই প্রধান। উল্লেখ্য, গত পাঁচ বছর মডেল দামিনী ঘোষের সঙ্গে সম্পর্ক ছিল তাঁর, দুজনের ছবি শেয়ার করেছেন। কিন্তু এখন সব পোস্ট সরিয়ে দিয়েছেন। এই মুহূর্তে একেবারে শুরু থেকেই জীবনের পরিক্রমা শুরু করতে চান অভিমন্যু। স্টারকিড হিসেবে নয়, লড়াই করে নিজের স্বপ্ন পূরণ করতে চান। ইন্সটায় পোস্ট করা নিজের ছবিগুলো দিয়ে তিনি সেটাই বুঝিয়ে দিয়েছেন।

চলতি বছরেই কৃশ ৪

২০১৮ থেকে কৃশ ৪ নিয়ে কথাবার্তা চলছে। বিভিন্ন প্রযোজক ও পরিচালকের নাম উঠে এসেছে, কিন্তু ছবি হয়ে ওঠেনি। কৃশ ফ্র্যাঞ্চাইজির প্রধান উদ্যোক্তা প্রযোজক ও পরিচালক রাকেশ রোশন ২০২৫-এ জানান তিনি নয়, ছবির এবারের ভাগের পরিচালক হবেন হৃতিক রোশন। ছবির বাজেটও নাকি হয়ে গিয়েছে ৫০০ কোটি। ছবির ভিএফএক্স, আন্তর্জাতিক মানের অ্যাকশনের জন্যই এত টাকা লাগবে। ততদিনে ছবির প্রযোজনায় চলে এসেছে যশরাজ ফিল্মস। এখন রাকেশ রোশন জানিয়েছেন এসব কথা পুরোপুরি মিথ্যে। তিনি বলেছেন, 'যশরাজ ফিল্মসের আদিত্য চোপড়া চেয়েছিলেন ২৫০ কোটির মধ্যেই বাজেট রাখতে। সেটাই ঠিক হয়ে আছে। একটা বড় সংখ্যার মানুষের জন্য ছবি করতে গেলে সময় লাগে। সেই সময়টাই লাগছে। আমিও কৃশ সিরিজের ছবিগুলো বানাতে সময় নিয়েছি। হৃতিক নিজের প্রোডাকশন হাউস নিয়ে ব্যস্ত, ছবি নিয়ে কোনও সমস্যা নেই। ছবির কাজ সাবলীলভাবেই এগোচ্ছে। আমি আদিত্য আর হৃতিক মিলে কাজ করছি। ছবির চিত্রনাট্য প্রায় তৈরি, চলতি বছরই শুটিং শুরু হবে।'

উল্লেখ্য, হৃতিককে রজনীকান্তের সঙ্গে জেলার ২-তে দেখা যেতে পারে। শাহরুখ খান ছবি থেকে সরে আসার পর তাঁকে সেই চরিত্রে প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। মহাবতার নরসিংহর পরিচালক অশ্বিনী কুমার অর্ধনারীশ্বর নিয়ে ছবি করবেন, সেখানে তিনি হৃতিককে মহাদেব হিসেবে দেখতে চান। হৃতিককে তিনি চিত্রনাট্য শুনিয়েছেন, অভিনেতার তা পছন্দও হয়েছে। পরবর্তী সিদ্ধান্ত সম্ভবত তাড়াতাড়িই নেবেন। এছাড়া ফারহান আখতারের ডন ৩ ছবিতেও

তিনি নামভূমিকায় থাকতে পারেন, সেই চর্চাও হচ্ছে। এর অর্থ খুব শিগগির তাঁকে কোনও নেগেটিভ চরিত্রে দেখা যেতে পারে। তিনি নেগেটিভ চরিত্র করার ইচ্ছা প্রকাশ করে পরোক্ষে একটি পোস্টও করেছেন সম্প্রতি। ২০২৫-এর ওয়ার ২-এর পর তিনি কোনও ছবিতে সাইন করেননি। তাঁর অনুরাগীরা ভীষণভাবে তাঁকে পর্দায় দেখতে চান।

শিলিগুড়ির শ্যামাপ্রসাদ প্রাথমিক স্কুলের ছাত্র দেবজিৎ দত্ত ভালো ছবি আঁকতে পারে। দ্বিতীয় শ্রেণির এই পড়ুয়া পড়াশোনাতেও ভালো।

দুই শহরে যোগাভ্যাস

শিলিগুড়ি ও ইসলামপুর, ৮ জুন : শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে যোগাভ্যাসে অংশ নিলেন দার্জিলিংয়ের মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ তুলসী প্রামাণিক। সোমবার হাসপাতাল সুপার ডাঃ চন্দন ঘোষ সহ অন্য চিকিৎসক ও নার্সদের উপস্থিতিতে যোগাভ্যাসের আয়োজন করা হয়।

মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক বলেন, '২১ জুন আন্তর্জাতিক যোগ দিবস রয়েছে। সেদিন বড় আকারে জেলায় যোগ দিবস পালিত হবে। তার আগে জেলার সমস্ত সরকারি হাসপাতালেই যোগাভ্যাসের আয়োজন করা হচ্ছে।'

অন্যদিকে, ইসলামপুর মহকুমা প্রশাসনের উদ্যোগে 'সুস্থ বার্ধক্যের জন্য যোগ' এই থিমকে সামনে রেখে কিশলয় মঞ্চে ইসলামপুরের বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের কর্মীদের পাশাপাশি সাধারণ মানুষ যোগব্যায়ামে অংশগ্রহণ করেন। যোগব্যায়ামের সুফল সম্বন্ধে সাধারণ মানুষকে সচেতন করার লক্ষ্যে প্রশাসনের এই প্রয়াস বলে আধিকারিকরা জানিয়েছেন।

আন্তর্জাতিক যোগ দিবসের অনুষ্ঠানের জন্য শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে যোগাভ্যাস। সোমবার সূত্রধরের তোলা ছবি।

পেসমেকার বসল অশোকের

শিলিগুড়ি, ৮ জুন : রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী অশোক ভট্টাচার্যের বুকে পেসমেকার বসানো হয়েছে। মঙ্গলবার মাটিগাড়ার বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অশোকের শরীরে সফলভাবে অস্ত্রোপচার হয়েছে। শনিবার সন্ধ্যায় শিলিগুড়ির বাড়িতে মাথা ঘুরে পড়ে গিয়ে কপালে গুরুতর আঘাত পান অশোক।

জানা গিয়েছে, সোমবার সকাল থেকে অশোকের শারীরিক পরিস্থিতির অবনতি হয়। শারীরিক পরীক্ষার রিপোর্টে তাঁর বুকে ব্লকেজ দেখা যাওয়ায় পেসমেকার বসানোর সিদ্ধান্ত নেন কার্ডিওলজিস্ট ডাঃ অভ্রজ্যোতি বিশ্বাস। এরপরেই এদিন বিকেল চারটে থেকে সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টা পর্যন্ত অস্ত্রোপচার করা হয়। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের তরফে জানানো হয়েছে, অশোকের শরীরে সফল অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে পেসমেকার বসানো হয়েছে। বর্তমানে তিনি চিকিৎসকদের পর্যবেক্ষণে রয়েছেন।

সিপিএমের রাজ্য কমিটির সদস্য জীবেশ সরকার বলেন, 'অশোকের বুকে আগে স্টেন্ট বসানো ছিল। তবে বুকে কিছুটা সমস্যা দেখতে পেয়ে চিকিৎসক পেসমেকার বসানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এ ব্যাপারে স্টেন্ট যে চিকিৎসক বসিয়েছিলেন সেই ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করেই এই অস্ত্রোপচার হয়েছে। বর্তমানে তিনি ভালো আছেন।'

এদিন ফোন করে অশোকের শারীরিক অবস্থার খোঁজ নেন মাটিগাড়া-নকশালবাড়ি বিধানসভা এলাকার বিধায়ক তথা মন্ত্রী আনন্দময় বর্মন।

শিল্পীদের জন্য কাউন্সিল

শিলিগুড়ি, ৮ জুন : সৃজনশীল ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের অধিকার ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে 'শিলিগুড়ি ক্রিয়েটিভ লিগ্যাল কাউন্সিল' পূর্ণাঙ্গ রূপ পেতে চলেছে। এই ভাবনার উদ্যোক্তা বিগ আই আর্ট ফাউন্ডেশন শিলিগুড়ি এবং দার্জিলিং ডিস্ট্রিক্ট লিগ্যাল এইড ফোরাম। ফোরামের সভাপতি অমিত সরকার এখবর দিয়ে জানিয়েছেন, এই শহরের বিশিষ্টদের উপস্থিতিতে সংগঠনের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নিয়ে ইতিমধ্যে আলোচনাও হয়েছে। তিনি জানান, বর্তমান সময়ে সৃজনশীল ব্যক্তি অপমান এবং মানসিক নিপীড়নের শিকার হচ্ছেন। তাঁদের পাশে দাঁড়িয়ে নৈতিক এবং প্রয়োজনে আইনগত সহায়তা দেওয়ার পাশাপাশি একটি সুস্থ ও মর্যাদাপূর্ণ সাংস্কৃতিক পরিবেশ গড়ে তুলতে কাজ করবে এই কাউন্সিল। আলোচনা সভায় গবেষক, লেখক ও সমকালীন চিত্রশিল্পী দীপায়ন ঘোষকে 'নবদিশা সৃজন সম্মাননা' দেওয়া হয়।

আরএসপির সাত দফা দাবি

ইসলামপুর, ৮ জুন : সাত দফা দাবিতে সোমবার ইসলামপুরের মহকুমা শাসককে স্মারকলিপি দিল আরএসপি। এদিন সংগঠনের নেতা-কর্মীরা মহকুমা শাসকের দপ্তরে এই কর্মসূচি পালন করেন। দলের ইসলামপুর জোনাল কমিটির সদস্য অভিজিৎ সাহা বলেন, 'মহকুমা শাসকের অনুপস্থিতিতে আমরা ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে স্মারকলিপি দিয়েছি। এসআইআর-এ বাদ যাওয়া বৈধ নাম ভোটার তালিকাভুক্ত করা, মূল্যবৃদ্ধি রোধ সহ কর্মসংস্থানের দাবিতে এই কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছিল।'

দুই অফিসে হাওয়া বদল

ইসলামপুরে তৃণমূলের পালের হাওয়া এখন লেগেছে পদ্মফুলের শিবিরে। আগে সন্ধ্যা সাতটায় বিজেপি পার্টি অফিসের দরজা বন্ধ হত। এখন তৃণমূল পার্টি অফিসের দরজা সন্ধ্যায় খোলে, আটটায় বন্ধ হয়ে যায়। এখন বিজেপি পার্টি অফিস চত্বর সবসময় গমগম করে, বাইরে চেয়ার পেতে আড্ডা চলে রাত ১০টার পরও।

বিশ্বজিৎ বিশ্বাস

ইসলামপুর, ৮ জুন : পাছে তৃণমূলের কাছে খবর যায়, তাই বিজেপি পার্টি অফিসের ধারেকাছে ঘেঁষতে ভয় পেতেন কর্মীরা। এখন সেই ছবি পুরোপুরি পালটে গিয়েছে। বিজেপি পার্টি অফিস চত্বর সবসময় গমগম করছে। বাইরে চেয়ার পেতে চলছে আড্ডা। আগে সন্ধ্যা সাতটায় দরজা বন্ধ হত। এখন খোলা থাকছে রাত ১০টার পরও। বিজেপি পার্টি অফিস লাগোয়া চায়ের দোকানে আগে দিনে দশ কাপ চায়ের অর্ডার যেত, এখন তা বেড়ে গিয়ে পৌঁছেছে ১০০-তে।

অন্যদিকে, তৃণমূল পার্টি অফিস এখন একেবারে ম্লান। সন্ধ্যার আগে খোলে না, হাতেগোনা তিন-চারজনকে দেখা যায়, তাও পার্টি অফিসের ভেতরে। যেখানে মাসখানেক আগেও পার্টির নেতা-কর্মীদের আসা-যাওয়ায় পার্টি অফিস পুরোপুরি ভরাট থাকত। অনেকে ভেতরে জায়গা না পেয়ে কার্যালয়ের বাইরে চেয়ারে বসে থাকতেন। কেউ দাঁড়িয়ে চায়ে চুমুক দিতে দিতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা গভীর আলোচনার ঝড় তুলতেন। তার সবই এখন অতীত।

এখন তৃণমূল কার্যালয় হাতে গোনা দু'থেকে তিনজন আসা-যাওয়া করেন। পার্টি অফিসের কাছের একটি পানের দোকানে নেতাদের বকেয়া ১৫০০ টাকা। একটি চায়ের দোকানে টাকার অঙ্ক আরও বেশি। সেই সকল ব্যবসায়ীর মাথায় হাত। সরকার পরিবর্তনের পরপরই সেই নেতারা ভ্যানিশ। আর দেখা নেই তাঁদের। আচমকা পার্টি অফিসে নেতা-কর্মীদের আনাগোনা কমে যাওয়ায় সেই চত্বরে দোকানিদের ব্যবসায় অনেকটাই টান পড়েছে।

- ইসলামপুরে মাসখানেক আগেও বিজেপি কার্যালয়ে রাত ৮টার পর তালা ঝুলত
- পালাবদলের পর সেই অফিস এখন রাত বারোটা পর্যন্ত খোলা থাকছে
- আগে যাঁরা সমস্যা নিয়ে তৃণমূল পার্টি অফিসে যেতেন এখন বিজেপি অফিসে যাচ্ছেন

- তৃণমূল পার্টি অফিস এখন একেবারে ম্লান, সন্ধ্যার আগে খোলে না
- সেই ভিড় নেই, তিন-চারজনকে পার্টি অফিসের ভেতরে দেখা যায়
- পার্টি অফিসের কাছের চা ও পানের দোকানিদের ব্যবসায় অনেকটাই টান পড়েছে

নাম প্রকাশ করতে অনিচ্ছুক তৃণমূল কার্যালয়ের পাশের এক চা বিক্রেতা বলেন,'আগে দোকানের সামনে প্রচণ্ড ভিড় হত। এখন আর হয় না। পার্টি অফিসে কেউই আসে না। আগে যে পরিমাণ চা সহ অন্য খাদ্যসামগ্রী বিক্রি হত, তা এখন আর হয় না। আমরা অনেকজনকে ধারে জিনিসপত্র দিয়েছি। তাঁদের এক ঝলকও দেখা মেলে না। কীভাবে তাঁদের কাছ থেকে বকেয়া টাকা সংগ্রহ করব তা নিয়ে চিন্তিত। কারও কাছে ৫০০, কারও কাছে ৩০০ টাকা পাই। এমন ১০ থেকে ১২ জন লোকের টাকা বাকি রয়েছে। আদৌ সেই বকেয়া অর্থ সংগ্রহ করতে পারব কি না জানি না।'

ইসলামপুর শহরের বিজেপি কার্যালয়ে ধীরে ধীরে ভিড় বাড়ছে। আগে যেখানে কার্যালয়ের পাশে চায়ের দোকান থেকে সারাদিনে দশ কাপ চা যেত, এখন তা বেড়ে চারগুণ হয়েছে। মাসখানেক আগে বিজেপি কার্যালয়ে রাত ৮টার পর তালা ঝুলত। পালাবদলের পর রাত বারোটা পর্যন্ত সেই কার্যালয় খোলা থাকে। সাধারণ মানুষেরও ভিড় বেড়েছে সেখানে। আগে যেখানে সাধারণ মানুষ তাঁদের সমস্যা নিয়ে তৃণমূল পার্টি অফিসে যেতেন এখন তাঁরা বিজেপি পার্টি অফিসে যাচ্ছেন।

ইসলামপুর শহরের শিবডাঙ্গিপাড়া এলাকার ৭০ ঊর্ধ্ব প্রবীণ বিজেপি কর্মী তপন রায় বলেন, 'তৃণমূল এবং বিজেপি দুই দলের দলীয় কার্যালয়ের চিত্র বদলেছে। যেখানে আগে বিজেপি পার্টি অফিসের ভেতরে হাতে গোনা দু'চারজন থাকতাম, এখন বাইরে ভেতরে সবই হাউসফুল। মানুষ স্বেচ্ছায় আমাদের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে।' ইসলামপুর শহর তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা বাপি পালচৌধুরীকে ফাঁকা তৃণমূল পার্টি অফিসের বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি কোনও মন্তব্য করেননি। তবে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক তৃণমূল কর্মী ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, 'দলের বড় নেতারা এখন কোথায়। কর্মীদেরকে মনোবল কে বাড়াবে। কাদের ভরসায় এখন কর্মীরা দল করবে।'

পদ্মের প্যাঁচে ঠুঁটো গৌতম

উন্নয়ন স্তব্ধ, প্রশাসকের বার্তা অগ্নিমিত্রার

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ৮ জুন : থমকে গিয়েছে শহরের উন্নয়ন। কোথাও প্রকল্পের কাজ অর্ধসমাপ্ত, টাকা যদি না পাওয়া যায় এই আশঙ্কায় কোথাও আবার কাজ শুরু করেনি ঠিকাদারি সংস্থা। শিলিগুড়িতে ভূগর্ভস্থ বৈদ্যুতিক কেবল পাতার সময় রাস্তা খোঁড়া হয়েছিল। কাজ শেষের পর রাস্তাগুলি পুরনিগমের হাতে হস্তান্তর হলেও বেহাল অবস্থায় একাধিক রাস্তা। ফলে ভোগান্তির শিকার সাধারণ মানুষ। এমন পরিস্থিতি নিয়ে নানা প্রশ্ন উঠছে। জরুরি পরিষেবার বাইরে সমস্ত প্রকল্পে অর্থবরাদ্দ বন্ধ রাখা হয়েছে বলে বক্তব্য মেয়র গৌতম দেবের। তবে রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়নমন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পালের বক্তব্য, 'মানুষকে পরিষেবা দেওয়াই আমাদের প্রধান লক্ষ্য। যেখানে সমস্যা হচ্ছে, প্রয়োজনে সেখানে প্রশাসক বসিয়ে নির্বাচন না হওয়া পর্যন্ত মানুষকে পরিষেবা দেওয়া হবে।' প্রশ্ন উঠছে, তাহলে কি তৃণমূলের হাতে থাকে পুর বোর্ডগুলিতে আর্থিক প্রতিবন্ধকতা জিইয়ে রাখবে সরকার? কাজ না করতে পেরে, যাতে মেয়র বা চেয়ারম্যানরা ইস্তফা দিতে বাধ্য হন, তা চাইছে পুর ও নগরোন্নয়ন দপ্তর? শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম বলেছেন, 'রাজ্য সরকার কী নীতি নেবে, তা নিয়ে আমি কিছু বলতে পারব না।'

৯ মে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে শপথ নেন শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর নির্দেশে সমস্ত পুরনিগম ও পুরসভায় জরুরি কাজকর্ম ছাড়া অন্য সমস্ত প্রকল্পে আর্থিক বরাদ্দ বন্ধ রয়েছে। অভিযোগ, প্রতিটি পুরনিগম এবং পুরসভাতেই উন্নয়নের নামে সরকারি অর্থ নয়ছয় হয়েছে। এই নিয়ে তদন্ত কমিশন বসানোর কথাও মুখ্যমন্ত্রী এবং পুর ও নগরোন্নয়নমন্ত্রী একাধিকবার বলেছেন। কিন্তু এখনও কোনও পুরনিগম বা পুরসভায় তদন্ত কমিশন গঠন করা হয়নি। কিন্তু জরুরি কাজ ছাড়া অন্য কোনও খাতে অর্থ খরচ না করার নির্দেশ রয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে এক মাস ধরে শিলিগুড়িতেও সমস্ত উন্নয়মূলক কাজকর্ম বন্ধ হয়ে রয়েছে। শহরে আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান প্রকল্পে বেশ কিছু রাস্তা তৈরি এবং সংস্কারের সিদ্ধান্ত হয়েছিল। কাজগুলি বন্ধ হয়ে রয়েছে। বিদ্যুতের কেবল পাততে গিয়ে শহরের গুরুত্বপূর্ণ রাস্তাগুলির পাশাপাশি পাড়ার রাস্তাও খুঁড়ে রাখা হয়েছে। কেবল পাতার পরে রাস্তাগুলি বিদ্যুৎ বণ্টন কোম্পানি পুরনিগমকে হস্তান্তর করেছে। অথচ তার পরেও অধিকাংশ ওয়ার্ডে রাস্তাগুলি সংস্কারের কাজ বন্ধ। পুরনিগম সূত্রের খবর, প্রতিটি রাস্তা সংস্কারের জন্য টেন্ডার করে ওয়ার্ক অর্ডারও দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এজেন্সিগুলি কাজ করছে না। একাধিক এজেন্সির বক্তব্য, এমনিতেই বছরের পর বছর পুরনিগম কাজ করিয়ে টাকা দিচ্ছে না। এক-একজন ঠিকাদারের কোটি কোটি টাকা বকেয়া রয়েছে। তার মধ্যে সরকার বদলেছে। এখন কাজ করে আদৌ সেই টাকা পাওয়া যাবে কি না সন্দেহ রয়েছে। এই পরিস্থিতিতে কেউই নতুন কাজ শুরু করতে আগ্রহী নন। সবাই পরিস্থিতির দিকে নজর রাখছেন।

শুধু পুরনিগমের কাজই নয়, উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের মাধ্যমে শহরের সূর্যনগর ময়দান এবং বাবুপাড়ার ওয়াইএমএ মাঠের চারপাশে পাঁচিল দেওয়ার কাজ শুরু হয়েছিল। রাজ্যে সরকার বদলের পরে সেই কাজও এজেন্সিগুলি বন্ধ করে দিয়েছে। নতুন সরকার, নতুন উন্নয়নমন্ত্রী যদি প্রকল্পের বরাদ্দ আটকে দেন, সেই আশঙ্কাতেই আপাতত কাজ বন্ধ বলে জানা গিয়েছে।

পুরনিগমে নিজের দপ্তরে গৌতম দেব। সোমবার।

> মানুষকে পরিষেবা দেওয়াই আমাদের প্রধান লক্ষ্য। যেখানে সমস্যা হচ্ছে, প্রয়োজনে সেখানে প্রশাসক বসিয়ে নির্বাচন না হওয়া পর্যন্ত মানুষকে পরিষেবা দেওয়া হবে।
>
> **অগ্নিমিত্রা পাল**
> পুর ও নগরোন্নয়নমন্ত্রী

বিপাকে ব্যবসায়ীরা

শিলিগুড়ি, ৮ জুন : মাত্র তিন মাসের ব্যবধানে দ্বিতীয়বার রান্নার গ্যাসের দাম বাড়ায় মধ্যবিত্তের রান্নাঘরের বাজেটে যেমন টান পড়েছে, তেমনই ছোট ব্যবসায়ীরাও বিপাকে পড়েছেন। বিশেষ করে ছোট মিষ্টির ব্যবসায়ী এবং চপ-শিঙাড়ার দোকানদারদের কপালে চিন্তার ভাঁজটা স্পষ্ট। শনিবার মধ্যরাত থেকেই দেশজুড়ে কার্যকর হয়েছে রান্নার গ্যাসের নতুন এই দাম। একলাফে এবারে ২৯ টাকা গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধির জন্য খাবারের দাম আবার বাড়তে পারে বলে ব্যবসায়ীদের সঙ্গে কথা বলে জানা গিয়েছে।

শিলিগুড়িতে কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়ামের সামনের ফাস্ট ফুডের দোকানগুলোতে প্রতিদিন সন্ধ্যায় প্রচুর মানুষ ভিড় জমান। গ্যাসের দাম বাড়ায় সেই ব্যবসায়ীদের চিন্তা বেড়েছে। খাবারের দাম কিছুটা বাড়তে পারে বলে দোকানদারদের সঙ্গে কথা বলে জানা যাচ্ছে। ডিম-ঘুগনি বিক্রেতা উজ্জ্বল ঘোষ বলেন, 'যুদ্ধের পরিস্থিতির জন্য গ্যাসের দাম যে বেড়েছে তা বুঝতে পারছি। কিন্তু খাবারের দাম না বাড়ালে আমাদের লোকসান হবে। আবার দাম বাড়ালে ক্রেতাদের ওপর চাপ পড়বে। তাই এখনও দাম বাড়ানোর কিছু ঠিক করিনি। এখনও ৩০ টাকাতেই ডিম-ঘুগনি বিক্রি করছি।'

সকালে ও দুপুরে খাবার খেতে অনেকে সেবক রোডের একটি মলের

জ্বালানির মূল্যবৃদ্ধি

উলটোদিকের দোকানগুলোতে ভিড় জমান। সেখানে পরপর অনেকগুলো খাবারের দোকান রয়েছে। রান্নার গ্যাসের দাম বৃদ্ধিতে খাবার খেতে এসে বিক্রেতাদের পাশাপাশি ক্রেতারাও চিন্তায় পড়েছেন। মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভ সুব্রত পাল বলেন, 'চিকিৎসক ভিজিট করার ফাঁকে আমি এখানে এসে টিফিন করে থাকি। ৫০ টাকায় পেট ভরে রুটি, তরকা, চা খাই। তবে গ্যাসের দাম বাড়ায় মনে হচ্ছে এই টাকায় আর খাবার খাওয়া যাবে না।' ক্রেতার মুখে এই কথা শুনে দোকানের বিক্রেতা সমর পালিত জানান, সেজন্যই গ্যাসের দাম বাড়লে চিন্তা হয়। দাম বাড়তে থাকলে ক্রেতারা বাড়ি থেকে টিফিন সঙ্গে করে নিয়ে আসবেন এবং দোকানে এসে খাবেন না বলে তাঁর আশঙ্কা।

মাসখানেক আগেই রান্নার গ্যাস পাওয়ার সমস্যায় সিংহভাগ মিষ্টি বিক্রেতা মিষ্টির দাম দু'টাকা পর্যন্ত বাড়িয়েছিলেন। আবার গ্যাসের দাম বাড়ায় মিষ্টির দাম বৃদ্ধি করলে ক্রেতাদের সমস্যা হবে বলে দেশবন্ধুপাড়ার মিষ্টি বিক্রেতা তুহিন মোদক জানালেন। তাঁর কথায়, 'রান্নার গ্যাসের দাম কোথায় গিয়ে ঠেকবে বুঝতে পারছি না। তবে এখনই দাম বাড়াব না। কারণ কয়েকদিন আগেই দাম বাড়িয়েছিলাম।' রান্নার গ্যাসের দাম যাতে না বাড়ে, সেদিকে সরকার যাতে নজর দেয়, ব্যবসায়ীরা সেই আশাই করছেন।

ডক্টর স্মাইলের সাফল্যের ১৫ বছর

নিউজ ব্যুরো

৮ জুন : ডক্টর স্মাইল ডেন্টাল ক্লিনিকস তাদের ১৫ বছর পূর্তি উদযাপন করছে। ২০১১ সালে তাদের যাত্রা শুরু হয়েছিল। লক্ষ্য ছিল দাঁতের যত্নের ক্ষেত্রে উত্তরবঙ্গবাসীকে বিশ্বমানের পরিষেবা দেওয়া। শিলিগুড়ির উধম সিং সরণিতে ডঃ ধ্রুবজ্যোতি সেন এবং ডঃ দেবজিৎ সাহা ডক্টর স্মাইল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

এই অঞ্চলের মধ্যে প্রথম এখানে ইন-হাউস ফুল মাউথ এক্স-রে (ওপিজি) ইউনিট চালু হয়। পনেরো বছরে ডক্টর স্মাইল উত্তরবঙ্গ, সিকিম, ভুটান সহ একাধিক জায়গা থেকে আসা আশি হাজারের বেশি রোগীকে পরিষেবা দিয়েছে। আজ এটি উত্তরবঙ্গের অন্যতম বিশ্বস্ত দন্ত চিকিৎসাকেন্দ্র হিসেবে পরিচিত।

সুপারের কাছে একাধিক অভিযোগ

ইসলামপুর, ৮ জুন : ইসলামপুর সুপারস্পেশালিটি হাসপাতাল এবং মহকুমা হাসপাতালের একাধিক অভিযোগ নিয়ে সোমবার হাসপাতালের সুপারের সঙ্গে দেখা করেন বিজেপি নেতারা। দলের জেলা সহ সভাপতি সুরজিৎ সেন, ইসলামপুর নগর মণ্ডলের সভাপতি চিত্রজিৎ রায় সহ অন্য পদাধিকারী এবং কর্মীরা হাসপাতালে পৌঁছান। অভিযোগ জানাতে গিয়ে হাসপাতাল সুপারের সঙ্গে কার্যত বাকবিতণ্ডায় জড়িয়ে পড়েন তাঁরা। যদিও পরে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়। হাসপাতালের চিকিৎসা পরিষেবা সহ পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা বাড়ানোর দাবি জানান সকলে। সুরজিৎ বলেন, 'অস্থায়ী নিয়োগ নিয়ে চরম অনিয়ম হয়েছে। দালালরাজের রমরমা, রোগীদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার সহ একাধিক বিষয়ে এদিন কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে। পরিস্থিতির বদল না ঘটলে আমরা পরবর্তীতে যা পদক্ষেপ করার করব।' এনিয়ে হাসপাতাল সুপার সুরজ সিনহাকে ফোনে যোগাযোগ করার চেষ্টা করা হলেও তিনি ফোন ধরেননি।

পুরনিগমে বিক্ষোভ বিএলও-দের। সোমবার।

জনগণনার কাজ থেকে অব্যাহতির দাবি বিএলও-দের

নিতাই সাহা

শিলিগুড়ি, ৮ জুন : অগাস্ট মাস থেকে রাজ্যজুড়ে শুরু হতে চলেছে জনগণনা। সেইমতো শিলিগুড়িতে প্রশাসনিক স্তরে প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। এই কাজের জন্য প্রাথমিকভাবে বিএলও-দের বাছাই করা হয়েছে। যদিও শিলিগুড়িতে বিএলও'র দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষকদের একাংশ শুরুতেই বেঁকে বসেছেন। দায়িত্ব নিতে অস্বীকার করে তাঁরা সোমবার শিলিগুড়ি পুরনিগমের কমিশনার তথা প্রিন্সিপাল সেন্সাস অফিসার অশ্বিনীকুমার রায়ের সঙ্গে দেখা করেন। জনগণনার কাজ থেকে অব্যাহতি চেয়ে তাঁরা এদিন দাবিপত্র পেশ করেন।

যদিও প্রিন্সিপাল সেন্সাস অফিসার তাঁদের অব্যাহতি না দিয়ে কাজ চালিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন। অশ্বিনীকুমার বলেন, 'সকল শিক্ষকের কাছে আবেদন, দেশ গঠনের এই কাজ একসঙ্গে মিলে করতে হবে। সকলে যাতে অন ডিউটি কাজ করতে পারেন সেজন্য জলপাইগুড়ি ও দার্জিলিং জেলার বিদ্যালয় পরিদর্শক এবং সংশ্লিষ্ট দপ্তরের আধিকারিককে চিঠি পাঠানো হবে।'

জনগণনার কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে ইতিমধ্যে শিলিগুড়ি পুরনিগম কর্তৃপক্ষ বৈঠক করেছে। প্রিন্সিপাল সেন্সাস অফিসার সেই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। জানা গিয়েছে, শিলিগুড়ি শহরের প্রতিটি বুথকে চারটি ভাগে ভাগ করে জনগণনার কাজ করা হবে। এক্ষেত্রে শিলিগুড়ি পুর এলাকায় ১৬০০ এনুমারেশন ব্লক হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। প্রতিটি ব্লকে খুব বেশি হলে ১৫০টি করে বাড়ি থাকবে। তবে বস্তি এলাকায় বাড়ির সংখ্যা ১০টি হতে পারে। জনগণনার কাজে বিএলও-দের পাশাপাশি অন্য দপ্তরের সরকারি কর্মীদের নিযুক্ত করার ভাবনাও রয়েছে। তবে একাংশ বিএলও শুরুতেই বেঁকে বসায় পুর কর্তৃপক্ষকে কিছুটা হলেও চাপে পড়তে হচ্ছে।

জনগণনার কাজ শুরুর আগে সোমবার বিএলও-দের প্রশিক্ষণ হওয়ার কথা ছিল। তবে বিক্ষুব্ধ বিএলও-রা এদিন সেই প্রশিক্ষণ এড়িয়ে যান। তাঁদের মতে, প্রশিক্ষণে যোগ দিলে কোনওভাবে অব্যাহতি মিলবে না। তাই এদিন একজোট হয়ে বিএলও-রা শিলিগুড়ি পুরনিগমে হাজির হয়েছিলেন। পরে তিন সদস্যের একটি প্রতিনিধিদল প্রিন্সিপাল সেন্সাস অফিসারের সঙ্গে দেখা করে। বিএলও দীপক দে বলেন, 'দীর্ঘ সাত-আট মাস ধরে আমরা এসআইআর-এর কাজ করছি। সেই কাজ এখনও জারি রয়েছে। এর মাঝে অন্নপূর্ণা যোজনার বাড়তি দায়িত্ব দেওয়া হয়। সেই কাজ থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে কি না, জানা নেই। এবার নতুন করে জনগণনার কাজ করতে বলা হচ্ছে। এভাবে চাপ দেওয়ায় অনেকেই অসুস্থ হয়ে পড়ছেন।' আরেক বিএলও রাখি সরকারের কথায়, 'অন্য একাধিক দপ্তরের কর্মী তো রয়েছেন। শুধু আমরা বিএলও-রা কেন এসব কাজে যুক্ত হব? এসবের জন্য স্কুলের পঠনপাঠনেও ক্ষতি হচ্ছে।'

কোচবিহারের ইতিহাস নিয়ে প্রদর্শনী

তমালিকা দে

শিলিগুড়ি, ৮ জুন : কোচবিহারের রাজকীয় ইতিহাস এবার শিলিগুড়িতে। আন্তর্জাতিক আর্কাইভ দিবসে কেবল ইতিহাসের পাতা ওলটানোই নয়, বরং সেই সময়ের রাজকীয় জীবনযাত্রা ও শাসন ব্যবস্থাকে খুব কাছ থেকে চেনার সুযোগ মিলতে চলেছে। উত্তরবঙ্গ বিজ্ঞানকেন্দ্রের উদ্যোগে এবং 'কোচবিহার আর্কাইভ'-এর যৌথ আয়োজনে আগামী মঙ্গলবার থেকে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত উত্তরবঙ্গ বিজ্ঞানকেন্দ্রে প্রদর্শিত হবে কোচবিহারের রাজকীয় ইতিহাস। নতুন প্রজন্মের কাছে উত্তরবঙ্গের এই সমৃদ্ধ ইতিহাস তুলে ধরতেই বিশেষ এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। শহরের বুকে এ ধরনের প্রদর্শনী অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছেন ইতিহাসপ্রেমী ও গবেষকরা।

বিজ্ঞানকেন্দ্রের এই প্রদর্শনীতে প্রায় দুশো বছর আগের রাজকীয় ব্যবস্থা কেমন ছিল, সে সম্পর্কে বিস্তারিত জানা যাবে। কোচবিহারের রাজকীয় ঐতিহ্য এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক ইতিহাসকে সাধারণ মানুষের সামনে তুলে ধরাই এই প্রদর্শনীর মূল উদ্দেশ্য বলে উদ্যোক্তরা জানিয়েছেন।

এই প্রর্দশনীতে মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণের রাজ্য শাসনের রজতজয়ন্তী বর্ষপূরণ এবং রাজার জেনকিন্স স্কুল পরিদর্শনের ছবি, কোচবিহারের বিভিন্ন ঐতিহাসিক ভবন, মদনমোহন মন্দির, পদ্মজা নাইডু ও জওহরলাল নেহরুর কোচবিহার সফরের ছবি এবং ১৯৫৪ সালের কোচবিহারের বন্যা পরিস্থিতি সহ মোট ১০৫টি আলোকচিত্র স্থান পাবে। পাশাপাশি রাজ আমলের গ্রামোফোন রেকর্ড, পুরোনো মানচিত্র, রাজবাড়ি থেকে পাঠানো বিভিন্ন সময়ের আমন্ত্রণপত্র, মহারানি ইন্দিরা দেবীর 'মেনুবুক', সুকৃতিসুন্দরী দেবীর বিয়ের আমন্ত্রণপত্র সহ রাজপরিবারের অন্য চিঠিপত্রও দেখার সুযোগ থাকছে।

রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচার-এর অধ্যাপক তথা কোচবিহার আর্কাইভের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ঋষিকল্প পাল বলেন, ''এই প্রদর্শনীতে কোচবিহার রাজ্যের পাঠ্যপুস্তক 'কোচবিহারের চুম্বক বিবরণ', 'প্রয়োজনীয় বিষয় শিক্ষা', সচিত্র বর্ণপরিচয় এবং রাজ আমলের শংসাপত্র, রাজস্ব ও আইনি ব্যবস্থা, পোস্ট অফিস এবং চা বাগানের নথি রাখা থাকছে। এছাড়াও বেশকিছু পাণ্ডুলিপি দেখতে পাওয়া যাবে।''

আলোকচিত্রের পাশাপাশি রাজ আমলের ১৩৭টি নথি ও অন্য সামগ্রীও এই প্রদর্শনীতে থাকবে। আগামী ১১ জুন এ বিষয়ে একটি কর্মশালাও অনুষ্ঠিত হবে।

মঙ্গলবার এই প্রদর্শনীর উদ্বোধন করবেন জলপাইগুড়ির সাংসদ ডাঃ জয়ন্তকুমার রায়। এছাড়াও উপস্থিত থাকবেন আলিপুরদুয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা উপাচার্য তথা উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ডিন পদ্মশ্রী ডঃ মহেন্দ্রনাথ রায় এবং উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ডঃ সুদাশ লামা।

উত্তরবঙ্গ বিজ্ঞানকেন্দ্রে কোচবিহার নিয়ে প্রদর্শনীতে দর্শকরা।

পৃথিবীর পাঠশালা

মুরগিচালিত পরমাণু বোমা

স্নায়ুযুদ্ধের সময় ব্রিটেন জার্মানিতে এমন কিছু ল্যান্ডমাইন পোঁতার পরিকল্পনা করেছিল, যার ভেতরে আস্ত পারমাণবিক বোমা লুকোনো থাকবে। কিন্তু শীতকালে মাটির নীচে ঠান্ডায় বোমার যন্ত্রপাতি বিকল হয়ে যাওয়ার ভয় ছিল। এর সমাধানের জন্য বিজ্ঞানীরা এক অদ্ভুত উপায় বের করেন। বোমার ভেতরে জ্যান্ত মুরগি এবং তাদের খাবার রেখে দেওয়ার প্রস্তাব দেওয়া হয়। মুরগির শরীরের তাপে বোমার ভেতরের তাপমাত্রা ঠিক থাকবে। আস্ত একটা পারমাণবিক বোমাকে সচল রাখতে নিরীহ মুরগির ব্যবহারের এই গোপন নথি প্রকাশ্যে এলে বিশ্ববাসী হতবাক হয়ে যায়।

কঙ্কাল দিয়ে সাজানো ঘর

ইতালির রোম শহরে মাটির নীচে এক অদ্ভুত ঘর আছে, যার নাম কাপুচিন ক্রিপ্ট। এই ঘরের দেওয়াল, ছাদ, এমনকি ঝাড়বাতি পর্যন্ত তৈরি হয়েছে প্রায় চার হাজার মৃত সন্ন্যাসীর হাড়গোড় দিয়ে। আড়াআড়ি হাড় সাজিয়ে নানারকম নিখুঁত নকশা তৈরি করা হয়েছে। কিছু কঙ্কালকে আবার সন্ন্যাসীদের পোশাক পরিয়ে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে। ঘরের দরজায় লেখা আছে, 'আজ তোমরা যা, আমরাও তাই ছিলাম এবং আজ আমরা যা, তোমরাও তাই হবে।' মৃত্যুর এই চরম সত্যকে মনে করাতেই হাড় দিয়ে এই ভূতুড়ে ঘর সাজানো হয়েছিল।

বিশ্বের সবচেয়ে বিষাক্ত গাছ

ক্যারিবিয়ান সাগরের উপকূলে জন্মানো মানচিনিল গাছটিকে পৃথিবীর সবচেয়ে বিপজ্জনক গাছ বলা হয়। এর ফল দেখতে ছোট আপেলের মতো হলেও, একে মৃত্যুর আপেল বলা হয়। এক কামড় খেলেই মানুষের গলা ফুলে শ্বাসরোধ হয়ে মৃত্যু হতে পারে। এই গাছের পাতা বা ডালে হাত দিলে ত্বক পুড়ে যায়। এমনকি বৃষ্টির সময় এই গাছের নীচে দাঁড়ালে বৃষ্টির জলের সঙ্গে পাতার বিষ মিশে গায়ে পড়লে শরীরে ফোসকা পড়ে যায়। বিপদ এড়াতে প্রশাসন এই গাছের গায়ে লাল রঙের ক্রস চিহ্ন দিয়ে মানুষকে সতর্ক করে রাখে।

গুলি ছোড়া বিস্ফোরক গাছ

দক্ষিণ আমেরিকার আমাজন জঙ্গলে স্যান্ডবক্স নামের এক ভয়ংকর গাছ পাওয়া যায়। এই গাছের পুরো গায়ে বড় বড় কাঁটা থাকে। তবে এর আসল বিপদের জায়গা হল এর ফল। কুমড়োর মতো দেখতে এই ফল যখন পাকে, তখন তা হঠাৎ করে প্রচণ্ড শব্দে ফেটে যায় এবং ফলের ভেতরের বীজগুলো আক্ষরিক অর্থেই বন্দুকের গুলির মতো চারদিকে ছিটকে পড়ে। এর গতি এতটাই বেশি থাকে যে সামনে কোনও মানুষ বা প্রাণী থাকলে তা শরীর ফুঁড়ে ঢুকে যেতে পারে। প্রকৃতির এই মারণাস্ত্র সত্যিই আতঙ্কের।

শেষ 'পুষ্পাগিরি'

প্রথম পাতার পর

তাঁর কাছ থেকে তেমন কিছু পাওয়া যায়নি।' তৃণমূলের বিদ্রোহী বিধায়ক ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'জাহাঙ্গির খান ওখানে যা করেছেন, ভোটে তার ফল মিলেছে। অভিষেকের খাস লোক জাহাঙ্গির পালিয়ে গিয়েছিলেন। আমরা চাই, পুরো তদন্ত হোক।'

তাঁর গ্রেপ্তারের খবর চাউর হতে ফাঁসিদেওয়া থানায় বিজেপি নেতা-কর্মী, সমর্থকদের ভিড় হয়ে যায়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে থানার প্রধান গেট বন্ধ করে দেওয়া হয়। জাহাঙ্গিরকে থানা থেকে নিয়ে যাওয়ার সময় গেটের বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা উত্তেজিত জনতা 'চোর চোর' স্লোগান দিতে থাকেন। বিধানসভার পুনর্নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়িয়েছিলেন জাহাঙ্গির। হাইকোর্ট রক্ষাকবচ তুলে নেওয়ার পর আত্মগোপন করেন তৃণমূলের সেকেন্ড-ইন কমান্ড অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডান হাত বলে পরিচিত স্বঘোষিত 'পুষ্পা'।

তাঁর বিরুদ্ধে ২৯ এপ্রিল বিধানসভা ভোটের দ্বিতীয় দফার দিন ইভিএমে আতর, কালি, টেপ লাগানোর অভিযোগ পায় নির্বাচন কমিশন। তাঁর বিরুদ্ধে রিগিং ছাড়াও পাচার সহ নানা দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে। ফলতার নির্বাচনের আগে জাহাঙ্গিরের বাড়িতে হানা দিয়েছিলেন যোগী রাজ্যের এনকাউন্টার স্পেশালিস্ট তথা এরাজ্যে পুলিশ পর্যবেক্ষক অজয় পাল। জাহাঙ্গির যাঁর সম্পর্কে বলেছিলেন, উনি 'সিংহম' হলে তিনি 'পুষ্পা'। বলেছিলেন, ঝুঁকেগা নেহি। কিন্তু পুনর্নির্বাচনের দু'দিন আগে প্রথমে ভোটের লড়াই থেকে নিজেকে সরিয়ে নেন তিনি।

শেষপর্যন্ত ধরা পড়ে গেলেন পুলিশের জালে। 'পুষ্পাগিরি'র দফারফা হয়ে গেল।

চর্চায় ফিরহাদ

প্রথম পাতার পর

সাংসদদের মধ্যে সংক্রামিত হচ্ছে।'

তৃণমূলের বিদ্রোহী ব্লকের শক্তিবৃদ্ধি হচ্ছে বলে কয়েকদিন ধরে দাবি করছিলেন ঋতব্রত। তাঁর দাবি, ৫৮ জনের তৃণমূল পরিষদীয় দলকে সমর্থন জানিয়েছেন আরও ৬ বিধায়ক। ফিরহাদ তাঁর ঘরে এক ঘণ্টা সময় কাটানোয় প্রশ্ন উঠেছে, কলকাতার প্রাক্তন মেয়রও কি বিক্ষুব্ধ ব্লকে যোগ দিলেন? এব্যাপারে ফিরহাদ বা ঋতব্রত- কেউ মুখ খোলেননি। দুজনই বলেছেন, জমিয়ে আড্ডা হয়েছে।

সোমবার আড়াইটে নাগাদ বিধানসভায় আসেন ফিরহাদ। লবিতে এসে বসার পরই তৃণমূল পরিষদীয় দলের উপনেতা ঋতব্রত-ঘনিষ্ঠ সন্দীপন সাহা লবি থেকে ফিরহাদকে নিয়ে যান বিরোধী দলনেতার ঘরে। সেই সময় ওই ঘরে বিদ্রোহী তৃণমূল ব্লকের আরও কয়েকজন ছিলেন।

অন্যদিকে, শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়কে বিধানসভার বিরোধী দলনেতা করার যে প্রস্তাব বিধানসভার অধ্যক্ষকে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় দিয়েছিলেন, তা খারিজ করে দেওয়ায় সোমবার আদালতে মামলা হয়েছে। তবে বিধানসভার অধ্যক্ষকে দেওয়া বিক্ষুব্ধ বিধায়কদের চিঠিতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে নেত্রী ও পরামর্শদাতা হিসেবে উল্লেখ করা ছিল। ফিরহাদের দৌত্যে মমতা অনুগামী বাকি বিধায়কদের মধ্যে অনেকের বিদ্রোহী শিবিরে যোগ দেওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হল বলে মনে করা হচ্ছে।

বিরোধী দলনেতার স্বীকৃতি নিয়ে চাপানউতোর হলে বিধানসভায় শক্তিপরীক্ষার মুখে পড়তে হতে পারে দুই গোষ্ঠীকে। সেক্ষেত্রে সংখ্যার বিচারে বিদ্রোহী ব্লকের কাছে শোভনদেবদের পরাজয় সুনিশ্চিত। তখন খোয়াতে হতে পারে তৃণমূলের জোড়াফুল প্রতীকও। বিদ্রোহী ব্লকের সংখ্যালঘু বিধায়কদের পক্ষে বিজেপির ছত্রছায়ায় রাজনীতি করা সম্ভব না হলেও পরিস্থিতির বাধ্যবাধকতায় আপাতত সমঝোতার রাস্তায় হাঁটতেই আগ্রহী।

এইসব অঙ্কে একজোট থাকার কথা বলে ফিরহাদ কোনও বার্তা দিলেন বলে মনে করা হচ্ছে। তাৎপর্যপূর্ণ হল মমতার দিল্লিতে থাকাকালীন সময়টিকে বেছে নিলেন ফিরহাদ।

জাহাঙ্গিরের গ্রেপ্তারের পর কড়া নিরাপত্তা পানিট্যাঙ্কিতে

যোগসূত্রের খোঁজে গোয়েন্দারা

নীতেশ বর্মন

শিলিগুড়ি, ৮ জুন : ভারত-নেপাল সীমান্ত থেকে সোমবার ফলতার দাপুটে তৃণমূল নেতা জাহাঙ্গির খান ওরফে পুষ্পা গ্রেপ্তার হতেই নজরদারি বৃদ্ধি করল এসএসবি। পুলিশের খাতায় নাম থাকা তৃণমূল নেতাদের একাংশ ইতিমধ্যে নেপালে গা-ঢাকা দিয়েছেন বলে যেমন আশঙ্কা তৈরি হয়েছে, তেমনই আরও অনেকে নেপালে পালিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা করেছেন বলে মনে করা হচ্ছে। এমন সম্ভাবনাতেই সীমান্তে কড়া নজরদারি রাখছে এসএসবি। বিশেষ করে শিলিগুড়ি মহকুমার পানিট্যাঙ্কি দিয়ে যাতায়াতকারীদের ওপর নজরদারি রাখার পাশাপাশি সন্দেহজনক মনে হলে জেরা করা হচ্ছে। প্রয়োজনে তল্লাশিও চালানো হচ্ছে। কিন্তু যেহেতু উন্মুক্ত সীমান্ত, ফলে এসএসবির এই কড়া নজরদারি কতদূর কার্যকর হবে, তা নিয়ে সংশয় রয়েছে অনেকের মধ্যেই। তবে এসএসবির পানিট্যাঙ্কির এক আধিকারিক বলেন, 'নিরাপত্তায় কোনও খামতি রাখা হচ্ছে না। খোলা সীমান্ত। তারপরও আমরা পর্যাপ্ত নজর রাখছি। সন্দেহ হলে খতিয়ে দেখা হচ্ছে।'

রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনে নিজেকে 'পুষ্পা' তুলে ধরে নিজের দিকে প্রচারের আলো টেনে নিয়েছিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুগত জাহাঙ্গির। কিন্তু রাজ্যে ক্ষমতার পরিবর্তন হতেই ফলতার তৃণমূল প্রার্থী জাহাঙ্গির আত্মগোপনের জন্য নেপাল পাড়ি দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু নেপালে গা-ঢাকা দেওয়ার আগেই তাঁকে পানিট্যাঙ্কি থেকে গ্রেপ্তার করে এসটিএফ। ফলে পুলিশের খাতায় নাম ওঠা তৃণমূল নেতাদের একাংশ আত্মগোপনের ডেস্টিনেশন হিসেবে নেপালকে বেছে নিয়েছেন বলে মনে করা হচ্ছে। গোয়েন্দা সূত্রে খবর, অপরাধ করে বা আইনি জটিলতা এড়াতে নেপাল সীমান্তকে ট্রানজিট রুট বা

ফাঁসিদেওয়া থানায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে জাহাঙ্গিরকে। সোমবার।

আশ্রয়স্থল হিসেবে ব্যবহার করার প্রবণতা ইদানীং অপরাধীদের মধ্যে বাড়ছে। যে কারণে অন্য কোনও নেতার নেপালের সঙ্গে যোগসূত্র রয়েছে কি না খতিয়ে দেখছেন গোয়েন্দারা। দক্ষিণ ২৪ পরগনার পাশাপাশি মালদা, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার সহ উত্তরবঙ্গের বেশ কিছু বিতর্কিত তৃণমূল নেতা এবং তাঁদের ঘনিষ্ঠরা যাঁদের বিরুদ্ধে খুন, তোলাবাজি, ভোট প্রক্রিয়ায় কারচুপি বা আর্থিক দুর্নীতির মামলা রয়েছে, তাঁরা সীমান্ত পার হয়েছেন অথবা সীমান্তের কাছাকাছি আত্মগোপন করে থাকতে পারেন বলে মনে করা হচ্ছে। জানা গিয়েছে, জলপাইগুড়ির এক দাপুটে তৃণমূল নেতা নেপালে গিয়ে থাকতে পারেন। কোচবিহারের দুই নেতারও খোঁজ করছেন গোয়েন্দারা। কয়েকজন নেতা নেপালে পুজো দিতে গিয়ে তাঁদের হোয়াটসঅ্যাপ ডিপিতে ছবি দিচ্ছেন বলে দাবি। পরে সেই ছবি মুছেও ফেলা হয়েছে। সূত্রের খবর, নকশালবাড়ি, খড়িবাড়ির কয়েকজন নেতা গ্রেপ্তারের আঁচ পেয়ে এবং জনতার রোষ থেকে বাঁচতে নেপালে আশ্রয় নিয়েছেন।

নেপাল সীমান্ত উন্মুক্ত, তার মধ্যে নেপালে পৌঁছে মোবাইল ফোনের সিম পরিবর্তন সহজ। ফলে সেখানে আত্মগোপন সহজ। এ কারণে নেপালকে অপরাধীরা বেছে নিচ্ছেন বলে মনে করা হচ্ছে। এ কারণেই নেপালে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টায় ছিলেন জাহাঙ্গির। উত্তরবঙ্গের পাশাপাশি বিহার লাগোয়া এলাকায় এই নেতাদের আশ্রয় দেওয়ার পেছনে কোনও আন্তর্জাতিক চক্র বা স্থানীয় এজেন্ট রয়েছে কি না, খতিয়ে দেখছেন গোয়েন্দারা।

জাতীয় সড়কে দুপুরের ভাত-ঘুম। সোমবার গাজোলে ছবিটি তুলেছেন পঙ্কজ ঘোষ।

রাজার নামে বিমানবন্দরের প্রস্তাব

শিলিগুড়ি ও বাগডোগরা, ৮ জুন : বাগডোগরা বিমানবন্দরের নাম কোচবিহারের মহারাজা নরনারায়ণের নামে করার প্রস্তাব দিলেন পদ্মশ্রী সম্মানপ্রাপক নগেন্দ্রনাথ রায়। সোমবার রাজ্যের প্রতিমন্ত্রী আনন্দময় বর্মনকে তিনি এই প্রস্তাব দিয়েছেন। এদিন নগেন্দ্রনাথের শারীরিক অবস্থার খোঁজ নিতে তাঁর শিবমন্দিরের বাড়িতে যান আনন্দময়। সেখানেই তাঁদের একপ্রস্থ আলোচনা হয়। আলোচনার পরে নগেন্দ্রনাথ রায় বলেন, 'নরনারায়ণ ছিলেন কোচবিহার রাজ্যের রাজা। তাঁর নামে বিমানবন্দরের নামকরণ হলে উত্তরবঙ্গের মানুষকে সম্মান জানানো হবে। আজ মহারাজ নরনারায়ণের নামে বিমানবন্দরের নামকরণের বিষয়টি মন্ত্রীকে জানিয়েছি। পরে এনিয়ে তাঁর সঙ্গে আরও আলোচনা হবে।'

তবে আনন্দময় বাগডোগরা বিমানবন্দরের নামকরণ বীর চিলারায়ের নামে করার দাবিতে আগেই চিঠি দিয়েছিলেন কেন্দ্রকে। তবে সে সময় রাজ্যে তৃণমূল সরকার ছিল। সেসময়ে তাঁর সেই প্রস্তাবকে গুরুত্ব দেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ। এখন রাজ্যে বিজেপির সরকার। এবার কি নরনারায়ণের নামে বিমানবন্দরের নামকরণ করার প্রস্তাব দেবেন? সে প্রসঙ্গে আনন্দময়ের বক্তব্য, 'একজন রাজা, অন্যজন বীর সেনাপতি। যে কারও একজনের নামে করলেই রাজবংশী সমাজের মানুষ মেনে নেবেন বলে মনে করি। নগেন্দ্রনাথের সঙ্গে আরও একবার কথা বলে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এবং অসামরিক বিমান পরিবহণমন্ত্রীকে চিঠি দেব।'

এর আগে দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্ট বাগডোগরা বিমানবন্দরের নাম তেনজিং নোরগের নামে করার দাবি তুলেছিলেন। সেই প্রস্তাবও গ্রহণ হয়নি। প্রশাসন সূত্রে খবর, বিমানবন্দরের নামকরণের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত রাজ্য সরকারের প্রস্তাবের ভিত্তিতে কেন্দ্রীয় অসামরিক বিমান পরিবহণমন্ত্রক গ্রহণ করে। এখনও পর্যন্ত আনুষ্ঠানিকভাবে কোনও একটি নির্দিষ্ট নামে সিলমোহর দেওয়া হয়নি। তবে বিজেপি রাজ্যে ক্ষমতায় আসার পরে এনিয়ে নতুন করে চর্চা শুরু হয়েছে।

বর্তমানে বাগডোগরা বিমানবন্দরের আধুনিকীকরণের কাজ চলছে। এজন্য বরাদ্দ বাড়িয়ে তিন হাজার কোটি টাকা করা হয়েছে। বিমানবন্দর সূত্রে খবর, একটি নতুন টার্মিনালের কাজ প্রায় শেষের পথে। আগামী বছরের মার্চে কাজ শেষের লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে। তবে তা পিছিয়ে যেতে পারে বলে মনে করছেন আধিকারিকদের একাংশ। কারণ, ২০২৯ সালে লোকসভা নির্বাচন। অনেকেই মনে করছেন, বিমানবন্দরের উন্নয়নকে ভোটের প্রচারে লাগাতে চাইবে বিজেপি নেতৃত্ব। সেদিক থেকে দেরিতে কাজ শেষ হলে তা প্রচারের আলোয় আনতে সহজ হতে পারে বলে মনে করছেন বিজেপি নেতাদের একাংশ। তবে দ্রুত কাজ চলছে বলে দাবি করেছেন বাগডোগরা বিমানবন্দরের বর্তমান ডিরেক্টর নাবিদ নাজিম। তিনি বলেন, 'নামকরণের বিষয়ে জানা নেই। কাজ চলছে।'

মন্ত্রীর কাছে দাবি

এদিন প্রতিমন্ত্রীর কাছে এই অঞ্চলের স্বার্থে বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দাবি তুলে ধরেন নগেন্দ্রনাথ। তাঁর দাবিগুলির মধ্যে প্রধান ছিল, রাজবংশী ভাষাকে সংবিধানের অষ্টম তফশিলভুক্ত করার বিষয়ে দ্রুত পদক্ষেপ করা, উত্তরবঙ্গের সাধারণ মানুষের উন্নত চিকিৎসার স্বার্থে এই অঞ্চলে অন্তত দুটি 'এইমস' তৈরি করা। উত্তরবঙ্গের রাস্তাঘাট, শিক্ষা ও প্রান্তিক মানুষের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের গতি ত্বরান্বিত করার দাবিও তোলেন তিনি। প্রবীণ সাহিত্যিকের প্রতিটি দাবি অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে শোনেন আনন্দময়। তিনি বলেন, 'পদ্মশ্রী নগেন্দ্রনাথ রায়ের মূল্যবান পরামর্শ এবং দাবিগুলো গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা হবে।' উত্তরবঙ্গের সার্বিক বিকাশ এবং রাজবংশী সংস্কৃতির প্রসারে নতুন সরকার যে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, সেই বার্তাও দেন মন্ত্রী।

শিলিগুড়ির ১৪ ওয়ার্ডের সমস্যা অগ্নিমিত্রার কাছে

জলপাইগুড়ি, ৮ জুন : রাজ্যের পুরমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে জেলার বিভিন্ন সমস্যা তুলে ধরলেন বিজেপির দুই বিধায়ক। বিশেষ করে জলপাইগুড়ি শহর ও ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির জলপাইগুড়ি জেলার অধীনে থাকা ১৪টি ওয়ার্ডের সমস্যা পুরমন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পালের কাছে পৌঁছে দেন তাঁরা। সোমবার জেলায় মন্ত্রীর কোনও সরকারি কর্মসূচি এবং প্রশাসনিক বৈঠক ছিল না। বিকেলে সার্কিট হাউসে জেলা শাসক সন্দীপ ঘোষ, অতিরিক্ত জেলা শাসক রাজেশ রাঠোর ও হরিশ রসিদের সঙ্গে মন্ত্রী একপ্রস্থ আলোচনা করেন। তবে মঙ্গলবার সকাল থেকেই জেলার বিভিন্ন সমস্যাবহুল এলাকায় পরিদর্শনে বেরোবেন তিনি।

পাহাড় সফর শেষ করে সোমবার বিকেলে জলপাইগুড়িতে আসেন পুর ও নগরোন্নয়নমন্ত্রী। সার্কিট হাউসে ওঠেন তিনি। সেখানে তাঁর সঙ্গে দেখা করেন জলপাইগুড়ি সদরের বিধায়ক অনন্তদেব অধিকারী ও ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির বিধায়ক শিখা চট্টোপাধ্যায়। তাঁরা ফুলের তোড়া দিয়ে মন্ত্রীকে স্বাগত জানান। সেখানে তাঁরা নিজ নিজ বিধানসভা এলাকার দীর্ঘদিনের দাবিগুলি মন্ত্রীকে জানান। এই দুই বিধানসভার শহরাঞ্চলের নিকাশি ও পরিস্রুত পানীয় জলের সমস্যা নিয়ে মন্ত্রীকে ওয়াকিবহাল করেন।

জলপাইগুড়ি সার্কিট হাউসে মন্ত্রীর সঙ্গে শিখা চট্টোপাধ্যায়। সোমবার।

রবিবার সকালে ফুলবাড়ির উত্তরকন্যায় প্রশাসনিক বৈঠকে জলপাইগুড়ি পুর এলাকার পানীয় জল, জলনিকাশি, পার্কিং এবং অবৈধ নির্মাণের মতো সমস্যাগুলো লিখিতভাবে মন্ত্রীকে জানিয়েছিলেন অনন্তদেব অধিকারী। সেইসঙ্গে আম্রুত জলপ্রকল্প, শহরের আবর্জনা সহ বেশ কিছু নাগরিক পরিষেবা বৈঠকে তুলে ধরেছিলেন জলপাইগুড়ির বিধায়ক। প্রশাসনিক সূত্রে খবর, মঙ্গলবার মন্ত্রী জলপাইগুড়ি পুরসভাকেন্দ্রিক কিছু এলাকা পরিদর্শন করতে পারেন। যার মধ্যে আম্রুত জলপ্রকল্পের কাজ যেমন মন্ত্রী দেখতে পারেন, একইভাবে পুরসভার ডাম্পিং গ্রাউন্ড এবং সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্প পুরসভায় কী কাজ করছে সেই বিষয়টিও মন্ত্রী দেখতে পারেন বলে খবর। জলপাইগুড়ির পাশাপাশি ময়নাগুড়ি পুর এলাকাতেও মন্ত্রী যেতে পারেন বলে প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে।

দুই দিনাজপুরে জেলা পরিষদে থরহরিকম্প

রায়গঞ্জ ও বালুরঘাট, ৮ জুন : গেরুয়া শিবিরের অশ্বমেধের রথের ধাক্কায় মালদা জেলা পরিষদে তৃণমূলের আসন তো এমনিতেই টলমল। এবার দুই দিনাজপুরেও দেখা গেল একই ছবি। উত্তর দিনাজপুর জেলা পরিষদের সভাধিপতি পম্পা পাল মালদা বিভাগের ডিভিশনাল কমিশনারের কাছে পদত্যাগপত্র জমা দিয়েছেন। আর দক্ষিণ দিনাজপুরে তার রিপিট টেলিকাস্ট কেবল সময়ের অপেক্ষা। সেখানে জনপ্রতিনিধিদের ওপর নানারকম চাপ আসছে। রাজনৈতিক মহলের মতে, নানা দুষ্কর্মের ফাইল খোলার সেই চাপ সহ্য করা তৃণমূলের জনপ্রতিনিধিদের পক্ষে আর খুব বেশিদিন সম্ভব হবে না।

তবে গৌড়বঙ্গের ৩ জেলার মধ্যে উত্তর দিনাজপুরে তৃণমূলের নির্বাচিত বোর্ডের দশা সবথেকে করুণ। কারণ, সেখানে কেবল জেলা পরিষদ নয়, সোমবার হেমতাবাদ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শম্ভু রায় এবং সহ সভাপতি সাবিনা বেগম পদত্যাগপত্র জমা দিয়েছেন বিডিও বিশ্বজিৎ দত্তের কাছে।

পদত্যাগপত্রে সভাধিপতি পম্পা কারণ হিসেবে শারীরিক অসুস্থতার কথা উল্লেখ করেছেন। তবে দলের অন্দরমহলে গুঞ্জন চলছে তাঁর জাতিগত শংসাপত্র নিয়ে। বিজেপি বিধানসভা ভোটে জেতার আগে থেকেই তাঁর সেই শংসাপত্র জাল বলে অভিযোগ উঠেছে। তা নিয়ে বর্তমানে করণদিঘির বিধায়ক বিরাজ বিশ্বাস হাইকোর্টে মামলাও করেছেন। মনে করা হচ্ছে, সেই শংসাপত্র নিয়ে আবার চাপ আসতে পারে মনে করেই তিনি পদ ছেড়েছেন। গত ৪ মে বিধানসভা ভোটের ফলাফল প্রকাশের পর থেকেই পম্পাকে জেলা পরিষদে আর দেখা যায়নি। কর্ণজোড়ায় সভাধিপতির বাংলোতেও তাঁর খোঁজ মেলেনি। সোমবার একাধিকবার ফোন করেও তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করা যায়নি। দলে পম্পার কাছের লোকজন যাঁরা ছিলেন, তাঁরাও কেউ এই বিষয়ে মুখ খুলতে নারাজ। তৃণমূল কংগ্রেসের প্রাক্তন জেলা সহ সভাপতি সঞ্জয় মিত্র বলেন, 'আমার সঙ্গে ওঁর যোগাযোগ নেই। কোথায় আছেন জানা নেই।' আর বিজেপির জেলা সভাপতি নিমাই কবিরাজ বলেন, 'আমরা তো তাঁকে পদত্যাগ করতে বলিনি। নিশ্চয়ই জাল জাতিগত সার্টিফিকেটের কারণে পদত্যাগ করেছেন।' জেলা পরিষদের নির্বাহী আধিকারিক আফজল হোসেন বলেন, 'মালদা ডিভিশনের কমিশনারের কাছে উনি পদত্যাগপত্র পাঠিয়েছেন। নির্দিষ্ট পদ্ধতি মেনে পদত্যাগপত্র গ্রহণ করা হবে।'

উত্তর দিনাজপুরের ৯টি পঞ্চায়েত সমিতি তৃণমূল পরিচালিত। তার মধ্যে প্রথম ভাঙন ধরল হেমতাবাদে।

সীমান্ত রক্ষায় দলবেঁধে পাহারায় গ্রামবাসী

বহরমপুর, ৮ জুন : অবৈধ অনুপ্রবেশ রুখতে কড়া ভূমিকা নেওয়ার ইঙ্গিত দিচ্ছে সরকার। তখনই বিএসএফ-কে সাহায্য করতে অভিনব উদ্যোগ নিলেন মুর্শিদাবাদ জেলার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী ডোমকল মহকুমার সাগরপাড়া, জলঙ্গি সংলগ্ন স্পর্শকাতর এলাকার মানুষ। দেশের স্বার্থে খোলা সীমান্ত পাহারা দেওয়ার জন্য ছোট ছোট দল বানিয়েছেন তাঁরা। এরপর পালা করে চলছে টহলদারি। এতে রীতিমতো উচ্ছ্বসিত এলাকার মানুষ।

স্থানীয় বাসিন্দা সুনীলকুমার সরকার বলেন, 'বাপঠাকুরদার আমল থেকে দেখে আসছি, বাংলাদেশের সীমান্ত ঘেঁষা সাগরপাড়া, জলঙ্গি সংলগ্ন গ্রামগুলি একেবারে অরক্ষিত অবস্থায় পড়ে রয়েছে। কাঁটাতার না থাকায় চোরাচালানকারীদের সিন্ডিকেটরাজ চলছে দেদার। ফলে এখন আমরা ঠিক করেছি, সীমান্ত রক্ষীবাহিনীর সঙ্গে গ্রামের তরুণরাও পাহারা দেবে। লক্ষ্য, কোনও পরিস্থিতিতে কোনও বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী যেন ভারতীয় ভূখণ্ডে পা রাখতে না পারেন।'

টহল বাহিনীর সদস্যদের দাবি, অনুপ্রবেশ সহ সীমান্তের অপরাধ রুখতে সরকার কড়া অবস্থান নেওয়ার পরই তাঁদের উৎসাহ বাড়ে। আর তারপরই এই উদ্যোগ নেন তাঁরা। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের তথ্য বলছে, মুর্শিদাবাদ জেলায় ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের প্রায় ৭০ কিলোমিটারের বেশি এলাকা এখনও কাঁটাতার দিয়ে ঘেরা নেই। কার্যত সেই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে গবাদিপশু পাচার থেকে চোরাচালান, অবৈধ অনুপ্রবেশ থেকে শুরু করে এলাকায় মৌলবাদীদের রমরমা বেড়েছে।

জলঙ্গির বাসিন্দা নির্মলকুমার সরকার বলেন, 'বিএসএফ-কে সহযোগিতা করতে পেরে আমরা খুশি। কেন্দ্রের সদিচ্ছা সত্ত্বেও মুর্শিদাবাদ জেলার এই আন্তর্জাতিক সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া দেওয়া যায়নি। বিগত সরকার তা হতে দেয়নি। এবার এগিয়ে এসে বিএসএফ-এর পাশে দাঁড়াচ্ছি সাধ্যমতো।'

উচ্ছেদ অভিযান

কিশনগঞ্জ, ৮ জুন : সোমবার পুরসভার তরফে বুলডোজার দিয়ে কিশনগঞ্জ শহরের ২৭ নম্বর জাতীয় সড়কের পাশে ধরমগঞ্জ চকে ও সংলগ্ন এলাকায় উচ্ছেদ অভিযান চালানো হয়। বিশাল পুলিশবাহিনী ঘটনাস্থলে মোতায়েন ছিল। এই চক ও আশপাশের এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে একশ্রেণির দোকানদার ও ফল বিক্রেতা পুরসভার জমি, রাস্তা ও ফুটপাথের জমি দখল করে রেখেছিলেন। এর আগেও বারকয়েক এই এলাকায় উচ্ছেদ অভিযান চালানো হলেও কাজ হয়নি। কিছুদিন বাদেই ফের একই কায়দায় এলাকা দখল করা হয়। আর এর জেরে এলাকায় যানজট হচ্ছিল। ফের সমস্যা হলে একই কায়দায় ভবিষ্যতেও উচ্ছেদ অভিযান চলবে বলে জানানো হয়েছে।

বিদ্রোহী ২০

প্রথম পাতার পর

প্রসূনও বিদ্রোহী তালিকায়।

অন্যদের মধ্যে আছেন প্রাক্তন মন্ত্রী পার্থ ভৌমিক, অসিত মাল, কালীপদ সোরেন, শর্মিলা সরকার প্রমুখ। মিতালি বাগ, শত্রুঘ্ন সিনহা ও ইউসুফ পাঠানও ওই দলে নাম লেখাতে পারেন বলে খবর আছে। লোকসভায় এখন তৃণমূলের ২৮ জন সাংসদ আছেন। দুই-তৃতীয়াংশের বেশি সাংসদ বিদ্রোহী গোষ্ঠীতে বলে দলত্যাগ বিরোধী আইনের গেরোয় সদস্যপদ খারিজ হওয়ার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে।

অনুপ্রবেশের ব্লু-প্রিন্ট

প্রথম পাতার পর

স্ট্র্যাটেজিক রিজিওন হিসেবে গড়ে তোলার চিন্তাভাবনা চলছে, সেই শিলিগুড়ি করিডরের একেবারে নাকের ডগায় রয়েছে বাংলাদেশের পঞ্চগড় জেলার তেঁতুলিয়া। সূত্র বলছে, তেঁতুলিয়ার বাংলাবান্ধা এলাকার চা বাগান এবং পাথর খাদানগুলোতে শ্রমিকের ছদ্মবেশে রোহিঙ্গাদের লুকিয়ে রাখা হয়ে থাকতে পারে। সেখান থেকে ফাঁসিদেওয়া বা ফুলবাড়ির খোলা সীমানা ব্যবহার করে ভারতে প্রবেশ করানো খুব একটা কঠিন কাজ নয়।

অন্যদিকে, কোচবিহার জেলার মেখলিগঞ্জ, মাথাভাঙ্গা এবং দিনহাটা সীমান্তের ওপারে বাংলাদেশের লালমণিরহাট ও কুড়িগ্রাম জেলার ভৌগোলিক বিন্যাস বেশ জটিল। লালমণিরহাটের পাটগ্রাম, হাতিবান্ধা এবং কুড়িগ্রামের ভুরুঙ্গামারি ও ফুলবাড়ি উপজেলার তিস্তা ও ধরলা নদীর দুর্গম চর অঞ্চলগুলো বরাবরই পাচারকারীদের স্বর্গরাজ্য। সেই ভৌগোলিক জটিলতার সুযোগ নিয়ে দিনহাটার গিতালদহ বা সাহেবগঞ্জের খোলা সীমান্ত দিয়ে এই 'পুশইন' করানোর চেষ্টা হতে পারে।

সূত্রের খবর, জমায়েত হওয়া রোহিঙ্গাদের কোড নেম দেওয়া হয়েছে 'মেহমান'। সেই সাংকেতিক নামেই তাদের ডাকা হচ্ছে। তাদের পোশাক-পরিচ্ছদ বদলে একেবারে সীমান্তবর্তী স্থানীয় কৃষিজীবী মানুষের মতো তৈরি করা হচ্ছে, যাতে দূর থেকে দেখলে বিএসএফ-এর টহলদারি দলের কোনও সন্দেহ না হয়। দিনেরবেলায় এদের আস্তানা থেকে খুব একটা বাইরে বের হতে দেওয়া হচ্ছে না। মূলত স্থানীয় চোরাচালানকারী সিন্ডিকেট, যারা দীর্ঘদিন ধরে এই সীমান্তগুলোতে গোরু, মাদক বা কাফ সিরাপ পাচারের সঙ্গে যুক্ত, তাদের হাতেই এই 'মেহমান'দের নিরাপদে ভারতে পার করার সুপারি দেওয়া হয়েছে। এমনকি, মেহমানদের জাল ভারতীয় পরিচয়পত্রও তৈরি রাখা হচ্ছে, যাতে ধরা পড়লে তারা নিজেদের ভারতীয় নাগরিক বলেই দাবি করতে পারে। এখন পর্যন্ত এই বিষয়ে গোয়েন্দাদের কাছে প্রচুর 'ইনপুট' এসেছে। সেগুলোর সত্যতা যাচাইয়ের কাজও শুরু হয়েছে।

এক কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা আধিকারিকের বক্তব্য, 'এই পুরো ছকটি শুধু কয়েকটি অনুপ্রবেশের বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, উত্তরবঙ্গের জনবিন্যাস পালটে দেওয়ার এবং শিলিগুড়ি করিডরের মতো একটি জাতীয় কৌশলগত অঞ্চলের নিরাপত্তা বিঘ্নিত করার গভীর ও সুদূরপ্রসারী ষড়যন্ত্র।' ওই কর্তার মতে, এই ষড়যন্ত্র কিছুটা সফল হলেও উত্তরের জনবিন্যাস পরিবর্তিত হবে এবং তা আগামীদিনে উত্তরবঙ্গের আর্থসামাজিক ব্যবস্থা ও অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার জন্য এক ভয়াবহ বিপর্যয়ের কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে।

কাঠফাটা রোদে হাঁসফাঁস ফুটবলাররা

অনুশীলন শেষে ঘামে ভিজে যাওয়া জার্সি ছেড়ে জিরিয়ে নিচ্ছেন নরওয়ের আর্লিং ব্রাউট হাল্যান্ড।

বিশ্বকাপে
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

মৈত্রেয়ী চট্টোপাধ্যায়

লস অ্যাঞ্জেলেস, ৮ জুন : শহরটা এখন আক্ষরিক অর্থেই ফুটবল জ্বরে কাঁপছে। হলিউডের চেনা গ্ল্যামার আর সান্তা মণিকার নীল জলের পাশাপাশি, এখন লস অ্যাঞ্জেলেসের আনাচে-কানাচে শুধুই ভিনদেশি সমর্থকদের ভিড়। ক্যালিফোর্নিয়ার বে এরিয়া থেকে বিশ্বকাপ কভার করতে এই শহরে পা রেখেই বুঝতে পারছি, ফুটবল নিয়ে উন্মাদনার কোনও অভাব নেই। শহরের রাস্তাঘাট সেজে উঠেছে, টিকিটের চাহিদা আকাশছোঁয়া। কিন্তু উৎসবের এই আবহের মাঝেই লুকিয়ে আছে এক অশনিসংকেত। এবারের বিশ্বকাপে লিওনেল মেসি বা ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোদের প্রধান প্রতিপক্ষ হয়তো বিপক্ষ দল নয়, বরং এই অসহনীয় গরম।

ক্লাইমেট সেন্ট্রালের সাম্প্রতিক রিপোর্ট অন্তত সেই কথাই বলছে। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে এবার ফুটবলারদের চরম ভোগান্তির শিকার হতে হবে। ২৮ ডিগ্রি সেলসিয়াসের বেশি তাপমাত্রায় খেলোয়াড়দের পারফরমেন্স মারাত্মকভাবে কমে যায়। আর এবারের ১০৪টি ম্যাচের মধ্যে ৯৭টি ম্যাচেই এমন চরম আবহাওয়ার মুখোমুখি হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে। প্রায় অর্ধেক ম্যাচে পারফরমেন্স ব্যাহত হওয়ার মতো গরম থাকার সম্ভাবনা অন্তত ৫০ শতাংশ। ক্লাইমেট সেন্ট্রালের আবহাওয়া বিশেষজ্ঞ শেল উইংকলি যেমনটা বলছিলেন, অতীতের বিশ্বকাপগুলির মতো পরিবেশ এবার আর পাওয়া যাবে না, কারণ ফুটবলাররা বদলাননি, বদলে গিয়েছে আমাদের এই পৃথিবী।

ইংল্যান্ডের ভরসা পাম-কুলিং

গরম থেকে বাঁচতে সুইমিং পুলে হেডিং অনুশীলন জর্ডন হেন্ডারসনের।

সাধারণ একজন মিডফিল্ডার প্রতি ম্যাচে প্রায় ১০ কিলোমিটার দৌড়ান। আমেরিকান মেটিওরোলজিকাল সোসাইটির সাম্মানিক সদস্য জন টুহি-মোরালেসের মতে, এই তীব্র তাপমাত্রায় ফুটবলারদের স্বাভাবিক গতি অনেকটাই কমে যাবে। নরওয়ের ফুটবলার মর্টেন থরসবি স্পষ্ট জানিয়েছেন, গরমের কারণে খেলোয়াড়দের রিকভারি প্রভাবিত হলে ফুটবলের খেলার ধরনটাই বদলে যাবে, যা একেবারেই ইতিবাচক নয়। এই কারণেই বিশ্বের ২১টি দেশের বর্তমান ও প্রাক্তন ফুটবলাররা সম্প্রতি ফিফাকে একটি খোলা চিঠি দিয়ে আরও কঠোর হিট সেফটি প্রোটোকলের দাবি জানিয়েছেন। স্পোর্টস সায়েন্স বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক মাইক টিপটনের মতে, অতিরিক্ত গরমে টানা খেললে ডিহাইড্রেশন থেকে হিট স্ট্রোকের মতো মারাত্মক বিপদ হতে পারে।

পরিস্থিতি সামাল দিতে ফিফা ইতিমধ্যেই প্রতিটি অর্ধে তিন মিনিটের 'হাইড্রেশন ব্রেক' বা জল পানের বিরতি ঘোষণা করেছে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হল, নিরাপত্তার কারণে দর্শকদের স্টেডিয়ামে বাইরে থেকে আনা পুনরায় ব্যবহারযোগ্য জলের বোতল নিয়ে ঢোকার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। ফলে গ্যালারিতে বসা অসংখ্য দর্শকদেরও এই গরমে বেশ কষ্ট করতে হবে।

অন্যদিকে, এই চরম গরমের মোকাবিলা করতে ইংল্যান্ড দল অভিনব 'পাম-কুলিং' প্রযুক্তি ব্যবহার করছে। অনুশীলনে এবং জল পানের বিরতিতে হাতের তালু ঠান্ডা রাখার এই প্রযুক্তি ব্যবহার করে শরীরের মূল তাপমাত্রা কমানোর চেষ্টা চলবে। সব মিলিয়ে লস অ্যাঞ্জেলেসে টিকিটের চাহিদা এবং ফ্যানদের ভিড় যত বাড়ছে, পারদ চড়ার সঙ্গে সঙ্গে ফুটবলারদের ফিটনেস নিয়েও উদ্বেগ ততটাই বাড়ছে।

ওয়াটার শাটল থেকে সকার সামিট

ইতিহাস গড়ার অপেক্ষায় কানাডা

বিশ্বকাপে
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সন্দীপন রায়

টরন্টো, ৮ জুন : ডাউনটাউনের ফিন্যান্সিয়াল ডিস্ট্রিক্টের চেনা কর্পোরেট ব্যস্ততাটা গত কয়েকদিনে পুরোপুরি উধাও। রোজকার মতো ব্যাংকের কাজে ডুব দেওয়ার আগে কফি শপে ঢুঁ মারতেই দেখলাম, পরিচিত সেই নিস্তব্ধতার জায়গা নিয়েছে এক প্রবল কোলাহল। পর্তুগিজ, স্প্যানিশ আর ইংরেজির মিশেলে একটাই আলোচনা- আর ১০০ ঘণ্টারও অপেক্ষা নয়। হ্যাঁ, ১২ জুন কানাডার মাটিতে ফুটবলের সবচেয়ে বড় আসরের পর্দা উঠতে চলেছে। আয়োজক শহর হিসেবে টরন্টো এখন শতভাগ প্রস্তুত, আর পরিকাঠামো থেকে শুরু করে বিনোদন- সব কিছুতেই থাকছে অভিনবত্বের ছোঁয়া।

মাঠের বাইরের প্রস্তুতির কথা বলতে গেলে, আমাদের পরিচিত বিএমও ফিল্ডের রূপবদল ইতিমধ্যেই সম্পন্ন হয়েছে। দর্শকাসন বাড়িয়ে ৪৫ হাজারে নিয়ে যাওয়ার পাশাপাশি নতুন পিচ, অত্যাধুনিক ডাগআউট এবং উন্নত সম্প্রচার পরিকাঠামো বসানো হয়েছে, যার সরকারি ঘোষণাও আয়োজকদের তরফে করে দেওয়া হয়েছে। তবে সবচেয়ে চমকপ্রদ বিষয় হল শহরের পরিবহণ ব্যবস্থায় যুক্ত হওয়া নতুন মাত্রা। সমর্থকদের যাতায়াত আরও রোমাঞ্চকর করে তুলতে এবার টরন্টোতে চালু হয়েছে ইস্ট-ওয়েস্ট ওয়াটার শাটল। লেক ওন্টারিওর জলপথে ভাসতে ভাসতে ফ্যান জোন থেকে স্টেডিয়ামে যাওয়ার এই ব্যবস্থা ইতিমধ্যেই ভিনদেশি সমর্থকদের মধ্যে দারুণ সাড়া ফেলেছে। এছাড়া মেট্রোলিংক্স এবং গো-ট্রানজিট তাদের সাধারণ বাসের রুট বাতিল করে অসংখ্য বিশেষ শাটল ট্রেনের ব্যবস্থা করেছে, যাতে ভিড় সামলাতে কোনও ত্রুটি না থাকে।

মাঠের বাইরের এই এলাহি আয়োজনের পাশাপাশি বুদ্ধিবৃত্তিক দিক থেকেও শহর পিছিয়ে নেই। টরন্টো মেট্রোপলিটান ইউনিভার্সিটিতে আজ আয়োজিত হচ্ছে 'ফিউচার অফ সকার সামিট', যেখানে আধুনিক প্রযুক্তির সঙ্গে ফুটবলের মেলবন্ধন নিয়ে আলোচনা করতে হাজির হয়েছেন বিশ্বের তাবড় বিশেষজ্ঞরা। অন্যদিকে, কানাডা জাতীয় দলের প্রস্তুতি চলছে একদম অন্য মেজাজে। শহরের অফিশিয়াল ট্রেনিং সাইট সেন্টেনিয়াল পার্কে এখন জিওথার্মাল প্রযুক্তিতে তৈরি ইকো-ফ্রেন্ডলি মাঠে কড়া অনুশীলন করাচ্ছেন কোচ জেসি মার্শ।

বিশ্বকাপ প্রস্তুতি

কানাডার কোচ জেসি মার্শ ৪-৩-৩ ফর্মেশনে অ্যাটাকিং লাইনে জোনাথন ডেভিড এবং উইংয়ে আলফনসো ডেভিসের বোঝাপড়া আরও নিখুঁত করার চেষ্টায়। মাঝমাঠের দখল রাখতে ইসমায়েল কোনের দক্ষতায় শান দেওয়ার কাজ চলছে।

প্রথম ম্যাচে বসনিয়া ও হার্জেগোভিনার বিরুদ্ধে নামার আগে কোনও ফাঁকফোকর রাখতে চাইছে না কানাডা শিবির। কোচ তাঁর প্রিয় ৪-৩-৩ ফর্মেশনের আক্রমণাত্মক ফুটবলের শেষ মুহূর্তের ব্লু-প্রিন্ট তৈরিতে মগ্ন। অ্যাটাকিং লাইনে জোনাথন ডেভিড এবং উইংয়ে আলফনসো ডেভিসের বোঝাপড়া আরও নিখুঁত করার ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হচ্ছে। মাঝমাঠের দখল রাখতে ইসমায়েল কোনের ভূমিকা যে নির্ণায়ক হতে চলেছে, তা এখানকার ফুটবল পণ্ডিতরাও মানছেন। রক্ষণভাগের জমাট বাঁধুনি নিশ্চিত করতে অনুশীলনে বেশ ঘাম ঝরাচ্ছেন ফুটবলাররা।

শুধু টরন্টো নয়, দেশের অপর প্রান্তে ভ্যাঙ্কুভারের বিসি প্লেস থেকে শুরু করে গোটা দেশ এখন একটা ঘোরের মধ্যে রয়েছে। বিদেশি সমর্থকদের ভিড়ে শহরের বহুসাংস্কৃতিক চেহারাটা যেন আরও বর্ণময় হয়ে উঠেছে। স্পোর্টস বারগুলির বাইরে লম্বা লাইন, আর স্যুভেনিরের দোকানগুলোতে উপচে পড়া ভিড় প্রমাণ করছে আবেগটা কোন পর্যায়ে পৌঁছেছে। আইস হকি পাগল এই দেশে ফুটবলের এমন জোয়ার এর আগে কেউ কখনও দেখেনি। নিজের ফেলে আসা জীবনে, সুদূর বাংলায় একসময় যে উন্মাদনার সাক্ষী থেকেছি, আজ আটলান্টিকের এপারে দাঁড়িয়ে ঠিক সেই একই উত্তাপ অনুভব করছি। এখন শুধু ঘড়ির কাঁটা ধরে ১২ জুনের সেই ঐতিহাসিক মুহূর্তটির জন্য দিন গোনার পালা।

বিশ্বকাপের জন্য সেজে উঠেছে টরন্টোর প্রিন্সেস গেট।

জয় পেল কলম্বিয়া, ইকুয়েডরও

মহড়ায় চেনা ছন্দে লুকার ক্রোয়েশিয়া

গোলের পর উচ্ছ্বাস লুকা মডরিচের।

সান দিয়েগো, ৮ জুন : বিশ্বকাপের ঠিক আগে প্রস্তুতি ম্যাচে নিজেদের শক্তি ঝালিয়ে নিল দলগুলি। সান দিয়েগোতে জর্ডনকে ২-০ গোলে অনায়াসে হারাল কলম্বিয়া। জোড়া গোল করে লাতিন আমেরিকার দলটির জয়ের নায়ক জন আরিয়াস। ম্যাচের শেষদিকে লাল কার্ড দেখে দশজনের দলে পরিণত হয় জর্ডন। অন্যদিকে, গুয়াতেমালাকে ৩-০ গোলে উড়িয়ে দিয়ে টানা ১৯ ম্যাচ অপরাজিত থাকার রেকর্ড গড়ল ইকুয়েডর। পেনাল্টি থেকে জর্ডি কাইসেদো গোল করার পর, দ্বিতীয়ার্ধে দলের হয়ে ব্যবধান বাড়ান নিলসন অ্যাঙ্গুলো এবং পেরভিস এস্তুপিনান।

রুদ্ধশ্বাস ম্যাচে স্লোভেনিয়াকে ২-১ গোলে হারিয়েছে ক্রোয়েশিয়া। দ্বিতীয়ার্ধে লুকা মডরিচের অনবদ্য গোলে তারা এগিয়ে গেলেও, ৮৩ মিনিটে সমতা ফেরান আন্দ্রাজ স্পোরার। তবে অতিরিক্ত সময়ে মারিও পাসালিচের দর্শনীয় ভলিতে রোমাঞ্চকর জয় ছিনিয়ে নেয় ক্রোয়েশিয়া। নিউ জার্সিতে নরওয়ের সঙ্গে ১-১ ড্র করেছে মরক্কো। ব্রাহিম দিয়াজ শুরুতেই মরক্কোকে এগিয়ে দিলেও, দ্বিতীয়ার্ধে দুরন্ত গোল করে নরওয়েকে সমতায় ফেরান মার্টিন ওডেগার্ড।

ইংল্যান্ডের শিবিরের সামনে গুলিতে আহত ৯

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ৮ জুন : বিশ্বকাপ শুরুর আগেই গোলাগুলি চিন্তা বাড়ালো আয়োজক, ফিফা ও অবশ্যই অংশগ্রহণকারী দেশগুলোর।

কানসাস সিটির মিসৌরিতে বেস ক্যাম্প করেছে ইংল্যান্ড। আর সেখানেই শনিবার অর্থাৎ ভারতীয় সময় অনুযায়ী রবিবার গুলি চলায় আহত অন্তত নয়জন। স্বস্তির কথা একটাই, ইংল্যান্ড ফুটবল দল এখনও এসে পৌঁছায়নি বেস ক্যাম্পে। ফলে তাদের কারোর কোনও চোট-আঘাত লাগার কোনও সম্ভাবনা ছিল না। তাছাড়া যে নয়জন আহত, তাঁদেরও প্রাণ সংশয় নেই। তিনজনকে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। আবার চিন্তার কথা হল, এখনও কোনও অপরাধী ধরা পড়েনি। তবে তদন্ত চলছে বলে স্থানীয় প্রশাসন জানিয়েছে। বিশ্বকাপ শুরুর ঠিক আগে, এহেন ঘটনায় কপালে ভাঁজ ফিফার। মোট ১০৪ ম্যাচে ৪৮ দেশের ১২৪৮ জন ফুটবলার অংশ নিতে চলেছে।

এই ঘটনাটি ঘটে সৌপে সকার ভিলেজের থেকে প্রায় ছয় কিলোমিটারের মধ্যে। এই সকার ভিলেজেই এবার বেস ক্যাম্প ইংল্যান্ডের। বুধবার ফ্লোরিডার অরল্যান্ডোতে কোস্টা রিকার বিপক্ষে প্রস্তুতি ম্যাচ খেলবে ইংল্যান্ড। তার আগেই এসে পৌঁছাবে টমাস টুচেলের দল। এই ঘটনা সম্পর্কে তাঁরা যে চিন্তিত, সেই কথা জানান ইংল্যান্ড ফুটবল দলের এক মুখপাত্র। আমেরিকায় এই বন্দুকবাজদের দৌরাত্ম্য চিরকালীন। ২০২৫ সাল থেকে গত এক বছরে মোট ৪০০ এরকম ঘটনা পুলিশের রেকর্ডে থাকার কথা জানা গেছে। ইংল্যান্ডের বেস ক্যাম্পের কাছে এরকম ঘটনার ফলে নিশ্চিতভাবেই তাদের জন্য নিরাপত্তা বাড়বে। এই খবরের পর ইংল্যান্ডের সংবাদমাধ্যমে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা জোর। যা নিয়ে অস্বস্তিতে এখন ফিফার সঙ্গে আমেরিকার প্রশাসনও।

গুলি চালানোর ঘটনা ঘটে সৌপে সকার ভিলেজের থেকে প্রায় ছয় কিলোমিটারের মধ্যে। এই সকার ভিলেজেই এবার বেস ক্যাম্প ইংল্যান্ডের। বুধবার অরল্যান্ডোতে কোস্টা রিকার বিপক্ষে প্রস্তুতি ম্যাচ খেলবে ইংল্যান্ড। তার আগেই এসে পৌঁছাবে টমাস টুচেলের দল।

এবার থ্রি লায়ন্সদের সঙ্গে গ্রুপ 'এল'-এ আছে ক্রোয়েশিয়া, ঘানা ও পানামার সঙ্গে। ১৭ জুন ডালাসে প্রথম ম্যাচ খেলবে ক্রোয়েশিয়ার বিপক্ষে। এরপর ঘানা ও পানামার সঙ্গে খেলা যথাক্রমে ২৩ বোস্টন ও ২৭ জুন নিউ জার্সিতে। এবার ইংল্যান্ডের ২৬ জনের দলে প্রচুর নামীদামি তারকার ভিড়। হ্যারি কেন, জুডে বেলিংহাম, ডেকলান রাইস, জর্ডন পিকফোর্ড, বুকোয়া সাকারা বিশ্বকাপের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন। সঙ্গে কোবি মাইনো, মরগ্যান রজার্স, টিনো লিভারমেন্টোদের মতো তরুণদের নিয়েও স্বপ্ন দেখছেন ওদেশের মানুষ। ১৯৬৬ সালের পর ফের একবার টুচেলের মতো অভিজ্ঞ কোচের অধীনে বিশ্বকাপ জয়ের ভাবনা মাথা চাড়া দিয়েছে ইংরেজদের মধ্যে। ১৯৬৬ সালে নিজেদের দেশে ওয়েম্বলি স্টেডিয়ামে শেষবার বিশ্বকাপ জেতে ইংল্যান্ড।

মার্কিন মুলুকে কড়া শর্তে ইরান

নিউ ইয়র্ক, ৮ জুন : বিশ্বকাপের ম্যাচ খেলতে আমেরিকায় যাওয়ার ক্ষেত্রে চরম কড়াকড়ির মুখে পড়ল ইরান ফুটবল দল। দুই দেশের রাজনৈতিক ও যুদ্ধ পরিস্থিতির কারণে আমেরিকায় তাদের থাকার অনুমতি মিলছে না। নির্দেশিকা অনুযায়ী, শুধুমাত্র ম্যাচের দিন সকালে তারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মাটিতে পা রাখতে পারবে এবং রেফারির শেষ বাঁশি বাজার সঙ্গেই তাদের আমেরিকা ছাড়তে হবে। মেক্সিকোতে নিযুক্ত ইরানের রাষ্ট্রদূত এই খবরের সত্যতা স্বীকার করেছেন।

ম্যাচের দিনই ঢোকার অনুমতি

আমেরিকার ভিসা সমস্যার কারণে ইতিমধ্যেই অ্যারিজোনার বদলে মেক্সিকোর টিজুয়ানাকে নিজেদের বেস ক্যাম্প বানিয়েছে ইরান দল। তুরস্কের আন্তালিয়া থেকে চার্টার্ড বিমানে রবিবার ভোরে মেক্সিকোয় পৌঁছেও গিয়েছেন এহসান হাজসাফিরা। ১৫ জুন ক্যালিফোর্নিয়ায় নিউ জিল্যান্ডের বিরুদ্ধে বিশ্বকাপ অভিযান শুরু করছে ইরান। এরপর তারা খেলবে বেলজিয়াম ও মিশরের বিরুদ্ধে। জানা গিয়েছে, এখনও পর্যন্ত ইরানের ফুটবল ফেডারেশনের একাধিক শীর্ষ কর্তার মার্কিন ভিসা মঞ্জুর হয়নি। সব মিলিয়ে বিশ্বকাপের আগেই মাঠের বাইরের রাজনৈতিক জটিলতায় রীতিমতো নাজেহাল ইরান ফুটবল দল।

চোটে বিশ্বকাপ শেষ ওয়েসলির

ওয়াশিংটন, ৮ জুন : 'মিশন হেক্সা' শুরুর আগেই ধাক্কা ব্রাজিল শিবিরে। চোট পেয়ে বিশ্বকাপ থেকে ছিটকে গেলেন ডিফেন্ডার ওয়েসলি। মিশরের বিরুদ্ধে প্রস্তুতি ম্যাচে ১৫ মিনিটের মধ্যে চোট পান ওয়েসলি। তৎক্ষণাৎ তাঁকে তুলে নেন কোচ কার্লো আন্সেলোত্তি। পরে ব্রাজিল ফুটবল ফেডারেশন জানিয়েছে, পেশিতে চোট লেগেছে ওয়েসলির। তাঁর পক্ষে বিশ্বকাপ খেলা সম্ভব নয়। ওয়েসলির চোটে ভাগ্য খুলে গিয়েছে মিডফিল্ডার এডেরসনের। পরিবর্ত হিসেবে তাঁকে বিশ্বকাপ স্কোয়াডে ডেকেছেন আন্সেলোত্তি। কিন্তু এডেরসনের অন্তর্ভুক্তিতে ব্রাজিল দল নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। আন্সেলোত্তির দলের মূল দুর্বলতা রক্ষণে। সেই অর্থে নির্ভরযোগ্য সাইডব্যাক নেই। ড্যানিলো, ডগলাস স্যান্টোসরা রয়েছেন বটে, কিন্তু তাঁরাও ব্রাজিলকে সেভাবে নির্ভরতা দিতে পারেননি। এই অবস্থায় কোনও সাইডব্যাক না নিয়ে এডেরসনের মতো হোল্ডিং মিডফিল্ডারকে দলে ডাকায় বেশ অবাক ফুটবল বিশেষজ্ঞরা।

এদিকে শুধু ব্রাজিল নয়, চোট সমস্যায় চাপে ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনাও। চোটের জন্য বিশ্বকাপে নেই ডিফেন্ডার লিওনার্দো বেলার্ডি। হন্ডুরাসের বিরুদ্ধে প্রস্তুতি ম্যাচের আগেই চোট পেয়েছিলেন তিনি। তবে বেলার্ডির বিকল্প ফুটবলারের নাম এখনও ঘোষণা করেননি কোচ লিওনেল স্কালোনি।

বিদায়বেলায় দেশকে বিশ্বকাপ উপহার দিতে চান ডেম্বেলেরা

ওয়াশিংটন, ৮ জুন : দীর্ঘ ১৪ বছরের সোনালি অধ্যায়ের অবসান হতে চলেছে। বিশ্বকাপের পরেই কোচের দায়িত্ব ছাড়তে চলেছেন ফ্রান্সের বিশ্বকাপ জয়ী প্রাক্তন ফুটবলার দিদিয়ের দেশাঁ।

বিশ্বকাপ শুরুর আগেই নিজের সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছিলেন দেশাঁ। তাই ফুটবল মহারণের আগে আবেগের চোরাস্রোত বইছে ফরাসি শিবিরে। কোচের ঘোষণায় কি খানিকটা ব্যাকফুটে কিলিয়ান এমবাপেরা? ফরাসি তারকা ওসমানে ডেম্বেলে অবশ্য এই ধারণা একেবারেই উড়িয়ে দিয়েছেন। বরং বিদায়ি উপহার হিসেবে দেশাঁর হাতে আরেকবার বিশ্বকাপ তুলে দিতে বদ্ধপরিকর ফরাসিরা।

সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে ডেম্বেলে বলেছেন, 'আমরা সবাই জানি, এটি কোচের শেষ প্রতিযোগিতা। ফরাসি দলে ওঁর অবদান আকাশছোঁয়া। কোচের এই সিদ্ধান্তে আমাদের মানসিকতায় কোনও নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে না। বরং ওঁর হাত ধরে ফাইনালে উঠে এই সফরের মধুর সমাপ্তি টানতে চাই।' তিনি আরও বলেছেন, 'দলের সকল খেলোয়াড়ের ওপর কোচের অগাধ আস্থা রয়েছে। প্রতিটি ম্যাচের পর তিনি আমাদের অনুপ্রাণিত করেন। আমার নিজের কেরিয়ারেও ওঁর বিশাল অবদান রয়েছে। আমরা বিশ্বকাপ জেতার জন্য নিজেদের উজাড় করে দেব। কারণ, কোচের এটা প্রাপ্য।'

ওসমানে ডেম্বেলের প্র্যাকটিস মুগ্ধ হয়ে দেখছেন মাইকেল ওলিসে।

২০১২ সালে লরা ব্লাঁ-র স্থলাভিষিক্ত হন দেশাঁ। তারপরের ১৪ বছর বিশ্ব ফুটবলে তাঁর নেতৃত্বে ফরাসি বিপ্লবের সাক্ষী থেকেছেন ফুটবলপ্রেমীরা। ২০১৮ বিশ্বকাপ ও ২০২১ উয়েফা নেশনস লিগ জয়। এছাড়াও ২০১৬ ইউরো ও ২০২২ বিশ্বকাপে রানার্স। বড় প্রতিযোগিতায় দাপট দেখিয়েছেন এমবাপেরা। এবারেও বিশ্বকাপ জয়ের ক্ষেত্রে অন্যতম ফেভারিট তারাই। তবে ফেভারিট তকমা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন না ডেম্বেলে। তাঁর কথায়, 'অনেক দলই ফেভারিট। এই তালিকায় আর্জেন্টিনা, ইংল্যান্ড, পর্তুগাল, জার্মানির মতো দল রয়েছে। কিন্তু ম্যাচ শুরু হলে কোনও ফেভারিট তকমা থাকে না। তখন লড়াইটা এগারো বনাম এগারোর হয়। আমাদের মনঃসংযোগ ধরে রাখতে হবে।'

১৬ জুন সেনেগাল ম্যাচ দিয়ে বিশ্বকাপ অভিযান শুরু করবে ফ্রান্স। এবার দেখার, দেশাঁর জন্য এমবাপেরা আরও একবার বিশ্বসেরার তকমা ছিনিয়ে আনতে পারেন কি না।

মানব সভ্যতায় ইতিহাস

ব্যাটের পর বলেও দাপট সুন্দরের

ভারত-৫৬৪/৮ (ডি.)
আফগানিস্তান-১৫২ ও ১১২
(ভারত ইনিংস ও ৩০০ রানে জয়ী)

নিউ চণ্ডীগড়, ৮ জুন : নতুন তারকার উত্থান।

এখনও বলার সময় হয়তো আসেনি। কিন্তু প্রথম দর্শনে তারকা হয়ে ওঠার প্রতিশ্রুতি। ভারত-আফগানিস্তান একপেশে টেস্ট দ্বৈরথে অভিষেকেই যার রঙিন উপস্থিতি চমকে দিয়েছে ক্রিকেট বিশ্বকে। রবিবার কেরিয়ারের প্রথম ওভারেই উইকেট-মেডেন।

সোমবার তৃতীয় দিনেও মানব সুথারের বাঁহাতি স্পিন জালে বন্দি প্রায় গোটা আফগানিস্তান টিম। প্রথম ইনিংসে মানব, দ্বিতীয়তে ওয়াশিংটন সুন্দর। দুই ইনিংসে দুই স্পিনারের দাপটে ইনিংস ও ৩০০ রানের টেস্ট ইতিহাসে নিজেদের বৃহত্তম জয় তুলে নিল ভারত। সাঙ্গ তিনদিনেই আফগান-বধ।

নবাগত স্পিনার মানবের (৩৩/৬) দাপটে এদিন সকালেই ১১৩/৫ থেকে ১৫২-তে গুটিয়ে যায় আফগানিস্তান। ৪১২ রানে এগিয়ে থেকে প্রতিপক্ষকে ফলোঅন করাতে দু'বার ভাবেনি শুভমান গিল। ফল হাতেনাতে। এবার আরও কম ১১২-তেই শেষ কাবুলিওয়ালার দেশ। দশের মধ্যে দ্বিতীয় ইনিংসে চারটিই সুন্দরের ঝোলায়। প্রথম ইনিংসে খাতা খুলতে না পারা কুলদীপ যাদব নেন তিন উইকেট।

প্রথমে ব্যাটিং করে ৫৬৪/৮ রানের পাহাড় তৈরি করে আদপে মঞ্চ গড়ে দেন ব্যাটাররা। বাকি সময়ে সেই বিশাল পুঁজি নিয়ে আফগান ব্যাটিংকে নিয়ে কার্যত ছেলেখেলা। প্রথম ইনিংসে গতকাল তিন উইকেট নিয়ে হোটেলে ফিরেছিলেন মানব। এদিন সকালে আরও তিন। কেরিয়ারের প্রথম টেস্ট ইনিংসে ৬ শিকারে নতুন ইতিহাস।

১৯৮৮ সালে নরেন্দ্র হিরওয়ানির চেন্নাই টেস্টে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে ৬১ রানে ৮ উইকেট নেন। তারপর অভিষেক ইনিংসে সেরা বোলিংয়ের নজির মানবের। যে ধাক্কা আর কাটিয়ে উঠতে পারেনি প্রতিপক্ষ। রহমত শা-র (৬০) পাশে অধিনায়ক হাশমাতুল্লাহ শাহিদি (২০) ছাড়া দ্বিতীয় কোনও ব্যাটার ন্যূনতম প্রতিরোধ গড়তে পারেনি।

এদিনও 'ডিআরএস' নিয়ে আফগানিস্তান ক্রিকেটারদের 'অজ্ঞতার' ছবিটা ধরা পড়ল। মহম্মদ সেলিম (০) লেগবিফোর আউট হন সুথারের বলে। যদিও দেখা যায় বল লেগস্টাম্প লাইনের বাইরে পড়েছিল। রিভিউ নিলেই বেঁচে যেতেন। কিন্তু আম্পায়ারের সিদ্ধান্তকে শিরোধার্য করে ফিরে যান সেলিম! যা নিয়ে মাঠের ধারে সতীর্থদের প্রতিক্রিয়া চোখে পড়ার মতো।

অবশ্য ফল বদলালেও পরিস্থিতির আদৌ কতটা পরিবর্তন হত বলা মুশকিল। সৌজন্যে মানব। বোলিং অ্যাকশনে তাঁর মধ্যে কেউ কিংবদন্তি বিষেণ সিং বেদির ছায়া খুঁজে পান। অনেকের মতে আগামীর 'রবীন্দ্র জাদেজা'। প্রথম ঝলকেই যার প্রমাণ রাখলেন মানব। মুগ্ধ সুনীল গাভাসকারের মতে, মানবের জন্য টার্নিং পিচ দরকার নেই। পাটা পিচেও বল ঘোরাবে।

ফলো অনের পরও আফগান ব্যাটিংয়ের ছবি বদলায়নি। দ্বিতীয় ইনিংসে প্রতিপক্ষকে ভাঙার দায়িত্বে সুন্দর। মহম্মদ সিরাজ ও কুলদীপ যাদব দ্বিতীয় ইনিংসে উইকেটের খাতা খোলার পর মিডল অর্ডারকে প্যাভিলিয়নের রাস্তা দেখিয়ে দেন ওয়াশিংটন।

আফগানিস্তানের হেড কোচ রিচার্ড পাইবাস ম্যাচ শুরুর আগে লাল বলে আফগানিস্তান ক্রিকেটের পরিকাঠামোর অভাবের কথা শোনাচ্ছিলেন। গোটা বছরে হাতেগোনা প্রথম শ্রেণির ম্যাচ খেলার সুযোগ পান রহমানুল্লাহ গুরবাজরা। টেস্ট খেলার সুযোগ কদাচিৎ। ২০১৮ সালে অভিষেকের পর মাত্র ১৩টি টেস্ট খেলেছে আফগানিস্তান। নিউ চণ্ডীগড়ের ভারত-আফগান টেস্টে সেই অনভিজ্ঞতার প্রতিফলন।

প্রচণ্ড গরম। পিচ ভাঙবে, বল টার্ন করবে জানা ছিল। জোড়া অস্ত্রকে কাজে লাগিয়ে সুথারের নেতৃত্বে ভারতীয় বোলারদের যে স্পিন-পেসের যে চক্রব্যূহ তৈরি করেছিল তাতেই হাঁসফাঁস হাল। সকালে ১৫২ রানে প্রতিপক্ষকে গুটিয়ে দিয়ে ৪১২-এর লিড। এরপর আফগানিস্তানকে ফলোঅন করানোর সুযোগ হাতছাড়া করেনি ভারত।

আর শুরু থেকেই থরহরিকম্প প্রতিপক্ষ শিবিরে। আব্দুল মালিককে (৮) প্রথমে ফেরান মহম্মদ সিরাজ। গুরবাজকে (২৪) দিয়ে ম্যাচে উইকেটের খাতা খোলেন কুলদীপ। পিছু পিছু ফেরেন প্রথম ইনিংসের নায়ক রহমত (১৩), হাশমাতুল্লাহ (৫) ও ওপেনার সেদিকুল্লাহ অটল (৪২)। তিন উইকেটই সুন্দরের ঝোলায়।

দ্বিতীয় ইনিংসে সুথারকে দিয়েই বোলিং শুরু করে ভারত। প্রথম বলেই প্রায় উইকেট তুলে নিয়েছিলেন। তারপর লম্বা প্রতীক্ষা শেষে ইনিংসের ৩২তম ওভারে লক্ষ্মীলাভ। ম্যাচের সপ্তম শিকার সুতারের ঝোলায়। চাপ বাড়িয়ে আজমাতুল্লাহ ওমরজাইকে (৮) ফেরান। শেষ পর্যন্ত ১১২ রানে প্রতিপক্ষকে গিয়ে দিয়ে টেস্ট ইতিহাসের বৃহত্তম জয় সম্পন্ন।

প্রথম ইনিংসে ৬ উইকেট নিয়ে মাঠ ছাড়ছেন মানব সুথার।

নজরে পরিসংখ্যান

ইনিংস ও ৩০০ রান
আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে ভারতের জয়ের ব্যবধান। যা টেস্টে ভারতের সবচেয়ে বড় জয়।

৩৩/৬ প্রথম ইনিংসে মানব সুথারের বোলিং ফিগার। নরেন্দ্র হিরওয়ানির পর ৩৮ বছরে যা টেস্টে অভিষেক ইনিংসে ভারতীয়দের মধ্যে সেরা।

২ রবিচন্দ্রন অশ্বীনের পর মানব সুথার দ্বিতীয় ভারতীয় যিনি চলতি শতাব্দীতে অভিষেক টেস্টের প্রথম ইনিংসে ৬ উইকেট নিলেন।

আমেরিকার ২৫০ বছর

পূর্তির আমেজ মিশেছে বিশ্বকাপে

বিশ্বকাপে উত্তরবঙ্গ সংবাদ

জয় মণ্ডল

নিউ ইয়র্ক, ৮ জুন : নিউ ইয়র্কের ব্যস্ত জীবন আর ক্যামেরার ফ্ল্যাশের মাঝেও মনটা এখন শুধু ফুটবলেই পড়ে আছে। কাল আপনাদের নিউ জার্সি আর মেটলাইফ স্টেডিয়ামের কথা বলেছিলাম। কিন্তু পূর্ব উপকূলে আরও দুই বড় শহর আছে, যেখানে ফুটবলের মহোৎসব হতে চলেছে- বোস্টন এবং ফিলাডেলফিয়া। আমার মতো ছবিশিকারিদের কাছে এই দুই শহরই খুব প্রিয়। আজ তাই চোখ রাখছি সেই দুই শহরের প্রস্তুতির দিকে। ফিলাডেলফিয়ার লিঙ্কন ফিন্যান্সিয়াল ফিল্ডে মোট ছয়টি ম্যাচ হবে। কাকতালীয়ভাবে ২০২৬ সালটা আমেরিকার স্বাধীনতার ২৫০ বছর পূর্তির বছর। আর সেই উদযাপনের কেন্দ্রবিন্দু এই ফিলাডেলফিয়া। ফুটবল বিশ্বকাপ আর শহরের এই ঐতিহাসিক মাইলফলক যেন মিলেমিশে একাকার হয়ে গিয়েছে।

আমেরিকার জার্সি প্রকাশের অনুষ্ঠানে এক সমর্থক।

ফিলাডেলফিয়ার প্রস্তুতি দেখলে চমকে যেতে হয়। সেখানে ৩৯ দিন ধরে চলবে ফ্যান ফেস্টিভাল, জন্য সাউথইস্টার্ন পেনসিলভানিয়া ট্রান্সপোর্টেশন অথরিটি (সেপটা) বিশেষ ট্রেনের ব্যবস্থা করছে।

পূর্ব উপকূলে এখন ফুটবলের দামামা

আর তার জন্য লেমন হিলে তৈরি হয়েছে এক লক্ষ বর্গফুটের এক সুবিশাল ফ্যান জোন! যাতায়াতের সবচেয়ে নজর কাড়ছে 'ফ্যান মার্চ'-এর প্রস্তুতি। ম্যাচের আগে সমর্থকরা ড্রাম বাজিয়ে, রং বেরংয়ের পতাকা উড়িয়ে, গান গাইতে গাইতে দল বেঁধে স্টেডিয়ামের দিকে এগিয়ে যাবেন। ১৯ জুন এই ফিলাডেলফিয়াতেই খেলবে ব্রাজিল, প্রতিপক্ষ হাইতি। এছাড়া ফ্রান্স, ক্রোয়েশিয়ার মতো দলগুলিও এখানে খেলবে। তাই শহরজুড়ে উন্মাদনার কোনও খামতি নেই।

অন্যদিকে, বোস্টনের জিলেট স্টেডিয়ামেও (যাকে বিশ্বকাপের জন্য বোস্টন স্টেডিয়াম বলা হচ্ছে) মোট সাতটি ম্যাচ হবে। এখানে খেলবে ইংল্যান্ড, স্কটল্যান্ড, ফ্রান্সের মতো ইউরোপীয় শক্তিরা। বোস্টন এমনিতে বেশ পুরোনো এবং ঐতিহ্যে মোড়া শহর। সেখানে সিটি হল প্লাজায় বড় ফ্যান জোন তৈরি হচ্ছে। দর্শকদের যাতায়াতের সুবিধার্থে ম্যাসাচুসেটস বে ট্রান্সপোর্টেশন অথরিটি (এমবিটিএ) বিশেষ 'বোস্টন স্টেডিয়াম ট্রেন'-এর ব্যবস্থা করেছে। সাউথ স্টেশন থেকে সরাসরি ফক্সবোরো পর্যন্ত ১৪টি এক্সপ্রেস ট্রেন চলবে। তবে নিউ জার্সির মতোই এখানেও যাতায়াতের খরচ চোখ কপালে তোলার মতো। ওই বিশেষ ট্রেনের টিকিটের দাম ধার্য হয়েছে ৮০ ডলার! শুধু যাতায়াতেই যদি এত খরচ হয়ে যায়, তাহলে সাধারণ সমর্থকরা মাঠে গিয়ে ম্যাচ দেখবেন কী করে, সেই প্রশ্নটা থেকেই যাচ্ছে। তবু, সব বিতর্ক আর খরচের হিসাব দূরে সরিয়ে রেখে এই মুহূর্তে গোটা পূর্ব উপকূল শুধু কিক অফের অপেক্ষায় প্রহর গুনছে।

পেরেজ জিততেই রিয়ালে ফেরা নিশ্চিত মোরিনহোর

কোচ হয়েই রিয়াল মাদ্রিদে নতুন আসা ইব্রাহিমা কোনাতের সঙ্গে দেখা করলেন হোসে মোরিনহো।

মাদ্রিদ, ৮ জুন : রিয়াল মাদ্রিদে ফিরছেন 'দ্য স্পেশাল ওয়ান।' রিয়াল মাদ্রিদের সভাপতি নির্বাচনে বিপুল ভোট পেয়ে পুনর্নির্বাচিত হয়েছেন ফ্লোরেন্তিনো পেরেজ। তাঁর জয়ের সঙ্গে সঙ্গে স্যান্টিয়াগো বার্নাব্যুতে মোরিনহোর প্রত্যাবর্তন নিশ্চিত হয়ে যায়। গত মাসে 'দ্য স্পেশাল ওয়ান' রিয়ালের কোচ হওয়ার জন্য তিন বছরের একটি চুক্তিতে সই করেছিলেন। পেরেজ নির্বাচনে জয়লাভ করলে তবেই চুক্তিটি বৈধতা পাবে।

নির্বাচনে জয়লাভ করায় পেরেজ নিজেই মোরিনহোকে রিয়াল মাদ্রিদে স্বাগত জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন, 'আমরা নির্বাচনে জয়ী হয়েছি এবং শিরোপা জেতা বজায় রাখতে কাজ করে যাব। বিশ্বের অন্যতম সেরা কোচ তথা একজন রিয়াল মাদ্রিদ সমর্থক হোসে মোরিনহোকে আবারও ক্লাবে স্বাগত জানাতে পেরে আমরা গর্বিত।' পালটা পেরেজকে সমাজমাধ্যমে শুভেচ্ছা জানান খোদ মোরিনহো।

বিশ্বকাপের আবহে দল গঠনের কাজও পুরোদমে করছে রিয়াল মাদ্রিদ। পেরেজ তাঁর স্বপ্নের 'গ্যালাকটিকো' প্রোজেক্ট পুরোদমে চালু রেখেছেন। গত সপ্তাহেই সেই ইঙ্গিত দিয়ে রিয়াল সভাপতি জানিয়েছিলেন, একজন বিশ্বমানের তারকা এবং আরও তিনজন ফুটবলারের জন্য কমপক্ষে ১৫০ মিলিয়ন ইউরো তিনি খরচ করবেন।

জিতেন্দ্রমোহন টেবিল টেনিসে প্রতিযোগী ১০০০

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৮ জুন : বেঙ্গল স্টেট টেবিল টেনিস অ্যাসোসিয়েশনের নতুন মরশুম মঙ্গলবার জিতেন্দ্রমোহন দে সরকার ট্রফি স্টেট র‍্যাংকিং টেবিল টেনিস দিয়ে শুরু হচ্ছে। সংস্থার চ্যাপ্টার টু-এর ব্যবস্থাপনায় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ইন্ডোর স্টেডিয়ামে আগামী রবিবার পর্যন্ত সিঙ্গলস ইভেন্টে প্রতিযোগিতাটি চলবে। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এক হাজারের ওপর প্যাডলার এই প্রতিযোগিতার জন্য নাম লিখিয়েছে। প্রথমদিন রয়েছে মেয়েদের বিভাগের খেলা। প্রতিযোগিতার শেষ তিনদিন রাখা হয়েছে ছেলেদের বিভাগ। ছেলে ও মেয়েদের জন্য বয়স বিভাগ রাখা হয়েছে ছয়টি - অনূর্ধ্ব-১১, ১৩, ১৫, ১৭, ১৯ ও সিনিয়ার। মঙ্গলবার থাকছে অনূর্ধ্ব-১১, ১৩ ও ১৫ মেয়েদের সিঙ্গলস। মোট পুরস্কার মূল্য ৮৫ হাজার টাকা। আগামীকাল সকাল সাড়ে ১০টায় প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করবেন প্রাক্তন টেবিল টেনিস খেলোয়াড় মাস্তু ঘোষ ও রাঘব মহারাজ।

ঘুরিয়ে বার্তা গম্ভীরকে!

নিজেকে বদলাতে নারাজ শ্রেয়স

নিউ চণ্ডীগড়, ৮ জুন : বিশ্বকাপ দলে ব্রাত্য। ভালো খেলেও টিকিট পাননি। সেই শ্রেয়স আইয়ারকে একেবারে অধিনায়ক করে দলে ফেরানো! তাও আবার বিশ্বজয়ী অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদবকে ছাঁটাই করে! কেরিয়ারে বিরাট যে বদলেও নিজেকে অবশ্য বদলাতে রাজি নন ভারতীয় টি০ দলের নতুন অধিনায়ক। শ্রেয়সের সাফ কথা, তিনি যে রকম, সেই রকমই থাকবেন। অধিনায়ক জাতীয় দলের হয়েছেন বলেই নিজেকে বদলে ফেলবেন না।

এক প্রশ্নের জবাবে শ্রেয়স বলেছেন, 'ব্যক্তিত্ব পরিবর্তন করতে রাজি নই আমি। আগেও যেমন ছিলাম, তেমনই থাকব। কাউকে যেমন অনুসরণ করতে চাই না, তেমনই কারও ছায়াতে ঢাকা পড়তে চাই না। চ্যালেঞ্জ নিতে বরাবরই ভালোবাসি। মুম্বই ক্রিকেট থেকে উঠে আসার সুবাদে প্রথম থেকে লড়াই করতে হয়েছে। কারণ, প্রতিটি রাস্তাতেই যেসব বাচ্চারা খেলে বেড়ায়, প্রত্যেকেই মুম্বইয়ের হয়ে খেলার স্বপ্ন দেখে।' 'কারও ছায়াতে ঢাকা পড়তে চাই না'- বলে হেড কোচ গৌতম গম্ভীরকে কি ঘুরিয়ে বার্তা দিলেন শ্রেয়স? জিততে হবে। মাঠে নামলে দ্বিতীয় কোনও ভাবনা কাজ করে না। ভারতীয় দলের অধিনায়ক হিসেবেও তার ব্যতিক্রম হবে না। আইপিএল ক্রিকেটে একাধিক দলের নেতৃত্বে সফল শ্রেয়স বলেছেন, 'সামনে যে চ্যালেঞ্জ থাকবে, তার মুখোমুখি হওয়ার মানসিকতা নিয়ে বরাবরই মাঠে নামি। আর মুম্বই ক্রিকেটের লড়াকু আবহে খেলতে খেলতে সেই মানসিকতা তৈরি হয়ে গিয়েছে।'

অধিনায়ক হিসেবে সেই খাড়ুশ মেজাজটা সবার মধ্যে ঢুকিয়ে দিতে চাইবেন। শুরুটা আয়ারল্যান্ড ও ইংল্যান্ড সিরিজ দিয়ে। ২০২৮ সালে একেবারে জোড়া পরীক্ষা। লস অ্যাঞ্জেলেস অলিম্পিক ও টি২০ বিশ্বকাপ। রোহিত শর্মা, সূর্যকুমারের বিশ্বকাপ জয়ের ধারা শ্রেয়স বজায় রাখতে পারেন কি না তা বলবে সময়ই।

স্বপ্ন দেখিয়ে নতুন স্বপ্নের ঘোরে মানব

টিমগেমের কথা গিলের গলায়

নিউ চণ্ডীগড়, ৮ জুন : ছোট থেকে স্বপ্ন দেখতেন দেশের হয়ে খেলবেন।

লাল বলে সাদা পোশাকে টেস্টে ভারতকে জেতাবেন। সেই স্বপ্ন পূরণ মুল্লানপুরের মহারাজা যাদবিন্দ্র সিং ক্রিকেট ইন্টারন্যাশনাল স্টেডিয়ামে। স্বপ্নের শুরুটা হয়েছিল প্রথম ওভারেই উইকেট নিয়ে। প্রথম ইনিংসে হাফডজন শিকারে ইতিহাস। জয়ের কারিগর। তৃতীয় দিনে ম্যাচ পকেটে পোরা। তারকাদের ছাপিয়ে ম্যাচের সেরার পুরস্কারও মুকুটে।

ট্রফি হাতে যে খুশিটা ধরা পড়ল রাজস্থানের বছর তেইশের স্পিন তারকা মানব সুথারের গলায়। বলেছেন, 'অকল্পনীয় অনুভূতি। ঘোরের মধ্যে মনে হচ্ছে। প্রথম থেকেই দেশের হয়ে টেস্ট খেলার স্বপ্ন দেখতাম। প্রথম ইনিংসে ব্যাটিংয়ের সময় ফিলগুড ফ্যাক্টর কাজ করছিল। ২-৪টা বল খেলার পর ধুকপুকুনি কেটে যায়। বুঝে গিয়েছিলাম উইকেটে স্পিনারদের জন্য সাহায্য রয়েছে। বোলিংয়ে সেটাই কাজে লাগিয়েছি। লাইন-লেংথকে কাজে লাগিয়েছি, তার সঙ্গে গতির বৈচিত্র্য।'

৯০ কিলোমিটার গতিতে লম্বা টার্নে কখনও বলকে বাইরে বার করলেন। কখনও ভিতরে। দুইয়ের গোলকধাঁধায় হারিয়ে যায় ব্যাটাররা। মানব বলেছেন, 'পিচ থেকে টার্ন মিলছিল। দরকার ছিল গতি কাজে লাগানো। দ্বিতীয় ইনিংসে নতুন বলে বোলিং শুরু করাটাও আমার জন্য গর্বের। প্রথম টেস্ট। সাফল্য পেতে গেলে ধৈর্য দরকার, উইকেট না এলেও ধৈর্য হারালে চলবে না। সেই শিক্ষাটা নিয়ে ফিরছি।'

টেস্ট জিতে পাওয়া ট্রফি মানব সুথারের হাতে দিলেন শুভমান গিল।

নতুন মুল্লানপুর স্টেডিয়ামে প্রথম টেস্ট। আর ঘরের মাঠে অধিনায়ক হিসেবে জয়। সঙ্গে প্রথম ইনিংসে নান্দনিক সেঞ্চুরি। শুভমান গিল যদিও ব্যক্তিগত সাফল্য নয়, টিমগেমকে গুরুত্ব দিচ্ছেন। শুভমান বলেছেন, 'ব্যাটিং, বোলিং, ফিল্ডিং- সবকিছু পারফেক্ট। ঠিক যে রকম চাইছিলাম। অসম্ভব গরম। ঠিক করেছিলাম, লাঞ্চের আগে ওদের প্রথম ইনিংসে অল আউট করতে পারলে ফলো অনের পথে হাঁটব। নাহলে এদিন ব্যাটিং করতাম। শেষপর্যন্ত তা করতে হয়নি হিসেব মিলে যাওয়ায়।'

শুভমানের কথায়, টসে জিতে ব্যাটিং নেওয়ার সময় বড় স্কোর প্রাথমিক টার্গেট ছিল। তারপর বড় স্কোরের চাপ তৈরি করে ২০টি উইকেটের জন্য একবগ্গা ঝাঁপানো। ভারতীয় থিংকট্যাংকের যে পরিকল্পনার সঠিক বাস্তবায়নে তিনদিনেই টিম আফগানকে হারিয়ে টেস্ট ইতিহাসের বৃহত্তম জয় ছিনিয়ে নেওয়া। ম্যাচের শেষে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে দলকে নিয়েই সেই চোরাস্রোত শুভমানের।

আফগান শিবিরের ছবিটা স্বভাবতই বিপরীত। অধিনায়ক হাশমাতুল্লাহ শাহিদি বলেছেন, 'যোগ্য হিসেবে জয়ী ভারত। অভিনন্দন ওদের। আমাদের জন্য কঠিন ম্যাচ। বোলিং শৃঙ্খলায় ঘাটতি ছিল আমাদের। উলটো দিকে শুরু থেকেই ভারত দাপট দেখাল। বাস্তব হল, আমরা টেস্টে অনভিজ্ঞ। আর ভারতীয় কন্ডিশনে ভারতকে হারানো কঠিন। আশা করি, এই ম্যাচের অভিজ্ঞতা পরবর্তীতে আমাদের সাহায্য করবে।'

ক্লাব জোটের হাতে থাকছে আইএসএল

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৮ জুন : আইএসএলের বাণিজ্যিক স্বত্ব পেতে চলেছে ক্লাব জোট। সোমবার নয়াদিল্লিতে কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রী মনসুখ মাণ্ডব্যের সঙ্গে বৈঠকে বসেছিল ক্লাব জোট। প্রাক্তন এআইএফএফ সভাপতি প্রফুল প্যাটেল এই বৈঠকে মধ্যস্থতা করেন। ক্রীড়ামন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকের পর ক্লাবগুলির অসন্তোষ পুরোটাই কেটে গিয়েছে। তাদের প্রস্তাবেই শেষপর্যন্ত সিলমোহর পড়ছে। আইএসএলের জন্য বার্ষিক ১৫.৪ কোটি টাকা ফেডারেশনকে দেবে ক্লাব জোট। পরবর্তীতে এই টাকার পরিমাণ আরও বাড়তে পারে।

এদিন ক্রীড়ামন্ত্রী আইএসএল যাতে সময়মতো শুরু হয়, সেটা নিশ্চিত করার কথা বলেছেন। সেইসঙ্গে ক্লাব জোট ও ফেডারেশনের প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি কমিটি তৈরির কথাও তিনি বলেছেন। এই কমিটি আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে পুরো বিষয়টি নিষ্পত্তি করবে। আসলে বেশ কিছু ক্লাবের মূল উদ্দেশ্য রিলায়েন্সকে পুনরায় ফিরিয়ে আনা। এদিন ফেডারেশনের তরফে আইএসএলে পিআইও ফুটবলার খেলানোর প্রস্তাব দেওয়া হয়। এছাড়াও বিদেশি কমানোর প্রস্তাবও এই বৈঠকে উঠে আসে। এই বৈঠকের যাওয়ার আগে মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের পক্ষ থেকে ডুরান্ড কাপে খেলার বিষয়ে সম্মতি জানানো হয়েছে।

এদিকে, মঙ্গলবার তাজিকিস্তানের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় ফ্রেন্ডলি ম্যাচ খেলতে নামছে ভারত। বিশ্বকাপের আগে প্রকাশিত ফিফা র‍্যাংকিংয়ে তিন ধাপ নেমে ভারত ১৩৯ নম্বরে রয়েছে।

৪ উইকেট সুশাঙ্কের

ম্যাচের সেরার ট্রফি নিচ্ছে নীলরব বর্মন (বাঁয়ে) ও সুশাঙ্ক সিং।

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৮ জুন : শিলিগুড়ি ক্রিকেট কোচিং সেন্টারের ১৬ দলীয় অনূর্ধ্ব-১৩ সামার কাপ টি২০ ক্রিকেটে সোমবার জলপাইগুড়ি মিলন সংঘ ৭ উইকেটে চম্পাসারি ক্রিকেট কোচিং ক্যাম্প 'এ' দলকে হারিয়েছে। ঘোঘোমালি হাইস্কুল মাঠে প্রথমে চম্পাসারি 'এ' ২০ ওভারে ৮ উইকেটে ৬৪ রান তোলে। ম্যাচের সেরা নীলরব বর্মন ১৪ রানে নেয় ২ উইকেট। জবাবে মিলন ৯ ওভারে ৩ উইকেটে ৬৭ রানে পৌঁছে যায়। অভি রায়ের অবদান ২৪ রান।

অন্য ম্যাচে চম্পাসারি ক্রিকেট কোচিং ক্যাম্প 'বি' দল ২৯ রানে একটিয়াশাল ক্রিকেট অ্যাকাডেমির বিরুদ্ধে জয় পায়। প্রথমে চম্পাসারি 'বি' ২০ ওভারে ৬ উইকেটে ১২৯ রান তোলে। মায়াঙ্ক সিং ৫১ রান করে। শুভঙ্কর রায় ৮ রানে পেয়েছে ২ উইকেট। জবাবে একটিয়াশাল ১৭.২ ওভারে ১০০ রানে অল আউট হয়। ঋষভ সিং ২৪ রান করে। ম্যাচের সেরা সুশাঙ্ক সিং ১৮ রানে ফেলে দেয় ৪ উইকেট। মঙ্গলবার খেলবে বাঘা যতীন অ্যাথলেটিক ক্লাব-সুকান্ত স্পোর্টিং ক্লাব ও রানিডাঙ্গা ক্রিকেট ক্রাফট অ্যাকাডেমি-আরএসএসএফসিএ।

ম্যাচের সেরা হয়ে তরুণ তীর্থের শুভজিৎ এক্কা।

পিছিয়ে পড়েও ড্র তরুণ তীর্থের

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৮ জুন : মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের গৌরচন্দ্র দত্ত, অমৃতকুমার চৌধুরী ও বিমলা পাল ট্রফি প্রথম ডিভিশন ফুটবল লিগে সোমবার জিটিএসসি ও তরুণ তীর্থের ম্যাচ ১-১ গোলে ড্র হয়েছে। জিটিএসসি ৯ মিনিটে রাজীব ছেত্রীর করা গোলে এগিয়ে যায়। ৭০ মিনিটে সমতা ফেরান তরুণ তীর্থের শুভজিৎ এক্কা। ম্যাচের সেরা হয়ে শুভজিৎ পেয়েছেন দেবলকৃষ্ণ মজুমদার ট্রফি। মঙ্গলবার খেলবে দাদাভাই স্পোর্টিং ক্লাব ও ভিবজিওর স্পোর্টিং ক্লাব।

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির
₹১কোটির বিজয়ী হলেন
বর্ধমান-এর এক বাসিন্দা

18.03.2026 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 92E 43959 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "জীবনে এটি একটি আকর্ষণীয় বিষয় হবে যখন আমরা কোনো বড় বিনিয়োগ ছাড়াই কোটিপতি হতে পারব। ডিয়ার লটারি প্রত্যেককে কয়েকটি দশ টাকা খরচ করে নিজেদের ভাগ্য পরীক্ষা করার সুযোগ করে দিয়েছে। আমরা যখন কোটিপতি হব তখন এটি জীবনের আর্থিক আত্মবিশ্বাস জাগাবে।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়।

পশ্চিমবঙ্গ, বর্ধমান - এর একজন বাসিন্দা নারায়ণ লোহার - কে

* বিজ্ঞাপিত তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।